দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা বুধবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-২০৬ ॥ ১৩ নভেম্বর ২০২৪ ॥ ২৮ কার্তিক ১৪৩১ বাংলা ॥ ১০ জমাঃ আউঃ ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

সরকারের ভুল-ত্রুটি ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখবেন না : অর্থ উপদেষ্টা

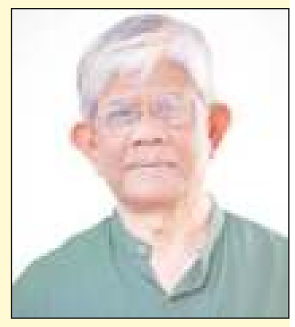

স্টাফ রিপোর্টার : অর্থনৈতিকভাবে কঠিন সময় পার করছে অন্তর্বর্তী সরকার বলে মন্তব্য করে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, আমাদের ভুল-ত্রুটি আছে কিন্তু সেটিকে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখবেন না। মঙ্গলবার (১২ নভেম্বর) রাজধানীর মোহাম্মদপুরের সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসডিএফ) কার্যালয়ে ছাত্র আন্দোলনে শহিদ পরিবারের মাঝে আর্থিক সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, আমরা জুলাই অভ্যুত্থানে শহিদদের সব সময় স্মরণে রাখবো। শুধু স্মরণে রাখা নয়, তাদের আশা আকাঙ্ক্ষার যেন প্রতিফলিত হয় সেটা আমাদের খেয়াল করতে হবে।

ড. ইউনূসের নেতৃত্বের প্রশংসায় আল-আজহারের গ্র্যান্ড ইমাম

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস মঙ্গলবার আজারবাইজানে হোটেল রিটজ কার্লটনে আর আজহার শরীফের গ্র্যান্ড ইমাম আহমদ আল তায়্যেব এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। -পিআইডি

স্টাফ রিপোর্টার : প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সমৃদ্ধ হবে এবং উন্নতি করবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যান্ড ইমাম ড. আহমেদ আল তাইয়েব। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার (১২ নভেম্বর) আজারবাইজানের রাজধানী বাকুর রিটজ কার্লটন হোটেলে ড. ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে তিনি এ মন্তব্য করেন। এ সময় ইসলামিক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রধান অধ্যাপক ইউনূসকে সহস্রাব্দ পুরোনো প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে গ্র্যান্ড ইমাম ড. আহমেদ আল তাইয়েব বলেন, আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন সম্পূর্ণ অর্থায়িত বৃত্তি ঘোষণা করবে। গ্র্যান্ড ইমাম বলেন, আপনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা আশাবাদী। আপনি একজন বিচক্ষণ মানুষ। বিপ্লবের পর বাংলাদেশ নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবে। আমি আপনাকে বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজ করার জন্য স্যালুট জানাই। অধ্যাপক ইউনূস আমন্ত্রণ জানানোর জন্য গ্র্যান্ড ইমামকে ধন্যবাদ জানান। তিনি গ্র্যান্ড ইমামকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান এবং ছাত্র-নেতৃত্বাধীন অভ্যুত্থানের ফলে যে গভীর পরিবর্তনগুলো আনা হয়েছিল তা নিজের চোখে দেখার জন্য। বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা গণ-অভ্যুত্থান এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের গৃহীত সংস্কারের উদ্যোগ নিয়ে কথা বলেন। বাংলাদেশের সংস্কারপ্রক্রিয়া সফল হবে বলে প্রত্যাশা জানান গ্র্যান্ড ইমাম। তিনি ২-এর পাতায় দেখুন

বিমানবন্দর-কমলাপুর মেট্রোরেল নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলছে

স্টাফ রিপোর্টার : দেশে প্রথমবারের মতো বিমানবন্দর-কমলাপুর রুটে ভূগর্ভস্থ মেট্রো রেলের নির্মাণ কাজ চলছে। ২০২৮ সালের মধ্যে নির্মাণ কাজ শেষ করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ইউটিলিটি পরিষেবাগুলো স্থানান্তর করা হচ্ছে। ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আবদুর রউফ আজ বাসস'কে বলেছেন, রাজধানীর যানজট নিরসনে এবং পরিবেশবান্ধব যাত্রীসেবা উন্নত করতে যথাসময়ে এমআরটি লাইন-১ চালু করা হয়েছে।' তিনি বলেন, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনের মধ্যে ৩১.২৪১ কিলোমিটার দীর্ঘ এমআরটি লাইন-১-এর দুটি অংশ থাকবে। বিমানবন্দর এবং পূর্বাচল রুট। ব্যবস্থাপনা পরিচালক আরো বলেন, ডিএমটিসিএল প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে কর্তৃপক্ষ এমআরটি লাইন-১ নির্মাণের জন্য বিভিন্ন ঠিকাদারদের নিয়োগ করেছে। এমআরটি লাইন-১ প্রকল্পের বিবরণ অনুযায়ী, ১৯.৮৭২ কিলোমিটার দীর্ঘ ভূগর্ভস্থ বিমানবন্দর রুটে ১২টি স্টেশন এবং ২-এর পাতায় দেখুন

কপ২৯ সম্মেলন

বিশ্বনেতাদের সঙ্গে মুহাম্মদ ইউনূসের শুভেচ্ছা বিনিময়

স্টাফ রিপোর্টার : অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথমবারের মতো জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলন যোগ দিতে আজারবাইজানের বাকুতে অবস্থান করছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। সেখানে বিশ্বনেতাদের সঙ্গে সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন তিনি। আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত এই ব্যক্তিত্বকে নতুন পরিচয়ে বৈশ্বিক প্ল্যাটফর্মে পেয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানরা। সম্মেলনে যোগ দেওয়ার প্রথম দিনেই তিনি পেয়েছেন তাদের উষ্ণ অভিনন্দন। কপ-২৯ জলবায়ু সম্মেলনে যোগ দিতে এরই মধ্যে আজারবাইজানের বাকুতে পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। ছাত্র-জনতার গণ অভ্যুত্থানের মুখে গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের ২-এর পাতায় দেখুন

২৩৭ কোটি টাকার মালিক আ. লীগ নেতা গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : ২৩৭ কোটি টাকার মালিক লালমনিরহাট জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন সুমন খান ওরফে হুন্ডি সুমনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত সোমবার রাত ১১টার দিকে ঢাকা-লালমনিরহাট মহাসড়কের তিস্তা সেতুর টোল প্লাজা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গতকাল মঙ্গলবার গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জেলা পুলিশের এএসপি একেএম ফজলুল হক। গত ৩১ অক্টোবর সিআইডির সহকারী পুলিশ সুপার আব্দুল হাই সরকার বাদী হয়ে লালমনিরহাট সদর থানায় তার বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং আইনে একটি মামলা করেন। মানি লন্ডারিং মামলা ছাড়াও সুমনের বিরুদ্ধে আশুলিয়া, মোহাম্মদপুর, যাত্রাবাড়ী, লালবাগ থানায় হত্যা ও হত্যাচেষ্টাসহ ১০টি মামলা রয়েছে। এসব মামলায় ২-এর পাতায় দেখুন

চট্টগ্রাম কাস্টমসে প্রতি কেজি কমলার দাম উঠেছে ১০ টাকা ৫৪ পয়সা

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি : চট্টগ্রাম কাস্টমসে প্রতি কেজি কমলার দাম উঠেছে ১০ টাকা ৫৪ পয়সা। চট্টগ্রাম কাস্টমসের প্রকাশ্য নিলামে ৫২ হাজার ২শ কেজি কমলার একটি চালানের দাম উঠে ৫ লাখ ৫০ হাজার টাকা। চট্টগ্রাম কাস্টমসের নিলাম শাখায় সোমবার এ নিলাম হয়। নগরীর আশরাফ আলী রোডের প্রতিষ্ঠান মেসার্স মঈনুদ্দিন জাবেদ ট্রেডার্স নামের একটি প্রতিষ্ঠান সর্বোচ্চ এ নিলাম দর ডাকে। চালানটির সংরক্ষিত মূল্য ধরা ছিল ৪৭ লাখ ২৪ হাজার ৬৫২ টাকা।একই দিন ৩০ লাখ ৪ হাজার ৪৩৬ টাকার আদার একটি চালানের দাম উঠছে ৫ লাখ ৬৫ হাজার টাকা। ২২ হাজার ৩১২ কেজির এক কনটেইনার আদার ওই চালানের সর্বোচ্চ দর ডাকে নগরীর এ কে খান গেট এলাকার প্রতিষ্ঠান মদিনা এন্টারপ্রাইজ নামের একটি প্রতিষ্ঠান। এতে প্রতি কেজি আদার সর্বোচ্চ দর উঠে ২৫ টাকা ৩২ পয়সা। কাস্টমস সূত্র জানিয়েছে, আমদানিকারক খালাস না নেওয়ায় পচনশীল পণ্য হিসেবে কমলা, আদাসহ কিছু জুস নিলামে তোলা হয়। ৭২ লাখ ৪৭ হাজার ৮৭৬ টাকার ৩ হাজার ৪২২ লিটার জুসের একটি চালানের সর্বোচ্চ দর উঠে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা। নগরীর স্টেশন রোডের প্রতিষ্ঠান রফিক অ্যান্ড ব্রাদার্স এই দর প্রস্তাব করেন। এসব জুসের মধ্যে রয়েছে ২৯২ লিটার পাইনাপেল জুস (১ লিটারের বোতল), ৮৪২ লিটার ম্যাঙ্গো জুস (২৫০ মিলি লিটারের বোতল), ৫৯২ লিটার অ্যাপল জুস (১ লিটারের বোতল), ৪২২ লিটার স্ট্রবেরি এন্ড বানানা জুস (২৫০ মিলি লিটারের বোতল), ৬৯৮ লিটার পেয়ারার জুস (২৫০ মিলি লিটারের বোতল) এবং ৫৭৬ লিটার ম্যাঙ্গো জুস (১ লিটারের বোতল)। চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজের ডেপুটি কমিশনার মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম বলেন, আমদানিকারকরা নিয়ম অনুযায়ী খালাস না নেওয়ায় বন্দরের জটলা কমাতে কিছু পণ্যশীল পণ্য নিলামে তোলা হয়েছে। তন্মধ্যে কমলা, ফলের জুস, আদার একটি চালান রয়েছে। ২-এর পাতায় দেখুন

ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হাইকোর্টের নির্দেশ

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। মঙ্গলবার (১২ নভেম্বর) বিচারপতি ফাহমিদা কাদের ও বিচারপতি মুবিনা আসাফের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন। আদেশে স্থানীয় সরকার সচিব, স্বাস্থ্য সচিব, ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনসহ সংশ্লিষ্টদের এ নির্দেশনা বাস্তবায়ন করে ৩০ দিনের মধ্যে আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়েছে। একই সঙ্গে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করতে বলেছেন আদালত। কমিটিতে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের রাখতে বলা হয়েছে। এ ছাড়া ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতা কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি ২-এর পাতায় দেখুন

টেন্ডারের ক্ষেত্রে একটা সিন্ডিকেট হয়ে গেছে এটা ভাঙতে হবে : পরিবেশ উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : সরকারি বিভিন্ন কাজ বাস্তবায়নে টেন্ডারের (দরপত্র) মাধ্যমে কাজ দেওয়ার ক্ষেত্রে একটা সিন্ডিকেট হয়ে গেছে, এটা ভাঙতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। গতকাল মঙ্গলবার সচিবালয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ক্রয় প্রক্রিয়ায় পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা চিহ্নিতকরণ এবং করণীয় নির্ধারণ বিষয়ক সভা শেষে উপদেষ্টা এ কথা বলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। রিজওয়ানা হাসান পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার দায়িত্বে রয়েছেন। সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা আছে। এ কাজগুলোকে দলীয় ও স্থানীয় প্রভাব মুক্ত করা যাচ্ছে না। যে মন্ত্রণালয়গুলোর বেশি কাজ থাকে, আমরা বসেছিলাম এখানে ২-এর পাতায় দেখুন

এনআইডি : সার্ভারে নাগরিকের তথ্য তিন দিনের মধ্যে আপলোডের নির্দেশ

স্টাফ রিপোর্টার : নতুন ভোটার জন্য কেউ আঙ্গুলের ছাপ ও ছবি তোলে নিবন্ধন সম্পন্ন করলে তার তিনদিনের মধ্যে তথ্য সার্ভারে আপলোডের জন্য সকল মাঠ কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিল নির্বাচন কমিশন (ইসি)। মঙ্গলবার (১২ নভেম্বর) ইসির এনআইডি শাখার সিস্টেম এনালিস্ট প্রকৌশলী মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম নির্দেশনা মাঠ কর্মকর্তাদের পাঠিয়েছেন। নির্দেশনায় বলা হয়েছে, গত ২ অক্টোবরের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইসি সচিব নতুন ভোটারের বায়োমেট্রিক গ্রহণের ৩ দিনের মধ্যে ভোটারের ডাটা এনআইডি সিস্টেমের কেন্দ্রীয় সার্ভারে আপলোড করতে হবে। একজন ভোটারের কত তারিখে বায়োমেট্রিক নেয়া হয়েছে এবং কত তারিখে কেন্দ্রীয় সার্ভারে আপলোড হয়েছে তার রেকর্ড উপজেলা ২-এর পাতায় দেখুন

সরকারকে নিয়ে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে
—— উপদেষ্টা নাহিদ

স্টাফ রিপোর্টার : তথ্য উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম বলেছেন, বাংলাদেশ ও সরকারকে নিয়ে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। মঙ্গলবার (১২ নভেম্বর) সচিবালয়ে টেলিভিশন মালিকদের সংগঠন অ্যাটকোর সঙ্গে বৈঠক শেষে এ কথা জানান তিনি। উপদেষ্টা নাহিদ বলেন, পাশের দেশের বিভিন্ন মিডিয়াতে অভ্যুত্থান এবং সরকারকে নিয়ে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। এই অপপ্রচারকে কাউন্টার দেয়ার জন্য এবং প্রকৃত সত্য তুলে ধরার জন্য গণমাধ্যমসহ সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিতে সাইবার সিকিউরিটি আইনের মতো অন্য আইনও পর্যালচনা করা হবে। বকেয়া বেতন ভাতা যথা সময়ে মিটিয়ে দিতে মালিকদের আহ্বান জানানো হয়েছে। সচিবালয়ে যাদের কার্ড বাতিল হয়েছে তাদের বিষয়ে কোনো ভুল হলে পুনর্মূল্যায়ন করা হবে।

মঙ্গলবার মেয়েদের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে টানা দ্বিতীয় শিরোপাজয়ী বাংলাদেশ ফুটবল দল চ্যানেল আই ভবন প্রাঙ্গণে পৌঁছালে তাদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়ে বরণ করে নিয়ে স্টুডিওতে প্রবেশের আমন্ত্রণ জানান চ্যানেল আই এর পরিচালক ও বার্তা প্রধান শাইখ সিরাজ।

র‍্যাবের বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালে অভিযোগ করলেন পা হারানো লিমন

স্টাফ রিপোর্টার : র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) গুলিতে পা হারানো ঝালকাঠির লিমন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে অভিযোগ দায়ের করেছেন করবেন। সাবেক সামরিক উপদেষ্টা তারেক আহমেদ সিদ্দিকী, র‍্যাবের সাবেক কর্মকর্তা জিয়াউল আহসানসহ ৯ জনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে এই অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউট কার্যালয়ে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র?্যাব) গুলিতে পা হারানো লিমন হোসেন এ অভিযোগ করেন। অভিযোগকারী জানান, ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা সরকারের আমলে ন্যায়বিচার পাইনি। ন্যায়বিচারের আশা নিয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে অভিযোগ দায়ের করলাম। এর আগে চলতি বছরের ২৮ ফেব্রুয়ারি ২-এর পাতায় দেখুন

দ্রুত বর্ধমান ভোগ্যপণ্যে প্রাণ আরএফএলের বড় বিনিয়োগ

স্টাফ রিপোর্টার : দ্রুত বর্ধমান ভোগ্যপণ্যের (ফাস্ট মুভিং কনজিউমার গুডস বা এফএমসিজি) বিশাল সম্ভাবনাময় বাজার বাংলাদেশ। খাদ্য, পানীয়, দুধসহ নিত্যব্যবহার্য এফএমসিজি তুলনামূলক সস্তা, কিন্তু দ্রুত বিক্রি হয়। এ খাতে আগে থেকেই অংশীদারত্ব থাকলেও আরও বড় বিনিয়োগ করছে প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ। এফএমসিজির জন্য গাজীপুরের কালীগঞ্জ ইকোনমিক জোনে একটি শিল্পপার্ক গড়ে তুলেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্যের প্রতিষ্ঠান 'প্রাণ'। নতুন এ শিল্পপার্কে এরই মধ্যে চালু হয়েছে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ফ্লাওয়ার মিল। প্রতিদিন ৫শ টন উৎপাদন সক্ষমতার এ কারখানায় হাতের কোনো স্পর্শ ছাড়াই সম্পূর্ণ অটোমেটিক মেশিনে আটা-ময়দা ও সুজি উৎপাদন শুরু করেছে প্রতিষ্ঠানটি। এ শিল্পপার্ক নিয়ে বড় পরিকল্পনা রয়েছে প্রাণ-আরএফএফ গ্রুপের। আগামীতে এ শিল্পপার্কে ভোজ্যতেল, লবণ, ডাল, স্টার্চ, পোল্ট্রি ফিড, মসলা, বেভারেজ, নুডলস, বিস্কুট, কনফেকশনারি ও ফ্লেক্সিবল প্যাকেজিংসহ বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্য রেখে এগিয়ে যাচ্ছে প্রাণ। প্রাথমিকভাবে বিনিয়োগ ১৫শ কোটি টাকা। এখন পর্যন্ত প্রায় ৭১৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমান অবস্থা ১৮০ বিঘা জমিতে শিল্পপার্ক গড়ে তুলেছে প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ। এর মধ্যে আটা-ময়দা-সুজির জন্য ২১ বিঘা জায়গায় প্রায় ১০ তলা সমান সর্বাধুনিক প্রযুক্তির অটোমেটেড ফ্লাওয়ার মিল রয়েছে। এ কারখানার সম্পূর্ণ যন্ত্রাংশ ও প্রযুক্তি ইউরোপ থেকে আনা। ডিজিটাল মেশিনে পুরো কারখানা নিয়ন্ত্রণ ও উৎপাদন প্রক্রিয়া পরিচালনা করা হচ্ছে। সম্পূর্ণ অটোমেটেড এ কারখানায় কাঁচামাল আনলোড থেকে শুরু করে পণ্য ২-এর পাতায় দেখুন

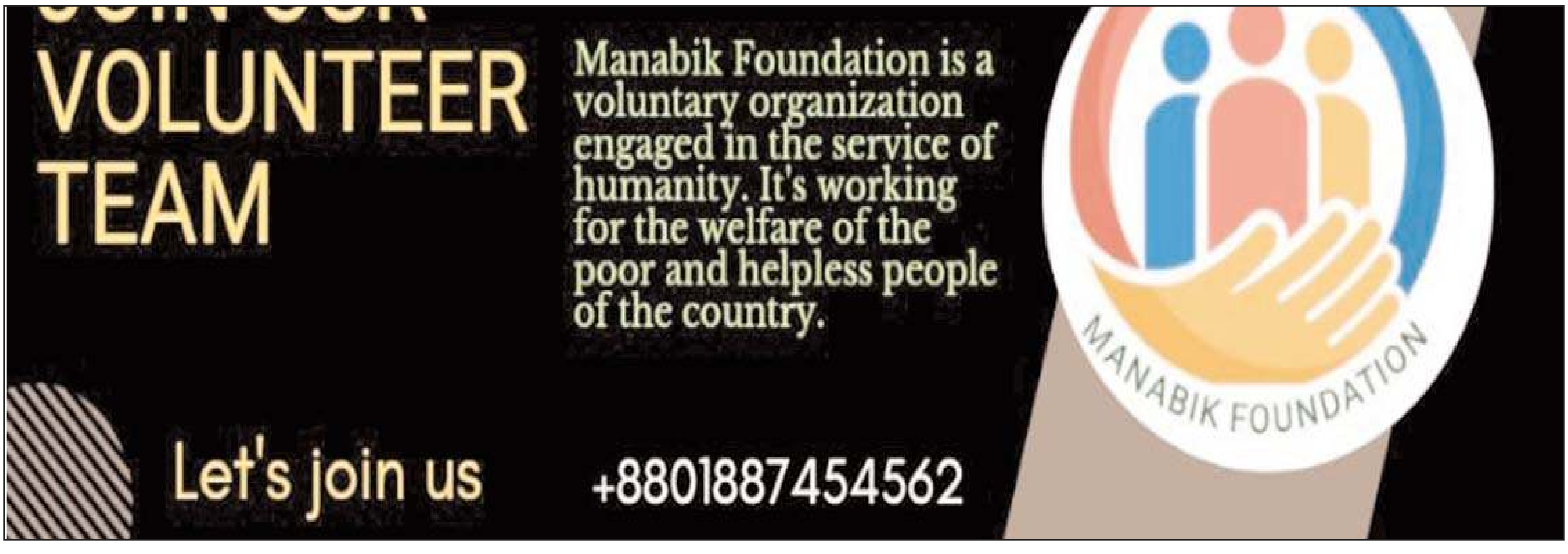

দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা বুধবার ॥ ১৩ নভেম্বর ২০২৪ ॥ ২৮ কার্তিক ১৪৩১ বাংলা

যানজট নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা, পুলিশ বলছেন যাত্রীদের আচরণ খারাপ

স্টাফ রিপোর্টার : সড়কে শৃঙ্খলা আর ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার অন্যতম শহর হতে পারে রাজধানী ঢাকা। সাম্প্রতিক সময়ে ঢাকা শহরের সার্বিক চিত্র পর্যালোচনা করলে এমনটি মনে হতে পারে যে কারও মনে। আজব এ শহরে দৈনন্দিন কাজে বাসা থেকে বের হতে হয় প্রায় সবাইকে। অথচ যানজটে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে থাকার অভিজ্ঞতা হয়নিড় এমন কাউকে হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না। রাজধানী হওয়ায় ব্যস্ততা থাকবে, তাই বলে সড়কে সড়কে অরাজকতা; বিষয়টি কেউ মেনে নিতে পারছেন না। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ঢাকা শহরে যানজটে প্রতিদিন ৮২ লাখ কর্মঘণ্টা নষ্ট হয়। বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পরিসংখ্যানে এমন চিত্র উঠে এসেছে। বছরের পর বছর ধরে চলে আসা এ সমস্যা সমাধানে কার্যত কোনো পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি কাউকে। বিশেষ করে টানা ১৫ বছরের অধিক সময় ক্ষমতায় থাকা আওয়ামী লীগ সরকার বিষয়টি হেলায় পার করেছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যানজট নিরসনে পতিত সরকার যেসব প্রকল্প হাতে নিয়েছিল সেগুলো কোনো কাজে আসেনি। এ ছাড়া ফ্লাইওভার দিয়ে ঢাকা শহর ঢেকে ফেলার যে প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করা হয়েছে, উল্টো সেগুলো ঢাকার যানজট আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। তাদের অভিযোগ, সম্প্রতি ঢাকা শহরের যানজট আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত যানজটের কারণে প্রায় স্থবির হয়ে থাকে প্রধান প্রধান সড়কগুলো। এখানে আইনের কোনো প্রয়োগ নেই। নিয়ম থাকলেও তা মানছেন না কেউ। ট্রাফিক আইনের তোয়াক্কা না করে ইচ্ছামতো চলাফেরা করছেন চালক, যাত্রী ও পথচারীরা। এসব অনিয়ম ও শৃঙ্খলা বহির্ভূত কার্যক্রম দেখে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছেন ট্রাফিক পুলিশের সদস্যরা। এ সুযোগে সড়কে চলছে অনিয়মের মহোৎসব। গত কয়েকদিন সরেজমিনে রাজধানীর কুড়িল থেকে পল্টন পর্যন্ত সড়কে চলাচল করে দেখা গেছে, সকাল ৮টা থেকে এ সড়কে শুরু হয় অসহনীয় যানজট। যা চলে রাত ১০-১১টা পর্যন্ত। সড়কটিতে চলাচল করা যানবাহনগুলো কোনো ধরনের আইন বা নিয়মনীতির তোয়াক্কা করছে না। এ ছাড়া সড়কের বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে অবৈধ পার্কিং। গণপরিবহনগুলো নির্ধারিত স্থানে যাত্রী ওঠা-নামা না করিয়ে যত্রতত্র গাড়ি থামিয়ে কাজটি করছে। এ অবস্থা দীর্ঘ সময় ধরে চলে আসলেও গত এক থেকে দেড় মাসে তা আরও বেড়েছে। যেসব কারণে যানজট * কুড়িল থেকে পল্টন পর্যন্ত সড়কে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত প্রচুর সংখ্যক ব্যাটারিচালিত রিকশা চলাচল করে। এসব রিকশা চালককে সড়কের কোনো নিয়ম মানতে দেখা যায় না। মাঝেমধ্যে দ্রুতগতিতে উল্টোপথে চলাচল করতেও দেখা যায়। ফলে সড়কের যান চলাচলের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হচ্ছে এবং ঘটছে দুর্ঘটনা। * প্রায় সব লেনে অধিক সংখ্যক রিকশা চলাচলের কারণে সড়কের স্বাভাবিক গতি কমে যাচ্ছে। ফলে অন্য যানবাহন চলাচলে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। দেখা যায়

৭-এর পাতায় দেখুন

যানজটে আরও মন্থর ঢাকা হঠাৎ কেন এত ভোগান্তি?

- ঢাকা এখন আনোদালনের নগরী
- সড়কে পুলিশ থেকেও যেন নেই
- প্রধান সড়কে চলছে অটোরিকশা
- নিয়ন্ত্রণহীন মোটরসাইকেল-রিকশা
- বেড়েছে ছোট গাড়ির আধিপত্য
- নজর দেওয়া হয়নি গণপরিবহনে

শাইখ সিরাজের বিরুদ্ধে ব্রাউনিয়ার প্রতারণার মামলা প্রত্যাহার

স্টাফ রিপোর্টার : প্রতারণতার অভিযোগে চ্যানেল আইয়ের বার্তা প্রধান শাইখ সিরাজসহ পাঁচ জনের বিরুদ্ধে ঢাকার আদালতে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করেছেন বাদী ফারজানা ব্রাউনিয়া। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. সাইফুজজামানের আদালত মামলাটি নিষ্পত্তির আদেশ দেন। আদালত সূত্রে জানা গেছে, গত ২ অক্টোবর উপস্থাপিকা ফারজানা ব্রাউনিয়া আদালতে মামলাটি প্রত্যাহারের আবেদন করেন। অনির্ধারিত সেই তারিখে তিনি আদালতে উপস্থিত হয়ে মামলার বিষয়টি আপস-মিমাংসা হয়ে গেছে বলে জবানবন্দি দেন। বিচারক তার জবানবন্দি রেকর্ড করে আদেশের জন্য গতকাল মঙ্গলবার দিন ধার্য করেন। এদিন বিচারক মামলাটি প্রত্যাহারের অনুমতি দেন একইসঙ্গে মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো বলে আদেশ দেন। গত ২৫ সেপ্টেম্বর ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট হাসিবুল হকের আদালতে মামলার আবেদন করেন ফারজানা ব্রাউনিয়া। এ সময় আদালত বাদীর জবানবন্দি রেকর্ড করে অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করে সিআইডিকে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেন। মামলার আরও যাদের আসামি করা হয় তারা হলেনু আওয়ামী লীগ নেতা জহির উদ্দিন মাহমুদ মামুন, মুকিত মজুমদার বাবু, আব্দুর রশিদ মজুমদার পারভেজ ও রিয়াজ আহম্মেদ খান। মামলার অভিযোগে বলা হয়, বাদী চ্যানেল আইতে ম্যানেজার মার্কেটিং (ইভেন্ট) পদে মাসিক এক লাখ টাকা বেতনে চাকরিতে যোগ দেন। তিনি সুনামের সঙ্গে ২০১৪ সাল থেকে স্বর্ণ কিশোরী নামে একটি অনুষ্ঠান উপস্থাপনা ও পরিচালনা করে আসছিলেন। ২০১৮ সালে কোটা আন্দোলনে ছাত্র-ছাত্রীদের

৭-এর পাতায় দেখুন

প্রকল্পের দুর্নীতি প্রতিরোধে নানা পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে : পরিকল্পনা উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্নীতি ও অনিয়মের সুযোগ রয়েছে জানিয়ে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, এগুলো রোধে নানা পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। মঙ্গলবার (১২ নভেম্বর) সচিবালয়ে ক্রয় প্রক্রিয়ায় 'পিপিএ-২০০৬' এবং 'পিপিআর-২০০৮' এর বিধি-বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা চিহ্নিতকরণ এবং করণীয় নির্ধারণ বিষয়ক সভা শেষে উপদেষ্টা এ কথা বলেন। সভায় আরও কয়েকজন উপদেষ্টা উপস্থিত ছিলেন। পরিকল্পনা উপদেষ্টা বলেন, 'প্রকল্প পর্যায়ে বহুস্তরে দুর্নীতি হয়ে থাকে। প্রথমত প্রজেক্টগুলো যেভাবে বানানো হয় তখনই নিয়মের অনেক ব্যতিক্রম হয়। এর থেকেও বড় কথা হলো প্রকল্পগুলো যখন অনুমোদন হয়, অনুমোদনের পরে যে ক্রয়নীতির মাধ্যমে যাদের ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়, এগুলোর মধ্যে অনেক ফাঁক-ফোকর আছে। দেখা যায়, একই প্রতিষ্ঠান বারবার ওই প্রকল্পগুলো পেয়ে যাচ্ছে। কেন পেয়ে যাচ্ছে এজন্য কিছু নীতি, নিয়ম-কানুন দায়ী।' তিনি বলেন, 'যতদূর পারা যায় প্রকল্পগুলো পরিকল্পনার সময়ে যেন দুর্নীতির সুযোগ কম থাকে, সেটা একটা বিষয়। আর একটা বিষয় হলো- প্রজেক্ট পাস হওয়ার পর যখন ঠিকাদারকে দিয়ে বাস্তবায়ন করা হয়, সেই সময় সবচেয়ে বেশি অনিয়ম হয়।''দেখা যায় প্রজেক্টগুলো যে খরচে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে তা বাড়তে থাকে। ব্যয় বাড়তে থাকে, সময় বাড়তে থাকে। এগুলো কীভাবে কমানো যায় এবং ঠিকাদারদের নিয়োগ আর একটু কীভাবে নিয়মসিদ্ধ করা যায়। যেন এতে দুর্নীতি কমানো যায়।' টেন্ডার ব্যবস্থায় সর্বোৎকৃষ্ট নিয়ম বলে কিছু নেই জানিয়ে পরিকল্পনা উপদেষ্টা বলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এগুলো বিভিন্নভাবে করা হয়ে থাকে। এমন কোনো নিয়ম নেই যেটাতে সবচেয়ে ভালো। কিন্তু আমাদের দেশের উপযোগী করে এতদিন পর্যন্ত যা দেখেছি সেখানে যে দুর্নীত হয়েছে, তা কমানোর জন্য কি কি পদক্ষেপ নেওয়া যায়, সে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। তিনি বলেন, যাদের দিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে টেন্ডারিং প্রক্রিয়াটায় সেটা দেশি, বিদেশি এবং বিদেশিদের সঙ্গে সহযোগী বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান- এগুলোর জোগসাজশ কীভাবে কমানো যায়, সোজা কথা যেন দুর্নীতিমুক্ত করা যায়। শুধু এই আমলেই নয় ভবিষ্যতেও সেই ব্যবস্থা করা।

ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ আর বলেন, 'কীভাবে সর্বোৎকৃষ্ট টেন্ডারিং প্রসেস করা যায়, এটার সমাধান পৃথিবীর কোনো বইতে নেই। যে কোনো ফর্মুলার মধ্যে যদি খারাপ লোক থাকে, তাদের প্রতিরোধ করার একেবারে ফুল প্রুফ কোনো উপায় নেই। এর মধ্যে যতদূর কমানো যায় সেটা চিন্তা করতে হবে। শুধু আমাদের জন্য না, ভবিষ্যতের জন্য।'

খালাস পেলেন তারেক রহমানের সাবেক এপিএস অপু

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর মতিঝিল থানার সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সাবেক একান্ত সহকারী সচিব (এপিএস) মিয়া নুরুদ্দিন অপুকে খালাস দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল। মঙ্গলবার (১২ নভেম্বর) ঢাকার সন্ত্রাসবিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বিচারক মোহাম্মদ আব্দুল হালিম এই আদেশ দেন। এ বিষয়ে বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও অপুর আইনজীবী মাসুদ আহমেদ তালুকদার বলেন, মামলার সাক্ষ্য পর্যায়ে ছিল। তবে আদালত সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্ত করে অপুসহ অন্যদের খালাস দেন। এটা একটা ভিত্তিহীন সাজানো মামলা ছিল, আজ প্রমাণিত হয়েছে। জানা গেছে, মিয়া নুর উদ্দিন আহমেদ অপু

৭-এর পাতায় দেখুন

বেক্সিমকো ফার্মায় রিসিভার নিয়োগ নয় : আপিল বিভাগ

স্টাফ রিপোর্টার : বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডে রিসিভার নিয়োগের সিদ্ধান্ত স্থগিত করে দিয়েছেন আপিল বিভাগ। তবে এর বাইরে বেক্সিমকো গ্রুপের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে রিসিভার নিয়োগে হাইকোর্টের আদেশ বহাল থাকবে বলে আদেশে বলা হয়েছে। একইসঙ্গে রিসিভার নিয়োগ নিয়ে জারি করা রুল দুই সপ্তাহের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হাইকোর্টের বিচারপতি ফারাহ মাহবুবের নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চকে নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। মঙ্গলবার (১২ নভেম্বর) আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি বিচারপতি মো. আশফাকুল ইসলামের নেতৃত্ব তিন বিচারপতির বেঞ্চ এই আদেশ দেন। আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন সিনিয়র আইনজীবী মাসুদ আর সোবহান। বেক্সিমকোর পক্ষে শুনানি করেন সিনিয়র আইনজীবী ফিদা এম কামাল ও ব্যারিস্টার মোস্তাফিজুর রহমান খান। বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী মো. মনিরুজ্জামান। গত ২৫ বছরে বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডসহ সংশ্লিষ্ট গ্রুপের অন্য সব ব্যবসার ঋণের বিষয়ে তথ্য সরবরাহ করাসহ কয়েকটি বিষয় নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী মাসুদ আর সোবহান আবেদনকারী হয়ে ৪ সেপ্টেম্বর রিট করেন। সে রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামান ও বিচারপতি মুহম্মদ মাহবুব-উল ইসলামের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ রুলসহ আদেশ দেন। বেক্সিমকো গ্রুপ অব কোম্পানিজের অন্য সব

৭-এর পাতায় দেখুন

যৌথ অভিযানে ফার্মগেটে ফুটপাত উচ্ছেদ, হকারদের বিক্ষোভ

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর ফার্মগেট এলাকায় যৌথ বাহিনীর অভিযানে ফুটপাতের শতশত দোকান গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করছে ওই এলাকার হকাররা। গতককাল মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে পুলিশ, সেনাবাহিনী, র‌্যাব ও সিটি করপোরেশনের যৌথ অভিযানে ফার্মগেট এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়েছে। ফার্মগেটের গ্রিনরোড থেকে শুরু করে খামারবাড়ি পর্যন্ত এ অভিযানের চালানো হয়। এতে ফুটপাত ও সড়ক দখল করে গড়ে ওঠা কয়েকশো দোকানপাট উচ্ছেদ করা হয়েছে। সরেজমিনে দেখা গেছে, বিপুলসংখ্যক পুলিশ, সেনাবাহিনী ও র‌্যা?বের সদস্য দুপুর ১২টার দিকে ফার্মগেটের গ্রিণ সুপার মার্কেটের সামনে থেকে উচ্ছেদ অভিযান শুরু

৭-এর পাতায় দেখুন

অন্তর্বর্তী সরকারকে যৌক্তিক সময় দিতে হবে : ফখরুল

লালমনিরহাট প্রতিনিধি : বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, আগের তত্ত্বাবধায়ক সরকার আর বর্তমান সরকার এক না। এ সরকার এসেছে একটি সংকটময় মুহূর্তে, ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মাধ্যমে। ফলে এ সরকারকে নির্বাচনের পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কার করতে হবে। এ জন্য সরকারকে সময় দিতে হবে আর আমাদের ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে তাতে সহযোগিতা করতে হবে। মঙ্গলবার (১২ নভেম্বর) বিকেলে লালমনিরহাটের বড়বাড়ি কলেজ মাঠে জেলা বিএনপি আয়োজিত শহীদ জিয়া স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধনীয় খেলায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর নেতিবাচক আলোচনার কারণে ফ্যাসিবাদের দোসররা নতুন করে মাথা উঁচু করছে। জাতির সামনে যে সংকট আছে তা সমাধানের একমাত্র পন্থা হচ্ছে ধৈর্য। প্রয়োজন হচ্ছে রাষ্ট্রীয় সংস্কার সম্পন্ন করা

৭-এর পাতায় দেখুন

কাকরাইল মসজিদ-ইজতেমা মাঠ সাদপন্থিমুক্ত করার দাবি

স্টাফ রিপোর্টার : কাকরাইল মসজিদ ও টঙ্গীর ইজতেমার মাঠ সব সময় ওলামা-বিদ্বেষী সাদপন্থি-মুক্ত রাখার দাবি জানিয়েছে জাতীয় ওলামা-মাশায়েখ বাংলাদেশ। গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় প্রেসক্লাবের মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ হলে আয়োজিত 'দাওয়াত ও তাবলিগ হেফাজতের লক্ষ্যে' এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে মাওলানা মো. ফজলুল করীম কাসেমী বলেন, সাদপন্থিদের কথায় 'মূলধারা' বলতে পৃথিবীতে কোনো ধারা নেই। তাবলিগের এই মেহনতের কাজ ওলামায়ে দেওবন্দের সূর্যসন্তান হজরত মাওলানা ইলিয়াস (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) শুরু করেছেন, এখনো হাক্কানি ওলামায়ে কেরামগণ এই মকবুল কাজের আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন, তারাই নাওয়াত ও তাবলিগের মূলধারা,

৭-এর পাতায় দেখুন

সিলেট-২ আসনের সাবেক এমপি ইয়াহইয়া ঢাকায় গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর উত্তরা থেকে সিলেট-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ইয়াহইয়া চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত সোমবার রাতে উত্তরার একটি বাসা থেকে র?্যাব-১ ও র?্যাব-৯ এর যৌথ অভিযানে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন র?্যাব-১ এর উত্তরা ক্যাম্প কমান্ডার মেজর আহনাজ। তিনি জানান, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ঘটনায় ইয়াহইয়া চৌধুরীর নামে সিলেটের কোতোয়ালি থানায় বিস্ফোরক দ্রব্য ও হত্যা চেষ্টা মামলা রয়েছে। তাকে উত্তরায় নিজ বাসা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মেজর আহনাজ আরও বলেন, গ্রেপ্তার ইয়াহইয়া চৌধুরীকে সিলেটে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাকে সংশ্লিষ্ট থানায় সোপর্দ করা হবে। উল্লেখ্য, ইয়াহিয়া চৌধুরী ২০১৪ সালের দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টির প্রার্থী হিসেবে সিলেট-২ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে দলটির পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

গোমস্তাপুরে ইউএনও'র সাথে বিএনপি নেতার দুর্ব্যবহারের অভিযোগঃ প্রতিবাদে বিএনপি'র অপরাংশের বিক্ষোভ

গোমস্তাপুর (চাঁপাই নবাবগঞ্জ) প্রতিনিধি ঃ চাঁপাই নবাবগঞ্জের গোমস্তাপুরে ইউএনওর সাথে এক বিএনপি নেতার দুর্ব্যবহারের ঘটনায় বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে বিএনপির অপরাংশের নেতাকর্মীরা। মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলা পরিষদ চত্বরে এ বিক্ষোভ সমাবেশ করেব তারা। এতে নেতৃত্ব দেন বিএনপির সাবেক সংসদ আমিনুল ইসলামের অনুসারী বিএনপি নেতা আশরাফুল ইসলাম। সমাবেশে বক্তারা অভিযোগ করেন,সোমবার দুপুরে রহনপুর পৌর বিএনপির আহবায়ক এনায়েত করিম তোকি নারী ইউএনও নিশাত আনজুম অনন্যার সাথে চরম দুর্ব্যবহার করেন। যা দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে খুবই দুঃখজনক। তারা এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। এ সময় তারা সেখানে উপস্থিত জেলা প্রশাসক আব্দুস সামাদকে বিষয়টি অবহিত করেন এবং স্থানীয় প্রশাসনকে সবরকম সহায়তায় আশ্বাস দেন। এবিষয়ে অভিযুক্ত বিএনপি নেতা এনায়েত করিম তোকি জানান, বিষয়টি তেমন কিছু না।রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বিএনপির একটি অংশ এ বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে। এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নিশাত আনজুম অনন্যা জানান, প্রশাসনে কাজ করতে গিয়ে এ ধরনের পরিস্থিতিতে পড়তে হয়। তবে তিনি বিষয়টি উর্ধতন কর্মকর্তাকে জানিয়েছেন বলে জানান।

ওবায়দুল কাদেরের পিএ আব্দুল মতিন ৩ দিনের রিমান্ডে

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকার কেরানীগঞ্জ এলাকায় শিক্ষার্থী রিয়াজ হোসেন হত্যার অভিযোগের মামলায় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের ব্যক্তিগত সহকারী (পিএ) আব্দুল মতিন হাওলাদারকে তিন দিনের রিমান্ড দিয়েছেন আদালত। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকার জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ সালেহ এ আদেশ দেন। এর আগে, পুলিশ হেফাজত থেকে আব্দুল মতিনকে আদালতে হাজির করে পুলিশ। এরপর মামলার তদন্ত কর্মকর্তা কেরানীগঞ্জ থানার এসআই ইলিয়াস হোসেন আসামির সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করেন। রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিন আবেদন করে আসামি পক্ষ। রাষ্ট্রপক্ষ রিমান্ডের পক্ষে শুনানি করে। শুনানি শেষে তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন বিচারক। গত সোমবার ভোরে কেরানীগঞ্জ মডেল থানার শাক্তা ইউনিয়নের চর ওয়াশপুর গ্রামের একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে আব্দুল মতিনকে

৭-এর পাতায় দেখুন

বিতর্কিত দুজনকে কেন উপদেষ্টা বানানো হল, প্রশ্ন ফারুকের

স্টাফ রিপোর্টার : অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উদ্দেশ্যে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আবদিন ফারুক বলেছেন, আমাদের কথা না। এটা দেশের সাধারণ জনগণের কথা। এদেশের ছাত্র জনতা বুকের তাজা রক্ত দিয়ে আপনাদেরকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। তারপরেও বিতর্কিত এই দুজনকে কেন উপদেষ্টা বানানো হল? মঙ্গলবার (১২ নভেম্বর) জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে গণতান্ত্রিক পরিষদের উদ্যোগে আগামীর রাষ্ট্র নায়ক তারেক রহমানসহ সকল নেতা কর্মীদের নামে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে এক বিক্ষোভ সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন। ফারুক বলেন, বুকের তাজা রক্ত দিয়ে যে কারণে ৫ আগস্ট প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। সেটা আবার এই বিপ্লবী সরকারের কাছে দাবি জানাতে হবে কেন তারেক রহমানের মামলা প্রত্যাহার করা হচ্ছে না। আমার মনে হয় ইতিমধ্যে দেশের জনগণ বলা শুরু করেছে এই মুহূর্তে যাকে দরকার বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদীর অতন্ত্র প্রহরী দেশ নায়ক তারেক রহমানকে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আপনাদের মনে রাখতে হবে গত ১৬ বছরে দেশে গণতন্ত্র ধ্বংস করেছে, লুটপাট করেছে, অর্থপাচার করেছে, শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির পিতা বানিয়েছে, ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা বানিয়ে চাকরি দিয়ে বৈষম্য তৈরি করেছে শেখ হাসিনা । শেখ হাসিনা বিদেশে পালিয়ে গেলেও তার দোসরা এখনো এ দেশে অবস্থান করছে। তারা এখনো বিভিন্ন দপ্তর অধিদপ্তরে পদে বহাল আছে। তাদেরকে অপসারণ করতে হবে। তা না হলে তারা চক্রান্ত করছে। তারা আরও বিস্তরভাবে চক্রান্ত শুরু করবে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উদ্দেশ্যে সাবেক এই চিপ হুইপ আরও বলেন, গত ২ দিন আগে যে দু'জন উপদেষ্টাকে শপথ করানো হল। এদেশের ছাত্র জনতা

৭-এর পাতায় দেখুন

রিমান্ড শেষে কারাগারে আমু

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর নিউমার্কেট এলাকায় ব্যবসায়ী আব্দুল ওয়াদুদ হত্যা মামলায় আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী আমির হোসেন আমুকে রিমান্ড শেষে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। মঙ্গলবার (১২ নভেম্বর) সকালে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রে শরীফুর রহমানের আদালত শুনানি শেষে জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। এদিন ৬ দিনের রিমান্ড শেষে আমির হোসেন আমুকে আদালতে হাজির করে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ডিবি পুলিশের রমনা জোনাল টিমের পুলিশ পরিদর্শক জাহাঙ্গীর আরিপ। আমুর পক্ষে তার আইনজীবী জামিন আবেদন করেন। রাষ্ট্রপক্ষ এর বিরোধীতা করে। শুনানি শেষে আদালত জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। গত ৭ নভেম্বর তার ৬ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। এর আগে ৬ নভেম্বর রাজধানীর ধানমন্ডি এলাকা থেকে আমির হোসেন আমুকে

৭-এর পাতায় দেখুন

সাবেক এমপি ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু ৬ দিনের রিমান্ডে

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর নিউমার্কেট এলাকায় ব্যবসায়ী আব্দুল ওয়াদুদ হত্যা মামলায় বরগুনা-১ আসনে আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভুকে ৬ দিনের রিমান্ড দিয়েছে আদালত। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট শরীফুর রহমান এ আদেশ দেন। এদিন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ডিবি পুলিশের রমনা জোনাল টিমের পুলিশ পরিদর্শক জাহাঙ্গীর আরিপ তার ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন করেন। রাষ্ট্রপক্ষে ঢাকা মহানগর পাবলিক প্রসিকিউটর ওমর ফারুক ফারুকী রিমান্ড মঞ্জুরের পক্ষে শুনানি করেন। আসামিপক্ষের আইনজীবী রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিন আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত তার ৬ দিনের রিমান্ডের আদেশ দেন। এর আগে গত সোমবার রাত ৯টার দিকে রাজধানীর উত্তরা থেকে ঢাকা

৭-এর পাতায় দেখুন

রাজধানীর গুলিস্তান

মাঝরাস্তা পর্যন্ত বসেছে হকার, কোনোরকমে একপাশ দিয়ে চলছে গাড়ি

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর বিভিন্ন রাস্তার আশপাশ কিংবা ফুটপাত দখল করে হকারদের দোকান বসানোর বিষয়টি মোটামুটি চিরাচরিত দৃশ্য। এখন তারা আরও এক ধাপ এগিয়ে দখল করে বসেছেন একেবারে মাঝরাস্তা পর্যন্ত। বাস, প্রাইভেটকার, মোটরসাইকেল ও রিকশা কোনোরকমে রাস্তার একপাশ দিয়ে চলাচল করছে। এতে যানজটের তীব্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে আগের চেয়ে। এ অবস্থায়ও নীরব ভূমিকায় দেখা গেছে ট্রাফিক পুলিশ সদস্যদের। মঙ্গলবার (১২ নভেম্বর) দুপুরে রাজধানীর গুলিস্তান এলাকার সড়কগুলোতে এমন চিত্র দেখা গেছে। গুলিস্তানের জিরো পয়েন্ট মোড় থেকে রাস্তার উভয় পাশের ফুটপাত দখল করে দোকান বসানো হয়েছে। এর মধ্যে বাম পাশের সড়কের ফুটপাতের একপাশে চৌকি বসিয়ে আরেক পাশে দড়ি টানিয়ে কাপড়ের পসরা সাজানো হয়েছে। আর মূল রাস্তার ওপর ঝুড়ি, ভ্যান বসিয়ে বিক্রি করা হচ্ছে বিভিন্ন ফল। বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ের রমনা ভবন মার্কেটের সামনের সড়কের ফুটপাত দখলের পাশাপাশি মূল সড়কেও বসানো হয়েছে দোকান। শাহ আলী মাজার এলাকার অবস্থা আরও ভয়াবহ। মোড়ের জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের ভেতরে প্রবেশের জন্য সরু জায়গা ছাড়া পুরো প্রাঙ্গণই দখল করে দোকান বসানো হয়েছে। এর সামনের

৭-এর পাতায় দেখুন

যাত্রাবাড়ী থেকে শতাধিক চোরাই মোবাইল ফোন উদ্ধার, গ্রেপ্তার ১

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানার মাতুয়াইল এলাকায় একটি গাড়িতে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ বিভিন্ন ব্র্যান্ডের মোবাইল ফোন ও হেডফোন উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ সময় গাড়িচালক সাফি আলমকে (৩৪) গ্রেপ্তার করা হয়। গতকাল মঙ্গলবার বিকেল ৩টার দিকে অভিযান চালানো হয়। অভিযানের বিষয় বিস্তারিত তুলে ধরেন ডিএমপির ওয়ারী বিভাগে উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মো. ছালেহ উদ্দিন। তিনি বলেন, যাত্রাবাড়ী থানার দুটি মোবাইল টিম কাজ করছিল। গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে কুমিল্লা থেকে আসা একটি প্রাইভেটকারকে চ্যালেঞ্জ করা হয়। গাড়িটিতে তল্লাশি চালিয়ে শতাধিক বিভিন্ন ব্র্যান্ডের মোবাইল ও দেড় শতাধিক হেডফোন উদ্ধার করা হয়েছে। এসময় গাড়িচালককে আটক ও গাড়িটি জব্দ করা হয়েছে।

৭-এর পাতায় দেখুন

আ. লীগকে ভোটের মাধ্যমে বাতিল করতে হবে অন্য কোনো ভাবে নয় : আমীর খসরু

স্টাফ রিপোর্টার : আওয়ামী লীগকে ক্যান্সেল (বাতিল) করতে হলে জনগণের ভোটের মাধ্যমে করতে হবে, অন্য ভাবে নয় এমন মন্তব্য করেছেন বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। তিনি বলেন, আপনি যদি আওয়ামী লীগকে ক্যান্সেল করে দিতে চান অন্য কোনোভাবে, এগুলো টিকে থাকে না। ফ্যাসিস্টকে ক্যান্সেল করবেন ভোটের মাধ্যমে চরমভাবে পরাজিত করে। অন্য ভাবে ক্যান্সেল করলে কোনো সুফল বয়ে আনে না। মঙ্গলবার (১২ নভেম্বর) জাতীয় প্রেস ক্লাবে 'টেক ব্যাক বাংলাদেশ: নাগরিক ভাবনা' শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন। আলোচনা সভাটির আয়োজন করে ভয়েস অব ডেমোক্রেসি অ্যান্ড ভোটার রাইটস। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, বিএনপির জন্য সংস্কার নতুন কিছু নয়। খালেদা জিয়া ২০১৬ সালে ভিশন ২০৩০ সংস্কার প্রস্তাব দিয়েছিল। তারেক রহমানও যুগপৎ আন্দোলনে থাকা সব দলের মতামতের ভিত্তিতে ৩১ দফা সংস্কার প্রস্তাব দিয়েছেন। শুধু সবাইকে নিয়ে নয়, বাস্তবায়নের জন্য ফ্যাসিস্টের বিরুদ্ধে থাকা সব দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটা জাতীয় সরকার গঠন করা হবে। তিনি বলেন, জাতীয় ঐক্যমতের ভিত্তিতে সংস্কার বাস্তবায়ন করতে হবে। জনগণের আস্থা নিয়ে সংস্কার করতে হবে। সেটা একমাত্র সম্ভব নির্বাচিত সরকারের মাধ্যমে। অনির্বাচিত কোনো সরকার তাদের নিজস্ব চিন্তা ভাবনা ও দর্শনে সেভাবে সংস্কার করা সুযোগ নেই। যেসমস্ত সংস্কারে ঐক্যমত্য আছে

৭-এর পাতায় দেখুন

জিয়াউল আহসানকে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল

স্টাফ রিপোর্টার : মানবতাবিরোধী অভিযোগে গ্রেপ্তার এনটিএমসির সাবেক ডিজি ও বরখাস্তকৃত সাবেক মেজর জেনারেল জিয়াউল আহসানকে একদিনের জন্য জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। প্রসিকিউশনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবার (১২ নভেম্বর) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বে তিন সদস্যের ট্রাইব্যুনাল এ আদেশ দেন। আদালতে আবেদনের পক্ষে ছিলেন চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম। পরে চিফ প্রসিকিউটর বলেন, এনটিএমসির সাবেক ডিজি ও বরখাস্তকৃত সাবেক মেজর জেনারেল জিয়াউল আহসান, যার বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত নেই। তদন্ত সংস্থায় তার বিরুদ্ধে অসংখ্য

৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

২৩৭ কোটি টাকার মালিক আ. লীগ

গ্রেপ্তার দেখানো হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। এএসপি একেএম ফজলুল হক বলেন, তার বিরুদ্ধে হওয়া মামলাগুলো যাচাই-বাছাই করে দেখা হচ্ছে। এর মধ্যে কয়েকটি মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে গতকাল মঙ্গলবার সকালে আদালতে তোলা হবে। মামলার এজাহার ও সিআইডি সূত্রে জানা গেছে, সুমন খানের বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জন, ব্যাংকে বিপুল পরিমাণ অর্থ, চোরাচালান, মাদক ব্যবসা, স্বর্ণ ও টাকা পাচারের বিষয়ে দীর্ঘদিন অনুসন্ধান করে লালমনিরহাট সিআইডি। অনুসন্ধানে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ২৩৭ কোটি ৪৯ লাখ ৪৮ হাজার ৭৬০ টাকা, তার স্ত্রী নাহিদা আক্তার রুমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে চার কোটি ৩৯ লাখ ৩৫ হাজার ৩১০ টাকার সন্ধান পায় সিআইডি। এ ছাড়া সুমন খানের কর্মচারী লালমনিরহাট পুরান বাজার এলাকার বাসিন্দা তৌকির আহমেদ মাসুমের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ১৮৬ কোটি ৯৫ লাখ ৬২ হাজার ১২৭ টাকা পাওয়া গেছে। বৈধ আয়ের উৎস না থাকলেও তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে বিপুল পরিমাণ অর্থ জমা, স্থানান্তর ও পাচার করা হয়। এসব অপরাধে মানি লন্ডারিং আইনের ৪(২) ধারায় তাদের তিন জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে সিআইডি।

আদালতে হাজিরা দিলেন আরিফুল

আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরের জামিন মঞ্জুর করেন আদালতের বিচারক স্বপন কুমার সরকার। এরই মধ্যে সিলেটের আদালতেই ছয় বিচারকের হাত বদল হয়েছে মামলাটি। বর্তমানে সিলেট দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে মামলাটির বিচার কার্য চলছে। এর আগে সিলেট জেলা ও দায়রা জজ মমিনুল্লাহ, মনির আহমদ পাটোয়ারী, দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের বিচারক বিপ্লব গোস্বামী, দিলীপ কুমার দেবনাথ, মকবুল আহসানের আদালতে গিয়েছিল মামলাটি। ২০০৫ সালের ২৭ জানুয়ারি হবিগঞ্জ সদর উপজেলার বৈদ্যের বাজারে আওয়ামী লীগের ঈদ-পরবর্তী জনসভা শেষে বের হওয়ার পথে গ্রেনেড হামলায় গুরুতর আহত হন সাবেক অর্থমন্ত্রী কিবরিয়া। চিকিৎসার জন্য ঢাকা নেওয়ার পথে মারা যান তিনি। তার ভাতিজা শাহ মঞ্জুরুল হুদা, আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা আবদুর রহিম, আবুল হোসেন ও সিদ্দিক আলীও এ ঘটনায় নিহত হন। গুরুতর আহত হন বর্তমান জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট মো. আবু জাহির। এছাড়াও আহত হন প্রায় ৭০ নেতাকর্মী। এখনো তারা আঘাতের যন্ত্রণা শরীরে বয়ে বেড়াচ্ছেন। ঘটনার পরদিন ২৮ জানুয়ারি তৎকালীন হবিগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও বর্তমান সাধারণ সম্পাদক সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট আবদুল মজিদ খান বাদী হয়ে হত্যা ও বিস্ফোরকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে দুটি মামলা করেন। পরে মামলা দুটি পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগে (সিআইডি) হস্তান্তর করা হয়। তদন্ত শেষে ২০০৫ সালে ১৮ মার্চ শহীদ জিয়া স্মৃতি ও গবেষণা পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতিসহ ১০ জনকে অভিযুক্ত করে আদালতে একটি চার্জশিট (অভিযোগপত্র) দেয় সিআইডি। এ অভিযোগপত্রের বিরুদ্ধে আদালতে নারাজি আবেদন করেন বাদী মজিদ খান। এরপর ২০০৭ সালে মামলাটি পুনরায় তদন্তের জন্য আবারও সিআইডিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। মামলার পঞ্চম তদন্তকারী কর্মকর্তা সিলেট অঞ্চলের সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) মেহেরুন্নেসা পারুল সর্বশেষ ২০১৪ সালের ১৩ নভেম্বর হবিগঞ্জ জেলা ও দায়রা জজ আদালতে সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর, বিএনপির নেতা ও সাবেক প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরী, সিলেটের বর্তমান মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী, হবিগঞ্জ পৌরসভার মেয়র ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক গোলাম কিবরিয়া (জিকে গউছ), হুজি নেতা মাওলানা তাজউদ্দিনের ভগ্নিপতি হাফেজ মো. ইয়াহিয়াসহ আবু বকর, দেলোয়ার হোসেন, শেখ ফরিদ, আবদুল জলিল ও মাওলানা শেখ আবদুস সালামকে অভিযুক্ত করে সম্পূরক চার্জশিট দাখিল করেন। তাদের বিরুদ্ধে বোমা হামলা ও হত্যার অভিযোগ আনা হয়। এছাড়া ২০০৪ সালের ২১ জুন দুপুরে দিরাইয়ে আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের জনসভায় বোমা হামলার ঘটনায় এক যুবলীগকর্মী নিহত ও ২৯ জন আহত হন। ওই ঘটনায় দিরাই থানায় করা হত্যা ও বিস্ফোরক আইনের মামলায় আরিফুলসহ ১৩ জনকে আসামি করে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়। পরে ওই দুটি মামলায় আরিফুলকেও গ্রেপ্তার দেখানো হয়। বর্তমানে ওই মামলা থেকেও জামিনে আছেন তিনি।

দ্রুত বর্ধমান ভোগ্যপণ্যে প্রাণ

প্যাকেজিং ও ক্রেতার হাতে পণ্য পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত সবকিছুই হচ্ছে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে। আটা-ময়দার মিলের জন্য শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে সারিবদ্ধভাবে ছয়টি বিশাল উঁচু স্টিল সাইলো করা হয়েছে। পাশে আছে আরও ছোট তিনটি। যেগুলোতে গম প্রবেশ করে মেশিনে প্যাকেটজাত আটা হয়ে বেরিয়ে সরাসরি যাচ্ছে পণ্যবাহী ট্রাকে। এছাড়া ওই শিল্পের কাঁচামাল দিয়ে প্রাণের পোল্ট্রিফিড আলো ব্র্যান্ডের উৎপাদন কার্যক্রমও চলছে। অন্য আরও দু-তিনটি কারখানায় উৎপাদন কার্যক্রম পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হয়েছে। কয়েকটি কারখানার যন্ত্রপাতি বসানো প্রায় শেষ দিকে। আবার কয়েকটি কারখানার নির্মাণ এখনো চলছে। পাশাপাশি দ্রুত চালু করা হবে, এমন পণ্যগুলোর ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প হিসেবে পানীয়-বেভারেজের বোতলসহ অন্য সব পণ্যের ফ্লেক্সিবল প্যাকেজিং কারখানা এখন চলমান। লবণ ও ডাল কারখানার কাজ প্রায় শেষ। পাশাপাশি পণ্য আনা-নেওয়ার জন্য শিল্পপার্কে নিজস্ব জেটি স্থাপনের কাজ চলছে। এটি পার্কের শেষ প্রান্তে শীতলক্ষ্যা নদীতে। শিল্পপার্কের রাস্তা, প্রতিটি পণ্যের জন্য আলাদা অ্যাক্রিডিটেশন ল্যাব, ডরমিটরির কাজ প্রায় শেষ। আগামী বছর নাগাদ সবগুলো কারখানা চালুর পরিকল্পনা রয়েছে গ্রুপটির। এ শিল্পপার্কে প্রায় ৯শ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। পুরোদমে চালু হলে তিন হাজার লোকের কাজের সুযোগ তৈরি হবে। সেখানে কথা হয় প্রাণ গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইলিয়াছ মৃধার সঙ্গে। তিনি বলেন, 'ভোগ্যপণ্যের বাজারের এখন এফএমসিজি অনেক সম্ভাবনাময়। দেশে প্রতিনিয়ত জনসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যের চাহিদাও বাড়ছে। প্রাণ নিজেও নিজস্ব বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন করার জন্য দেশের এককভাবে সর্বোচ্চ বড় ক্রেতা। ফলে উৎপাদনের ৫০ শতাংশ নিজেরা ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ পণ্য হিসেবে এবং বাকিটা ভোক্তার কাছে বিক্রি করা যাবে।'তিনি বলেন, 'করোনা এরপর রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের সময় আমরা নিজেদের উৎপাদন কার্যক্রম চালু রাখার জন্য যখন আটা-ময়দাসহ নানা ধরনের কাঁচামাল কিনতে গিয়েছি, তখন বেশি দামে কিনতে হয়েছে। অনেক সময় সংকটও দেখেছি। যে কারণে এসব কারখানা আমাদের নিজস্ব পণ্যের ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ আরও শক্তিশালী করবে।' দৈনিক ৫০০ টন আটা, ময়দা ও সুজি নতুন শিল্পপার্কে আধুনিক প্রযুক্তির ফ্লাওয়ার মিলে দৈনিক ৫শ টন আটা, ময়দা ও সুজি উৎপাদনের সক্ষমতা আছে। আটা-ময়দার সর্বোচ্চ গুণগতমান নিশ্চিতের জন্য রাশিয়া, ইউক্রেনের পাশাপাশি কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে গম আমদানি করা হচ্ছে বলে জানান প্রাণ-এর নির্বাহী পরিচালক নাসের আহমেদ। তিনি বলেন, 'এসব অঞ্চলের গমে প্রোটিনের মাত্রা ভালো থাকে। তবে স্থানীয়ভাবেও লালমনিরহাট, দিনাজপুর, কুড়িগ্রাম, পঞ্চগড়সহ কয়েকটি জেলা থেকেও গম সংগ্রহ করা হবে। এছাড়া প্রাণ নিজেরাই জমি লিজ নিয়ে ভালো প্রোটিন পাওয়া যায় এমন গম উৎপাদন করবে। প্রাণ এরই মধ্যে গমসহ অন্য ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে উত্তরাঞ্চলে ৬শ একর জমি লিজ নিয়েছে।' নাসের আহমেদ বলেন, 'পণ্যের গুণগতমান বজায় রাখার জন্য কয়েকটি ধাপে কারখানায় আটা-ময়দা সুজি তৈরি করা হচ্ছে। আমদানি করা গম মাদার ভেসেল থেকে লাইটারের মাধ্যমে সরাসরি সাইলোতে নেওয়া হয়। কাঁচামাল রাখার জন্য কারখানায় প্রতিটি ১০ হাজার টন সক্ষমতার ছয়টি এবং এক হাজার টন সক্ষমতার তিনটি সাইলো রয়েছে। এছাড়া আরও ছয়টি সাইলো বসানো হবে।' গমের পুষ্টি পরিমাপের জন্য কারখানায় রয়েছে অত্যাধুনিক ল্যাব, যার মাধ্যমে গমের গুণগতমান পর্যবেক্ষণ করা হয়। শুরুতে প্রাণ গ্রুপের উৎপাদিত ৫০ কেজির বস্তা নিজস্ব ডিলারের মাধ্যমে পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতার দোকানে পৌঁছে যাচ্ছে। প্রাণ ব্র্যান্ডের এক কেজি ও দুই কেজির প্যাকেটেরও পরীক্ষামূলক প্যাকেজিং চালু হয়েছে। দেশের বাজারে শিগগিরই সর্বত্র মিলবে প্রাণ ব্র্যান্ডের এই আটা-ময়দা ও সুজি। প্রাণ গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইলিয়াছ মৃধা বলেন, 'শুধু ফ্লাওয়ার মিলের মেশিনারি ও অন্য বিল্ডিং নির্মাণে এখন পর্যন্ত বিনিয়োগ হয়েছে প্রায় ১১০ কোটি টাকা। শিগগিরই উৎপাদন সক্ষমতা দ্বিগুণ করা হবে।' তিনি আরও বলেন, 'এ শিল্পপার্কে ফিডমিল চালু রয়েছে, যা প্রোটিন সেক্টরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। আমরা ভোগ্যপণ্যের বাজারে ভালো অবস্থান তৈরি করতে চাই। এজন্য সিড ক্র্যাশিং, ভোজ্যতেল, লবণসহ বেশ কয়েকটি পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে কারখানায় কাজ চলমান। আশা করছি আগামী দুই বছরের মধ্যে ভোক্তারা প্রাণ-এর বিভিন্ন ধরনের ভোগ্যপণ্য হাতে পাবেন।' শুরু হচ্ছে লবণ ও ডাল উৎপাদন প্রতিদিন ৫শ টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন লবণ কারখানার কাজ প্রায় শেষ। আটা-ময়দা-সুজির পরে প্রাণ ও বঙ্গ সল্ট ব্র্যান্ড নিয়ে বাজারে আসবে লবণ। সেজন্য স্পেনের মেশিনারিজ দিয়ে সবচেয়ে আধুনিক প্রযুক্তির কারখানা হচ্ছে। প্রাণ-এর নির্বাহী পরিচালক নাসের আহমেদ বলেন, 'দেশে লবণের বাজারে অনেক প্রতিযোগী থাকলেও সর্বাধুনিক প্রযুক্তি নিয়ে আমরা আসছি। এটি বাজারের সেরা ও সর্বোচ্চ মানের পরিশোধিত লবণ হবে।' এছাড়া প্রাণ ও মেট্রো নামে দুটি ব্র্যান্ডের মসুর এবং মুগডাল উৎপাদন শুরু হয়েছে মার্চে, যা বড় পরিসরে আসছে। প্রতিদিন ৬০ মেট্রিক টন ডাল উৎপাদনের সক্ষমতা রয়েছে ওই শিল্পপার্কের কারখানায়। পাশাপাশি মরিচ-হলুদসহ নানা ধরনের মসলা ও মিক্স মসলার কারখানার কাজ চলছে। প্রতিদিন এখানে ৬০ টন মসলা উৎপাদন সম্ভব হবে, যা পুরোপুরি রপ্তানিনির্ভর বলে জানান ইলিয়াছ মৃধা। বাংলাদেশে এফএমসিজির বাজারে বিদেশি ব্র্যান্ডের চেয়ে এগিয়ে দেশি ব্র্যান্ডগুলো। প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ ছাড়াও সিটি, মেঘনা, এসিআই, স্কয়ার, টিকে, আবুল খায়ের গ্রুপসহ নানা দেশি প্রতিষ্ঠানের পণ্যের ব্র্যান্ড সংখ্যা বেশি। বিদেশি কোম্পানিগুলোর মধ্যে এগিয়ে আছে ইউনিলিভার বাংলাদেশ। এছাড়া ব্র্যান্ডভিত্তিক বেশকিছু দেশি-বিদেশি ব্র্যান্ড এফএমসিজির বাজারের বড় অংশীদার। যেমন ভোজ্যতেলে বড় ব্র্যান্ড রূপচাঁদা, নেসলের ম্যাগি নুডলস, চায়ে ইস্পাহানি, দুগ্ধপণ্যের মধ্যে ডিপ্লোমা, ডানো, মিল্ক ভিটা, পানীয় শ্রেণিতে কোকাকোলা-সেভেন আপসহ বেশকিছু ব্র্যান্ড। এমন পরিস্থিতিতে দেশে এ খাতে বড় বিনিয়োগ প্রসঙ্গে ইলিয়াছ মৃধা বলেন, 'বাজারে প্রতিযোগী যত বাড়বে, পণ্যের মান ও দাম ততটা প্রতিযোগী হবে। এতে ভোক্তারা সুবিধা পাবে।' তিনি বলেন, 'আর প্রাণ-আরএফএলের বড় শক্তি ব্র্যান্ডভ্যালু। দেশের ক্রেতাদের আমাদের পণ্যের ওপর আস্থা প্রচুর। এছাড়া আমাদের রয়েছে শক্তিশালী সরবরাহ ব্যবস্থা। ফলে অন্য প্রতিযোগীদের সঙ্গে ভালোভাবে ব্যবসা করতে পারবো বলে বিশ্বাস করি।'

রাজনীতিবিদরা হাত মেলাচ্ছেন

সরকার কোনো সিদ্ধান্ত নিলে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন তা মেনে নেবে না বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। গত সোমবার রাতে ফেসবুক পোস্টে সেখ বশির উদ্দিনকে অন্তর্বর্তী সরকারের বাণিজ্য এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা এবং মোস্তফা সরয়ার ফারুকীকে সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা করার প্রতিবাদ সভা থেকে গ্রেপ্তারের ঘটনাকে 'চরম ফাইজলামি' বলে মন্তব্য করেন হাসনাত আব্দুল্লাহ। ফেসবুক পোস্টে হাসনাত লেখেন, বশির-ফারুকীকে উপদেষ্টা করার প্রতিবাদ সভা থেকে গ্রেপ্তার করার ঘটনা চরম ফাইজলামি। এগুলো মানবা। আপনারা হাসিনা হয়ে ওঠার চেষ্টা করইবেন না। হাসিনারাই থাকবেই কোয়ার করছি, উৎখাত করছি। আপনারা কোনো হনু হইছেন? এর কিছুক্ষণ পর নিজের ফেসবুক প্রোফাইলে লাল করেন হাসনাত আব্দুল্লাহ। লাল ছবির ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, 'সাঈদ ওয়াসিম মুগ্ধ, শেষ হয়নি যুদ্ধ। ১৩৪ শে জুলাই, ২০২৪'। এছাড়া উপদেষ্টা নিয়োগসহ রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো সঠিক ও অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় এবং অভ্যুত্থানের অংশীজনদের সঙ্গে পরামর্শের ভিত্তিতে গ্রহণ করা হচ্ছে না জানিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের কিছু কর্মকাণ্ডে উদ্বেগ প্রকাশ করে জাতীয় নাগরিক কমিটি।

হাসিনাকে গ্রেপ্তারে ইন্টারপোলের রেড

মজুমদারের নেতৃত্বে তিন বিচারপতির বেঞ্চ এ আদেশ দেন। এর আগে, পৃথক মামলায় ৪৬ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির আবেদন জানান চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম।

বাংলাদেশ থেকে পাচারকৃত টাকার

জায়গায় তল্লাশি শুরু করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। এই নিয়ে ঝাড়খণ্ডে একটি মামলা দায়ের হয়েছিল। ওই মামলার প্রেক্ষিতেই মঙ্গলবার ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি শুরু করে ইডি। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যমগ্রাম, বনগাঁ, ব্যারাকপুর-সহ আরও একাধিক জেলায় চলছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তল্লাশি। বাংলাদেশি নাগরিকদের অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে সরগরম ঝাড়খণ্ডের রাজনীতি। এদিকে পশ্চিমবঙ্গেও এই ধরনের অভিযোগ উঠে আসছে বহু দিন ধরেই। উল্লেখ্য, আগামীকাল ১৩ নভেম্বর ঝাড়খণ্ডে প্রথম দফায় নির্বাচন হবে। এদিকে পশ্চিমবঙ্গেও উপনির্বাচন হওয়ার কথা বুধবার। ভোটের একদিন আগে এই তল্লাশি অভিযান বেশ উল্লেখযোগ্য বলে মনে করা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, বাংলাদেশ থেকে বেশ কয়েকজন নারীকে কাজের প্রলোভনে ভারতে নিয়ে এসেছিলেন মধ্যমগ্রামের এক নারী। চোরাইপথে অবৈধভাবে তাদের নেওয়া হয়েছিল ভারতে। তাদের কাজের কথা বলে ভারতে নেওয়া হলেও পরে তাদের বিভিন্ন অসাধু কাজে যুক্ত করা হয়েছিল বলে অভিযোগ উঠেছে। ওই চক্রের হাত থেকে কয়েকজন পালিয়ে গিয়ে ঝাড়খণ্ডের একটি থানায় অভিযোগ জানান। এরপর মামলা দায়ের হয় রাজ্যটিতে। ওই অভিযোগের প্রেক্ষিতে তদন্ত শুরু করে ইডি।

টেন্ডারের ক্ষেত্রে একটা সিন্ডিকেট

কোথায় কোথায় সংশোধন আনলে আমরা এই বিষয়টাকে এড্রেস করতে পারবো। এখানে কোন ঠিকাদার কাজ পাবে, কোন ঠিকাদার কাজ পাবে না, সেটা নিয়ে কথা হয়নি। তিনি বলেন, কোন কাজের সর্বনিম্ন একটা টাকা আমরা ঠিক করলাম। সর্বনিম্ন এ টাকার কথা গোপন থাকার কথা, কিন্তু সেটা প্রকাশ হয়ে যায়। তাই ঠিকাদাররা আর সেটার নিচে নামেন না। যেভাবে করে টেন্ডারিং চলছে এটা একটা সিন্ডিকেট হয়ে গেছে। এটাকে ভাঙতে হবে। পাবলিক প্রক্রিয়ামেন্টের ক্ষেত্রে কোথায় কোথায় ব্যত্যয় আছে, কোথায় কোথায় সংযোজন-বিয়োজন করলে আমরা এই সিন্ডিকেটটা কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণে আনতে পারবো, সেটা বোঝার জন্যই আজকের এই আলোচনা। পরিবেশ ও বন উপদেষ্টা বলেন, প্রকল্পের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অনিয়ম দূর করার প্রক্রিয়াটাই আজকে শুরু হলো। দেখা যাক কতদূর কি করা যায়। প্রকল্পের তথ্য প্রকাশ করা হবে। এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেন, আগে ড্রাফট দেওয়ার সময় একটা বোর্ডে লেখা থাকতো- এত মন গম, এত মন চাল। এটাই আমরা বললাম, আপনি যে বলছেন ১০০ কোটি টাকার প্রকল্প, ব্রেক ডাউনটা যাতে জেলা প্রশাসকরা প্রকৃত উপকারভোগীদের ডেকে এনে আলোচনা করে, যে এটা হবে। জেলা প্রশাসক তার মনোনীত লোকদের ডেকে গণশুনানি করলে তো হবে না। অনেক সময় প্রকল্পের সময় এবং ব্যয় বাড়ানো হয়। এতে অনেকে লাভবান হয়। সেই বিষয়গুলো বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান।

এনআইডি : সার্ভারে নাগরিকের তথ্য

নির্বাচন কর্মকর্তা কার্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম থেকে দেখতে পারেন এবং এর লগ সিস্টেমে থেকে যাচ্ছে। সে অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে

করেছেন আদালত। এদিন আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার মাহিন এম রহমান। এর আগে গত সপ্তাহে সারাদেশে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণের নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে রিট করা হয়। রিটটি করেন ব্যারিস্টার মাহিন এম রহমান।

র‍্যাবের বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালে অভিযোগ

ঝালকাঠিতে ছয় র‍্যাব সদস্যের বিরুদ্ধে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনও (পিবিআই) চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেয়। পিবিআইয়ের সেই চূড়ান্ত প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে লিমনের মা হেনোয়ারা বেগমের নারাজি আবেদন গ্রহণ করেছেন আদালত। মামলাটি পুনঃ তদন্তের জন্য পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগকে (সিআইডি) নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। চলতি বছরের ২৮ নভেম্বর ঝালকাঠির সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক এ এইচ এম ইমরানুর রহমান নারাজি আবেদন শুনানি শেষে এ আদেশ দেন। হেনোয়ারা বেগমের পক্ষে আদালতে শুনানি করেন আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) নিয়োজিত আইনজীবী আক্কাস সিকদার। লিমনের মা ২০২২ সালের ৫ ডিসেম্বর এই নারাজি আবেদন করেছিলেন। জানা গেছে, ২০১১ সালের ২৩ মার্চ ঝালকাঠির রাজাপুর উপজেলার সাতুরিয়া গ্রামে বরিশাল র‍্যাব-৮-এর সদস্যরা সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালায়। এ সময় র‍্যাবের গুলিতে তৎকালীন কলেজছাত্র লিমন হোসেন গুলিবিদ্ধ হয়। তখন লিমনের বয়স ছিল ১৬ বছর ৩ মাস। পরে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানের (পঙ্গু হাসপাতাল) চিকিৎসকেরা অস্ত্রোপচার করে লিমনের বাঁ পা হাঁটু থেকে কেটে ফেলেন। এ কারণে লিমন এইচএসসি পরীক্ষা দিতে পারেনি। এ ঘটনায় লিমনের মা বাদী হয়ে ২০১১ সালের ১০ এপ্রিল র‍্যাব-৮-এর তৎকালীন ডিএডি লুৎফর রহমান, করপোরাল মাজহারুল ইসলাম, মো. আবদুল আজিজ, নায়েক মুক্তাদির হোসেন, সৈনিক প্রহ্লাদ চন্দ্র ও সৈনিক কার্তিক কুমার বিশ্বাসের নাম উল্লেখ এবং অজ্ঞাতনামা আরও ছয় র‍্যাব সদস্যের নামে ঝালকাঠির আদালতে একটি হত্যাচেষ্টা মামলা করেন। মামলাটি রাজাপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আবদুল হালিম তালুকদার তদন্ত করেন। তিনি ২০১২ সালের ১৪ আগস্ট আদালতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করে র‍্যাব সদস্যদের অব্যাহতির সুপারিশ করেন। লিমনের মা হেনোয়ারা বেগম ওই প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে ২০১২ সালের ৩০ আগস্ট ঝালকাঠির সিনিয়র জুডিশিয়াল আদালতে নারাজি দাখিল করেন। আদালত ২০১৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি তার নারাজি আবেদন খারিজ করে দেন। নারাজি খারিজ আদেশের বিরুদ্ধে জেলা ও দায়রা জজ আদালতে ২০১৩ সালের ১৮ মার্চ রিভিশন দায়ের করেন হেনোয়ারা বেগম। ২০১৮ সালের ১ এপ্রিল অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ এস কে এম তোফায়েল হাসান রিভিশন মঞ্জুর করেন। রিভিশন মঞ্জুর হওয়ার পর সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. সেলিম রেজা মামলাটি তদন্তের জন্য ২০১৮ সালের ২২ এপ্রিল পিবিআইকে নির্দেশ দেন। দীর্ঘ তদন্ত শেষে পিবিআই প্রধান কার্যালয়ের সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার মো. আমিনুল ইসলাম ২০২২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর থানা-পুলিশের মতো আদালতে আবারও চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রতিবেদনে পিবিআই উল্লেখ করে, লিমন গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনা সত্য, তবে কারা তাকে গুলি করেছে, তার কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়নি। ভবিষ্যতে সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া গেলে মামলাটি পুনরুজ্জীবিত করা হবে। এ কারণে তদন্ত কর্মকর্তা আদালতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। এ চূড়ান্ত প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে লিমনের মা হেনোয়ারা বেগম আদালতে ২০২২ সালের ৫ ডিসেম্বর নারাজি দাখিল করেন। লিমনের মায়ের দাবি, তার ছেলে কোনো সন্ত্রাসী ছিল না। একটি ভালো ছেলেকে র‍্যাব গুলি করে পঙ্গু করে দিয়েছে। এ ঘটনায় তিনি সুষ্ঠু ও সঠিক বিচার দাবি করেন। র‍্যাবের কথিত বন্দুকযুদ্ধে এক পা হারানো লিমন হোসেন ২০১৩ সালে এসএসসি, ২০১৮ সালে আইন বিষয়ে এলএলবি (স্নাতক), ২০১৯ সালে এলএলএম (স্নাতকোত্তর) পাস করেন। বর্তমানে তার বয়স ২৯ বছর। ২০২০ সালে সাভারের গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে প্রভাষক হিসেবে চাকরিতে যোগদান করেন লিমন। ২০২২ সালে বিয়ে করেন যশোরের অভয়নগর উপজেলার এক তরুণীকে। এর আগে লিমন হোসেন বলেছিলেন, র‍্যাব অন্যায়ভাবে আমাকে গুলি করে পঙ্গু করেছে। আমি কখনো কাউকে কষ্ট দিই না, কারও ক্ষতি করি না। কিন্তু আমার পা হারানোর কষ্ট ভুলতে পারছি না। যত দিন বেঁচে আছি, তত দিন যারা আমাকে পঙ্গু করেছে, তাদের বিচার দাবি করবো। ২০১১ সালে ঘটনার পর লিমনকে সন্ত্রাসী দাবি করে র‍্যাব লিমনসহ আটজনের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে এবং সরকারি কাজে বাধাদানের অভিযোগে পৃথক দুটি মামলা করেছিল, সেই দুটি মামলাতেই লিমনসহ সব আসামি অভিযোগ থেকে ২০১৮ সালে নির্দোষ প্রমাণিত হন। ঘটনার শুরু থেকে লিমনকে আইনি সহায়তা দিচ্ছে মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্র এবং ঝালকাঠির কয়েকজন আইনজীবী। আইন ও সালিশ কেন্দ্রে নিয়োজিত লিমনের মায়ের আইনজীবী আক্কাস সিকদার ওই সময় বলেন, ঘটনার পর রাজাপুর থানা-পুলিশ লিমন হত্যাচেষ্টা মামলার তদন্ত করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করে। এতে র‍্যাব সদস্যদের অব্যাহতির সুপারিশ করা হয় এবং লিমনসহ পুরো পরিবারকে সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যায়িত করে। অপরদিকে পিবিআই প্রায় চার বছর তদন্ত করে আদালতে চূড়ান্ত প্রতিবেদনে ঘটনা সত্য বলে দাখিল করে। পিবিআইয়ের তদন্ত কর্মকর্তা প্রতিবেদনে লিমনকে একজন শান্তশিষ্ট ছাত্র হিসেবে উল্লেখ করেছেন, র‍্যাব ও সন্ত্রাসীদের গোলাগুলির মধ্যে লিমন গুলিবিদ্ধ হয়েছে ঠিকই; কিন্তু কে তাকে গুলি করেছে তা চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। লিমন হোসেন বলেন, আসলে পিবিআই তদন্ত করে আসল ঘটনা জানতে পেরেছে ঠিকই, কিন্তু রাষ্ট্রের উচ্চপর্যায়ের তদবিরে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দিতে বাধ্য হয়েছে। তবে আমার কাছে প্রতিবেদনটি সত্যের কাছাকাছি মনে হয়েছে। কোনো সংস্থার কাছ থেকে আমরা ন্যায়বিচার না পেলেও হাইকোর্ট থেকে একদিন ন্যায়বিচার ঠিকই পাবো।

চট্টগ্রাম কাস্টমসে প্রতি কেজি কমলার

সোমবার বিডাররা নিলামে অংশ নিয়েছে। নিলাম নিষ্পত্তির একটি কমিটি রয়েছে। কাস্টমস নিয়ম অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

বিশ্বনেতাদের সঙ্গে মুহাম্মদ

পর গত ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দায়িত্ব নেন তিনি। দায়িত্ব নেওয়ার পর এটি ড. ইউনূসের দ্বিতীয় বিদেশ সফর। তার প্রথম সফর ছিল নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘের ৭৯তম সাধারণ অধিবেশন। জলবায়ু সম্মেলন উপলক্ষে প্রধান উপদেষ্টা ১১-১৪ নভেম্বর আজারবাইজানে সরকারি সফরে থাকবেন। আজ আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন ড. ইউনূস। সকালে সম্মেলনস্থলে পৌঁছালে বিভিন্ন দেশের শীর্ষস্থানীয়রাসহ বিভিন্ন কর্মকর্তা তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। শুভেচ্ছা জানান বিভিন্ন দেশের প্রধান ও প্রতিনিধিরা। এর মধ্যে অনেকের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক আলোচনাও হয়েছে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টার। মঙ্গলবার সকালে জলবায়ু সম্মেলনে (কপ ২৯) আসার পর ড. ইউনূসকে শুভেচ্ছা জানানো এবং যাদের সঙ্গে সৌজন্য আলাপ হয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছে- সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান, মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুইজ্জু, লিচেনস্টাইনের প্রধানমন্ত্রী ড্যানিয়েল রিশ, ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা প্রেসিডেন্ট ডেনিস বেক্রিভিট প্রমুখ। এছাড়া, প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন ইরানের ভাইস প্রেসিডেন্ট শিনা আনসারি। এদিকে, আজারবাইজানের স্থানীয় সময় ১২টার দিকে ড. ইউনূসের বক্তব্য রাখার কথা রয়েছে। বক্তব্যে তিনি জলবায়ুর প্রভাবে এই অঞ্চলের ক্ষতি তুলে ধরার পাশাপাশি ড. ইউনূসের আলোচিত 'থ্রি-জিরো তত্ত্ব'ও তুলে ধরতে পারেন। বাংলাদেশ জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম এবং সে কারণে বাকুতে বাংলাদেশ তার দাবি-দাওয়া তুলে ধরবে। পাশাপাশি, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর পক্ষে কথা বলবে। সম্মেলনে বাংলাদেশের অবস্থানকে গুরুত্ব দেওয়া হবে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশ যে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, বিশেষ করে পূর্বাঞ্চলে বন্যার কারণে ক্ষয়ক্ষতি তুলে ধরা হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষয়ক্ষতি তহবিল 'লস অ্যান্ড ড্যামেজ ফান্ড', প্যারিস চুক্তির তহবিল, এবং জলবায়ু উদ্বাস্তুদের বিষয়েও আলোচনা হতে পারে। এছাড়া, বাংলাদেশ উন্নত দেশগুলো থেকে সবুজ প্রযুক্তিতে সহায়তা চাইতে পারে। কপ ২৯ নিয়ে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন বলেছিলেন, জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর প্রভাব মোকাবিলায় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য আজারবাইজানের বাকুতে অনুষ্ঠিত কপ-২৯ জলবায়ু সম্মেলনে অংশগ্রহণ করবেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা। প্রধান উপদেষ্টা সম্মেলনে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি, বাকুতে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানদের সঙ্গে বৈঠক এবং সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন। আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে শুরু হয়েছে জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলন কপ ২৯। এবারের সম্মেলনের মূল লক্ষ্য জলবায়ু সংকটে ভুক্তভোগী দরিদ্র দেশগুলোকে আরও অর্থসহায়তা দেওয়ার পথ খুঁজে বের করা। আগামী ২২ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে এই সম্মেলন। বৈশ্বিক জলবায়ু সংকট সমাধানের লক্ষ্যে শতাধিক দেশের শীর্ষস্থানীয় নেতারা এতে অংশ নেবেন। তবে এবার কয়েকটি বড় অর্থনীতি এবং সর্বাধিক কার্বন নিঃসরণকারী দেশের শীর্ষস্থানীয় নেতারা উপস্থিত থাকছেন না। তাদের মধ্যে রয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাখোঁ, রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কনফারেন্স অব দ্য পার্টিসের সংক্ষিপ্ত রূপ কপ। এটি বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তনসংক্রান্ত বিপর্যয় মোকাবিলায় জাতিসংঘের একটি উদ্যোগ। ১৯৯৫ সালে কপের প্রথম সম্মেলন হয়। ১৯৯৯ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিওতে কপের জলবায়ু সম্মেলনে 'জলবায়ু পরিবর্তন' ইস্যুটি প্রথমবারের মতো সামনে আসে।

বিমানবন্দর-কমলাপুর মেট্রোরেল

১১.৩৬৯ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড পূর্বাচল রুটে ১টি ভূগর্ভস্থ স্টেশনসহ ৯টি স্টেশন থাকবে। বিমানবন্দর-কমলাপুর রুটের সঙ্গে সমন্বয়ের জন্য পূর্বাচল রুটের ৯টি স্টেশনের মধ্যে ৭টি এলিভেটেড এবং দু'টি (নোদ্দা ও নাতুন বাজার) ভূগর্ভস্থ স্টেশন থাকবে। প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণে বলা হয়েছে, মেট্রো রেল লাইনের নির্মাণ কাজ ২০২৩ সালের ২ ফেব্রুয়ারি উদ্বোধন করা হয়েছিল। ২০১৬-২০১৮ সালে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা হয়েছিল। প্রকল্প পরিচালক মো. আবুল কাশেম ভূঁইয়া জানান, সম্পূর্ণ এমআরটি লাইন-১ প্রকল্পটি ১২টি প্যাকেজে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পে মোট ব্যয় হবে ৫৩ হাজার ৯শ' ৭৭ কোটি। এরমধ্যে জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) প্রকল্প সহায়তা হিসেবে ৩৯ হাজার ৪শ'৫০ কোটি এবং বাংলাদেশ সরকার দিচ্ছে ১৪ হাজার ৫শ' ২৭ কোটি টাকা। প্রকল্পের বিশদ বিবরণে বলা হয়েছে, প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর মেট্রোরেল বিমানবন্দর থেকে কমলাপুর পর্যন্ত প্রায় প্রতি ঘন্টায় ৭০ হাজার লোক যাতায়াত করতে পারবে। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, এই মেট্রো রেল দিয়ে প্রতিদিন ১৩.৬৬ লক্ষ মানুষ চলাচল করতে পারে, যা বর্তমানে চলমান এমআরটি লাইন-৬ প্রকল্পের তুলনায় প্রায় ২ দশমিক ৮৩ গুণ বেশি। সরকার যানজট নিরসনে ২০৩০ সালের মধ্যে ঢাকা ও এর আশপাশের এলাকায় ১৪০ কিলোমিটার মেট্রোরেল নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে মেগা পরিকল্পনা নিয়ে এগুচ্ছে। একবার যদি ৬ লাইনের সমন্বয়ে গঠিত পরিকল্পিত নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা যায়, তাহলে ৫০ লাখ মানুষ সুবিধাগুলো ভোগ করতে পারবে। শহরের ১২৯ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে প্রায় ৬৮ কিলোমিটার এলিভেটেড এবং ১শ'টির ও বেশি স্টেশন থাকবে ৬১ কিলোমিটার ভূগর্ভে।

ড. ইউনূসের নেতৃত্বের প্রশংসায়

প্রফেসর ইউনূসের নেতৃত্ব, তার সামাজিক সেবা, ক্ষুদ্র ঋণদাতা হিসেবে গ্রামীণ ব্যাংকের অগ্রণী ভূমিকা এবং দারিদ্র্য মোকাবিলায় তার আজীবন প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন। অধ্যাপক ইউনূস আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং বাংলাদেশে গত জুলাই-আগস্ট মাসে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় রাজধানী ঢাকার দেয়ালে শিক্ষার্থীদের আঁকা বর্ণিল ও বৈচিত্র্যময় গ্রাফিতি চিত্রের একটি সংকলন 'দ্য আর্ট অব ট্রায়াম্ফ' উপহার দেন। গ্র্যান্ড ইমাম বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের শৈল্পিক দক্ষতার প্রশংসা করেন। তিনি প্রধান উপদেষ্টার কাছে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের মেধারও প্রশংসা করেন।

ঢাকায় যুব উৎসবে যোগ দেবেন ফিফা প্রেসিডেন্ট

স্টাফ রিপোর্টার : ফেডারেশন অব ইন্টারন্যাশনাল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (ফিফা) প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো জানুয়ারিতে বাংলাদেশে যুব উৎসবে যোগ দেবেন। এ বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন তিনি। আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে জলবায়ু বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন কপ-২৯ এর ফাঁকে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে দেখা করেন ইনফান্তিনো। গতকাল মঙ্গলবার প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে এ তথ্য জানানো হয়। প্রধান উপদেষ্টা বিশ্বজুড়ে স্বনামধন্য কয়েকটি নারী ফুটবল দলকে বাংলাদেশে আনার বিষয়েও ফিফা প্রেসিডেন্টের সহযোগিতা চেয়েছেন। ড. ইউনূস ১১ নভেম্বর বাকু পৌঁছেছেন এবং জলবায়ু সম্মেলনে অংশগ্রহণ শেষে আগামী ১৪ নভেম্বর তার দেশের উদ্দেশে রওনা হওয়ার কথা রয়েছে।

গাছের সঙ্গে প্রাইভেটকারের ধাক্কা চালকসহ নিহত ২

স্টাফ রিপোর্টার : বাগেরহাটের মোল্লাহাটে গাছের সঙ্গে প্রাইভেটকারের ধাক্কায় চালকসহ ২ জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ৩ জন। আহতদের উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। গত সোমবার দিবাগত রাত সাড়ে ৩টায় উপজেলার মেঝেরা গাওলা নামকস্থানে একটি গাছের সঙ্গে খুলনাগামী একটি প্রাইভেটকারের ধাক্কা লাগলে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন- কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার বাসিন্দা প্রাইভেটকারচালক তারেক এবং একই উপজেলার বাসিন্দা রিয়াদ। আহতরা হলেন- মুরাদনগর উপজেলার হাবিবুর রহমান, দাউদকান্দি উপজেলার রাসেল এবং তিতাস উপজেলার সোরাব হোসেন। মোল্লাহাট হাইওয়ে থানা পুলিশের ওসি শেখ নুরুজ্জামান চানু বলেন, নিহতদের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আহতদের খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। নিহত ও আহতের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

যশোরে যুবদল কর্মী হত্যা মামলায় ছাত্রদল নেতাসহ ২ জন গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : যশোরের ঝিকরগাছার যুবদল কর্মী পিয়াল হাসান হত্যায় জড়িত থাকার অভিযোগে করা মামলায় ছাত্রদল নেতা শামীম ও মেহেদীকে গ্রেপ্তার করেছে র?যাব-৬-এর সদস্যরা। গত সোমবার দিবাগত রাতে খুলনার চুকনগর ও ঝিনাইদহের মহেশপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে আসামিদের গ্রেপ্তার করা হয়। গতকাল মঙ্গলবার সকালে যশোর র?যাব-৬ যশোর ক্যাম্পে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। গ্রেপ্তার শামীম রেজা (৩২) যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার মোবারকপুর গ্রামের কামরুল ইসলামের ছেলে ও মেহেদী হাসান (২৪) একই গ্রামের নজরুল ইসলাম নজুর ছেলে। সংবাদ সম্মেলনে র?যাব-৬ যশোর ক্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট রাসেল জানান, যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার মোবারকপুর গ্রামের কিতাব আলীর ছেলে যুবদল কর্মী পিয়াল হাসান গত ৯ নভেম্বর দুপুরে ঝিকরগাছা বাজারে কাজ শেষে বাড়ির ফিরছিলেন। পথিমধ্যে মিতালী সিনেমা হল রোডে পৌঁছালে দুর্বৃত্তরা পিয়ালকে লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করে। এ সময় পিয়াল দৌড়ে ঝিকরগাছা সরকারি পাইলট বালিকা বিদ্যালয়ে অবস্থান নেয়। এ সময় দুর্বৃত্তরা তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে জখম করে। স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় পিয়ালের বাবা কিতাব আলী ঝিকরগাছা থানায় ছাত্রদল নেতা শামীমসহ ১০ জনের নাম উল্লেখ করে হত্যা মামলা দায়ের করেন। হত্যায় জড়িত আসামিদের গ্রেপ্তারে র?যাব ছায়া তদন্ত শুরু করে। এরই ধারাবাহিকতায় র?যাবের দুটি টিম গত সোমবার গভীর রাতে খুলনার চুকনগর এলাকায় অভিযান চালিয়ে আসামি শামীমকে ও ঝিনাইদহের মহেশপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে মেহেদীকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তার আসামিদের ঝিকরগাছা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, পিয়ালের বাড়ি ও আসামিদের বাড়ি পাশাপাশি। তাদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে পারিবারিক ও সামাজিক বিরোধ চলে আসছিল। যার জের ধরে হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত আছে।

চট্টগ্রামে বিএনপির তিন নেতার দলীয় পদ তিন মাসের জন্য স্থগিত

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলা বিএনপির তিন নেতার দলীয় পদ তিন মাসের জন্য স্থগিত করেছে কেন্দ্র। এরা হলেন রাউজান উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ফিরোজ আহমেদ মেম্বার, নুরুল হুদা চেয়ারম্যান এবং বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরীর ছেলে শামীর কাদের চৌধুরী। শামীর কাদের উপজেলা বিএনপির প্রাথমিক সদস্য ছিলেন। গত সোমবার রাতে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত পৃথক চিঠির মাধ্যমে তাদের পদ স্থগিত করার বিষয়টি জানানো হয়। চিঠিতে বলা হয়, গত ৫ নভেম্বর আপনার বিরুদ্ধে জারিকৃত কারণ দর্শানো নোটিশের যে জবাব দিয়েছেন তা সন্তোষজনক নয়। সুতরাং আপনার প্রাথমিক সদস্যপদসহ সকল পর্যায়ের পদ নির্দেশক্রমে আগামী তিন মাসের জন্য স্থগিত করা হলো। এর আগে, গত ৫ নভেম্বর তাদের শোকজ করা হয়। এর জবাব দেওয়া হলেও সন্তোষজনক হয়নি বলে জানান রুহুল কবির রিজভী।

প্রেমিককে নিয়ে কলেজছাত্রকে হত্যা কথিত প্রেমিকাসহ গ্রেপ্তার ৩

স্টাফ রিপোর্টার : এক সপ্তাহ ধরে নিখোঁজ কলেজছাত্র সুমনের সন্ধান মিললো অবশেষে। মাটিচাপা দেওয়া সুমনের লাশ পাওয়া গেলো শেরপুর শহরের সজবরখিলা এলাকার একটি বাসার উঠানে। গত সোমবার মধ্যরাতে নিহতের লাশ উদ্ধার করা হয়। বেরিয়ে আসে ত্রিভুজ প্রেমের চাঞ্চল্যকর কাহিনি। এ ঘটনায় নিহত কলেজছাত্রের কথিত প্রেমিকা, তার বাবা ও প্রেমিক রবিনসহ তিন জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এর আগে, গত সোমবার সুমনের বাবা নজরুল ইসলামের দায়ের করা মামলায় কথিত প্রেমিকা ও তার বাবাকে গ্রেপ্তারের পর জিজ্ঞাসাবাদে প্রেমিক রবিনের তথ্য বেরিয়ে আসে। পরে অভিযান চালিয়ে ময়মনসিংহ থেকে রবিনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পুলিশের তথ্যমতে, শেরপুর সরকারি কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্র সুমন মিয়া। একই কলেজের সহপাঠী এক তরুণীর সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক চলছিল দীর্ঘদিন ধরে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাদের দুজনের একাধিক ছবি পাওয়া গেছে। তবে সুমন ছাড়াও একই সময়ে ময়মনসিংহ নটরডেম কলেজের শিক্ষার্থী রবিনের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়ান ওই তরুণী। একপর্যায়ে সুমনকে হত্যার পরিকল্পনা করেন রবিন ও অভিযুক্ত তরুণী। পুলিশের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে এসব কথা স্বীকার করেছেন রবিন। এদিকে, গেলো ৪ নভেম্বর বিয়ের কথা বলে সুমনকে ডেকে আনার পর প্রথমে শহরে বিয়ের কেনাকাটা সম্পন্ন করেন ওই তরুণী। এরপর বিকালে শহরের সজবরখিলা এলাকায় রবিনের বাসায় এনে সুমনকে হত্যার পর উঠানে মাটিচাপা দেওয়া হয়। সুমনের খালা কল্পনা বলেন, সুমনকে আমি আমার ছেলের মতো করে বড় করেছি। ওর কোনও আবদার আমি ফালাই নাই। আমরা অনেক বোঝাইছি, এই মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখার জন্য। আজকে এই ডাইনিটা আমার সুমনরে হত্যা করলো। আমি এর বিচার চাই। পরিবারের তথ্যমতে, এসএসসি পরীক্ষায় একই কেন্দ্রে পরীক্ষা দেওয়ার সময় সুমনের সঙ্গে ওই তরুণীর পরিচয় হয়। পরে তা প্রেমের সম্পর্কে গড়ালে দুজনই একই কলেজে ভর্তি হয় পুলিশ জানায়, তদন্তের পাশাপাশি অভিযান চালিয়ে প্রথমে ওই তরুণী ও তার বাবাকে গ্রেপ্তার করলেও সুমনের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। পরে গত সোমবার রাতে ময়মনসিংহ থেকে রবিনকে গ্রেপ্তারের পর তাকে জিজ্ঞাসাবাদে সে সুমনকে মেরে শহরের সজবরখিলা এলাকায় তার বাড়ির উঠানে লাশ মাটিচাপা দিয়ে রাখার কথা স্বীকার করে। পরে পুলিশ তাকে নিয়ে অভিযান চালিয়ে তার দেখানো জায়গায় মাটি খুঁড়ে সুমনের লাশ উদ্ধার করে। এ ব্যাপারে শেরপুরের পুলিশ সুপার (এসপি) মো. আমিনুল ইসলাম বলেন, পুরো ঘটনাটি পুলিশ গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করেছে। মোবাইল ফোন ট্র্যাকিং করে সুমনের সর্বশেষ অবস্থান ময়মনসিংহে পাওয়া গিয়েছিল। তারই সূত্র ধরে ময়মনসিংহ থেকে রবিনকে গ্রেপ্তারের পর তার দেখানোমতে মাটিচাপা অবস্থায় সুমনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। প্রেমঘটিত বিষয়কে কেন্দ্র করে এ হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছে। তিনি আরও বলেন, এ ঘটনায় ইতোমধ্যে মূল তিন জন আসামি গ্রেপ্তার হয়েছেন। হত্যাকাণ্ডে আরও কেউ জড়িত থাকার বিষয় তদন্তে উঠে এলে তাদেরও দ্রুত সময়ের মধ্যে আইনের আওতায় আনা হবে। লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি শেষে ময়নাতদন্তের জন্য জেলা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

ঠাকুরগাঁওয়ের ৫ থানায় নতুন ওসি

স্টাফ রিপোর্টার : ঠাকুরগাঁওয়ে পাঁচ থানায় নতুন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে তিন জন বর্তমানে তিনটি থানায় ওসি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। অন্য দুই জন পরিদর্শক হিসেবে কর্মরত আছেন। ঠাকুরগাঁওয়ের পুলিশ সুপার (এসপি) শেখ জাহিদুল ইসলাম গত সোমবার এক অফিস আদেশে তাদের পদায়নের নির্দেশ দেন। বদলির আদেশে ঠাকুরগাঁও থানার বর্তমান ওসি তাজুল ইসলামকে পীরগঞ্জ থানায়, বালিয়াডাঙ্গী থানার ওসি মোহাম্মদ জাকারিয়াকে হরিপুর থানায়, জেলা গোয়েন্দা শাখার পুলিশ পরিদর্শক শওকত আলী সরকারকে বালিয়াডাঙ্গী থানায়, পুলিশ পরিদর্শক এ কে এম নাজমুল কাদেরকে রুহিয়া থানায় এবং রুহিয়া থানার ওসি শহিদুর রহমানকে সদর থানায় পদায়ন করা হয়েছে। এ বিষয়ে পুলিশ সুপার শেখ জাহিদুল ইসলাম বলেন, 'প্রশাসনিক কাজে গতি আনার জন্য এটি করা হয়েছে।

'জয় বাংলা' স্লোগান দিয়ে পিটুনির শিকার সেই মুক্তিযোদ্ধা হত্যা মামলায় কারাগারে

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকায় আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে 'জয় বাংলা' স্লোগান দিয়ে পিটুনির শিকার বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রহমানকে আটকের পর সিরাজগঞ্জের একটি হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। গত সোমবার বিকালে তাকে ঢাকা থেকে আনার পর সিরাজগঞ্জের মুখ্য বিচারিক হাকিম আদালতে তোলা হলে বিচারক কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন বলে জানান বাদীপক্ষের আইনজীবী নাজমুল ইসলাম। কারাগারে যাওয়া আব্দুর রহমান সিরাজগঞ্জ জেলা ও দায়রা জজ আদালতের রাষ্ট্রপক্ষের কৌঁসুলি। এর আগে, পল্টন থানার ওসি কাজী নাসিরুল আমিন সাংবাদিকদের বলেন, আওয়ামী লীগের কার্যালয়ের সামনে জড়ো হওয়া কিছু লোককে ছাত্র-জনতা ধরে পুলিশে সোপর্দ করে। আব্দুর রহমানের বিরুদ্ধে মামলা থাকায় তাকে সিরাজগঞ্জ পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হবে। হামলার বিষয়ে আব্দুর রহমানের স্ত্রী আইনজীবী জেবুন্নেছা জেবা রহমান জানান, তার স্বামীকে বেধড়ক মারধর করা হয়েছে। এ ঘটনায় নিন্দা ও ক্ষোভ জানিয়ে জড়িতদের বিচার দাবি করেছেন তিনি। দলের প্রবীণ এই নেতার ওপর হামলা ও মারধরের ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছে সিরাজগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগ। রোববার রাতে জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি কে এম হোসেন আলী হাসান ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ তালুকদার স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে আব্দুর রহমানের ওপর হামলা ও মারধরের ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ জানানোর পাশাপাশি জড়িতদের শাস্তি দাবি করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত রোববার বেলা ১২টার দিকে ঢাকার গুলিস্তানে আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে আব্দুর রহমান 'জয় বাংলা' স্লোগান দিলে পিটুনির শিকার হন। পরে তাকে পুলিশে সোপর্দ করা হয়। জানা যায়, আব্দুর রহমান বিক্ষোভের মাঝে হঠাৎ এসে বলেন, আমি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা, শেখ হাসিনা চলে আসবেন। বলেই 'জয় বাংলা' বলে স্লোগান দেয়া শুরু করেন। এরপরই বিক্ষোভকারীরা তাকে বেধড়ক পিটুনি দেন। পরে পুলিশে সোপর্দ করা হয়। আব্দুর রহমানকে মারধরের ভিডিও ব্যাপকভাবে ভাইরাল হয়। সিরাজগঞ্জের বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ এসব ভিডিও ফেসবুকে পোস্ট করে পক্ষে-বিপক্ষে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। এরপর গত ৪ আগস্ট সিরাজগঞ্জ শহরে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে যুবদল ও ছাত্রদলের তিন নেতাকর্মী নিহতের ঘটনায় করা হত্যা মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখায় পুলিশ।

রাজধানীতে ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনে ২১৮৩ মামলা, জরিমানা ৭৯ লাখ টাকা

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন করায় ৭৯ লাখ ৩৪ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা ও দুই হাজার ১৮৩টি মামলা করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) ট্রাফিক বিভাগ। গত সোমবার রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব মামলা ও জরিমানা করা হয়। গতকাল মঙ্গলবার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান। তিনি জানান, জরিমানা ও মামলার পাশাপাশি ওইদিন ১৮৯টি গাড়ি ডাম্পিং ও ৬৯টি গাড়ি রেকার করা হয়েছে। ঢাকা মহানগর এলাকায় ট্রাফিক শৃঙ্খলা রক্ষায় ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগের এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তালেবুর রহমান।

হত্যা-ডাকাতিসহ ১৬ মামলার আসামি গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : হত্যা, চাঁদাবাজি ও ডাকাতিসহ ১৬টি মামলার আসামি মনছুর ডাকাতকে অস্ত্রসহ বরগুনা থেকে গ্রেপ্তার করেছে খুলশী থানা পুলিশ। মনসুর, চট্টগ্রামের পাহাড়তলীর দুলালাবাদ এলাকার আবদুল মালেক দারোয়ানের বাড়ির মৃত জমির আহাম্মদের ছেলে। চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের অতিরিক্ত উপ পুলিশ কমিশনার (এডিসি) কাজী মো. তারেক আজিজ জানান, গত ২৩ আগস্ট দিবাগত রাতের পাহাড়তলী বাজারের একটি ডিমের আড়তের ক্লোজড সার্কিট (সিসি) ক্যামেরার ফুটেজে মনসুরের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের দৃশ্য ধারণ করা আছে।

ওবায়দুল কাদেরের পিএ আব্দুল

আটক করে পুলিশ। এরপর কেরানীগঞ্জ থানার রিয়াজ হত্যা মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়। মামলার এজাহার থেকে জানা গেছে, গত ১৯ জুলাই কেরানীগঞ্জ মডেল থানার শাক্তা ইউনিয়নের আরশিনগর এলাকায় বৈষম্যবিরোধীদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে অংশ নেন ইস্পাহানি কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী রিয়াজ হোসেন (২১)। ওই সময় এজাহারনামীয় আসামিদের ছোড়া গুলি তার মাথার পেছনে লাগে। সঙ্গে সঙ্গো মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। পরে সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় নিহতের চাচা রমজান আলী শওকত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ৩১০ জনের নামে মামলা করেন।

সাবেক এমপি ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু ৬

মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) তাকে গ্রেপ্তার করে। মামলার সূত্রে জানা যায়, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় গত ১৯ জুলাই বিকালে নিউমার্কেট থানাধীন নীলক্ষেত এলাকায় পুলিশের গুলিতে ব্যবসায়ী আব্দুল ওয়াদুদ মারা যান। এ ঘটনায় তার শ্যালক আব্দুর রহমান সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরসহ ১৩০ জনের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দায়ের করেন।

যাত্রাবাড়ী থেকে শতাধিক চোরাই

ডিসি আরও বলেন, জব্দ করা গাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া মোবাইল ঢাকা কোনো একটি মার্কেটে যাওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে। মার্কেটের তথ্য পেলে অভিযান চালানো হবে। এ চক্রে জড়িতদের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে। গ্রেপ্তার আসামির বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলেও জানান তিনি।

জিয়াউল আহসানকে জিজ্ঞাসাবাদের

অভিযোগ এসেছে। অসংখ্য হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তার সম্পৃক্ততা, গুমের সঙ্গে তার সম্পৃক্ততা। তদন্ত সংস্থা ইতোমধ্যে প্রমাণ পেয়েছে। বাকি তদন্ত পূর্ণাঙ্গভাবে হলে তার ব্যাপারে জানা যাবে। তিনি অলরেডি গ্রেপ্তার আছেন। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা দরকার। কার মাধ্যমে তিনি এ হত্যাকাণ্ডগুলো ঘটিয়েছেন। সেটা জানার স্বার্থে আইন অনুসারে তাকে একদিনের জন্য জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি চেয়েছি। আদালত সে অনুমতি দিয়েছেন। নির্ধারিত তারিখে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

আ. লীগকে ভোটের মাধ্যমে বাতিল

সেগুলো বাস্তবায়নের আমাদের কোনো আপত্তি নেই। ১৬ বছরে জ্বলে-পুড়ে খাঁটি সোনায় পরিণত হয়েছে বিএনপি এমন মন্তব্য করে আমীর খসরু বলেন, ৩১ দফা সংস্কার বাস্তবায়ন করাতে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ১৬ বছরে জ্বলে-পুড়ে খাঁটি সোনায় পরিণত হয়েছে বিএনপি। ত্যাগ-জুলুমের মধ্যে দিয়ে বিএনপি নতুন বিএনপিতে পরিণত হয়েছে। বিএনপির নেতাকর্মীরা ত্যাগ করতে শিখেছে, রক্ত দিতে শিখেছে ও জীবন দিতে শিখেছে। আমরা গণতন্ত্রের লড়াই, মানবাধিকার লড়াই ও ভোটারধিকার ফিরিয়ে পাওয়ার লড়াই থেমে থাকবো না। তিনি আরও বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারকে আমরা ব্যর্থ হতে দেব না। আমরা সর্মর্থন দিয়ে যাচ্ছি এবং যাব। সবাই মিলে শেখ হাসিনা সরকারের পতন ঘটিয়েছি। সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে গণতন্ত্র পক্ষের কাজ করতে হবে। হাসিনা পালনোর পর দেশের মানুষের মনোজগতে পরিবর্তন হয়েছে। যে দল ও ব্যক্তি এটা বুঝতে পারবে না, তাদের রাজনীতি বেশিদূর এগোতে পারবে না। আমীর খসরু বলেন, বিএনপি শুধু বিপ্লব নয়, বিএনপি সংহতি। বিএনপি জাতীয় ঐক্যের মাধ্যমে বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদের কথা বলছে। আমরা জাতীয় ঐক্যের মাধ্যমে যেটা প্রতিষ্ঠিত করব সেটাই থাকবে। তাই বিএনপি নতুন বাংলাদেশ গড়তে চায়। গণতন্ত্র অনেক ভুলত্রুটি থাকে। স্বাধীন মানবিক বাংলাদেশ গড়তে চাই। দেশকে সঠিক ট্রাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। ভয়েস ফর ডেমোক্রেসি অ্যান্ড ভোটার রাইটসের আহ্বায়ক মোস্তফা কামাল মজুমদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাবেক সহকারী অধ্যাপক ড. এম মুজিবুর রহমান। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য আবু নাসের রহমতুল্লাহ প্রমুখ।

মাঝরাস্তা পর্যন্ত বসেছে হকার,

টিসিবির আঞ্চলিক কার্যালয়ের সামনের সড়কের ৮০ শতাংশ দখল করে আছেন হকাররা। স্টেডিয়াম রোড থেকে মাজার রোডে যেসব গাড়ি আসছে সেগুলোকে আসতে হচ্ছে সড়কের একপাশ দিয়ে। বাকি রাস্তা হকারদের দখলে। মূল সড়কে ঘোড়ার গাড়ি, মিনিবাস, বড় বাস দাঁড় করিয়ে যাত্রী তোলা হচ্ছে। এ অবস্থায় পুরো এলাকাজুড়েই তৈরি হয়েছে অসহনীয় যানজট। মাত্র পাঁচ মিনিটে অতিক্রম করা যাবে এমন সড়ক পার হতে লাগছে আধা ঘণ্টা। বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে আগ্রহ প্রকাশ করেননি অধিকাংশ হকার। অনেকে আবার কথা বলতে বিরক্তি প্রকাশ করেন। রবিউল নামে এক হকার বলেন, সবকিছু ম্যানেজ করেই এখানে বসেছি। এখানে না বসলে কোথায় বসব? জায়গা বের করে দেন। বেলাল হোসেন নামে এক হকার বলেন, আমরা তো রাস্তার সাইডেই বসেছি। যারা মাঝে বসেছে তাদের তুলে দিন। ওদের জন্যই পরে আমাদের সমস্যা হয়। বিষয়টি নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন বাসযাত্রী ও সাধারণ পথচারীরা। তারা বলছেন, ঢাকা শহরের প্রাণকেন্দ্রে এমন যাচ্ছেতাই অবস্থা মেনে নেওয়ার মতো নয়। মনে হচ্ছে দেখার কেউ নেই। এই দোকানগুলো রাস্তা ও ফুটপাত দখল করায় পথচারীদের চলাচলে যেমন অসুবিধা হয়, তেমনি যানজট বাড়ে এবং নগরীর সৌন্দর্যও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অনেক সময় প্রশাসনের উচ্ছেদ অভিযানের মাধ্যমে তাদের সরিয়ে দেওয়া হয়। আবার কিছু সময় পরই তাদের পুনরায় সেই জায়গা দখল করতে দেখা যায়। কারণ তাদের জীবিকা নির্বাহের নির্ভরযোগ্য আর কোনো উপায় নেই। এ বিষয়ের স্থায়ী সমাধান হওয়া উচিত। আব্দুল লতিফ নামে এক বাসযাত্রী বলেন, ২০ মিনিট ধরে এখানে বসে আছি। পার হতে পারছি না। পরে বাস থেকে নেমে গেছি। পুরো রাস্তাটাই দখল হয়ে আছে। সংশ্লিষ্টদের এ ব্যাপারে নজর দেওয়া উচিত। কামরুল ইসলাম নামে এক পথচারী বলেন, ঢাকা শহরে হকারদের স্থায়ী বসার জায়গা বা বিকল্প ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত তারা ফুটপাত দখল করতেই থাকবে। এ জায়গাটুকু পার হতে অনেক সময় লেগে যায়। অথচ সড়কগুলো বড় করে বানানো হয়েছে। হকাররা দখল করে রেখেছেন অর্ধেকের বেশি। ফুটপাতের দখল সমস্যা নিরসনে একটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা দরকার। নগরীর সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা ও পথচারীদের সুবিধার্থে প্রাধান্য দিয়ে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে রাজি হননি গুলিস্তান ও আশপাশে দায়িত্ব পালন করা ট্রাফিক বিভাগের কোনো পুলিশ কর্মকর্তা।

রিমান্ড শেষে কারাগারে আমু

গ্রেপ্তার করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। জানা যায়, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় গত ১৯ জুলাই বিকেলে নিউমার্কেট থানাধীন নীলক্ষেত এলাকায় পুলিশের গুলিতে ব্যবসায়ী আব্দুল ওয়াদুদ মারা যান। এ ঘটনায় তার শ্যালক আব্দুর রহমান সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরসহ ১৩০ জনের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা করেন।

বিতর্কিত দুজনকে কেন উপদেষ্টা

বুকের তাজা রক্ত দিয়ে আপনাদেরকে ক্ষমতায় বসিয়ে। তারপরেও বিতর্কিত এই দুজনকে কেন উপদেষ্টা বানানো হল? যার ভাই আওয়ামী লীগের এমপি ছিলেন। যিনি বৈষম্য বিরোধী ছাত্রদের খুনের আসামি। [illegible]

কাকরাইল মসজিদ-ইজতেমা মাঠ

এর বাইরে কোনো ধারা নেই। [illegible]

অন্তর্বর্তী সরকারকে যৌক্তিক সময়

এবং একটি সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের আয়োজন করা। বিগত ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগ সরকার বিএনপিকে ধ্বংস করার জন্য সব সময় ষড়যন্ত্র করেছে, অত্যাচার করেছে, নির্যাতন করেছে। এই আওয়ামী লীগ প্রায় ৬০ লাখ মানুষের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে প্রায় ৭০০ মানুষকে গুম করেছে। তারা হাজার হাজার মানুষকে গুম করে ও খুন করে ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে, একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। তিনি সরকারকে উদ্দেশ্য করে বলেন, এমন কাউকে দায়িত্ব দেওয়া যাবে না যার কারণে সরকার বিতর্কিত হয়। কারণ এ সরকারের প্রধানের দায়িত্বে আছেন বিশ্ববরেণ্য একজন মানুষ। আমাদের মনে রাখতে হবে, রাষ্ট্র পুনর্গঠনে ছাত্র-নেতৃত্বাধীন গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আজ যে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে তা যেন জাতি হাতছাড়া না করে। এই সুযোগ হাতছাড়া হলে জাতি হিসেবে আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে। আমি এই বিষয়টির ওপর জোর দিতে চাই। মির্জা ফখরুল বলেন, বাজার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। সরকারকে বাজার নিয়ন্ত্রণে কাজ করতে হবে। তবে নির্বাচিত সরকার এলে বিদ্যমান সব সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। এ জন্য দরকার নির্বাচন ও সংস্কার। ফখরুল ইসলাম বলেন, আল্লাহর রহমতে ২০২৪ সালে ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো আধিপত্যবাদকে পরাজিত করা হয়, ফ্যাসিস্টদের পরাজিত করা হয়। আজ আমরা শপথ নিয়েছি, আমরা জনগণকে সঙ্গে নিয়ে আধিপত্যবাদকে রুখে দেব। এর জন্য প্রয়োজনে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলব। আমরা বারবার নির্বাচন নিয়ে কথা বলছি কারণ, আমরা বিশ্বাস করেন জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া কোনো সংস্কার উদ্যোগ সফল হতে পারে না। এ ধরনের অংশগ্রহণ কেবল নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমেই সম্ভব। বিএনপির মহাসচিব বলেন, রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পাওয়ার পর জিয়াউর রহমান বাংলাদেশকে পুরো পরিবর্তন করে দেন। তিনি একদলীয় শাসনব্যবস্থাকে বহুদলীয় গণতন্ত্রে নিয়ে এসেছেন। রুদ্ধ-বদ্ধ অর্থনীতিকে মুক্তবাজার অর্থনীতিতে পরিণত করেন। সর্বক্ষেত্রে বাংলাদেশে একটা নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি করেন এবং তারই প্রতিষ্ঠিত দল বিএনপি বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করতে দীর্ঘকাল সংগ্রাম করছে। জনগণকে সঙ্গে নিয়ে ইতোমধ্যে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি তিনবার ক্ষমতায় এসেছে। এখনো বিএনপি গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করছে। রাজনীতিবিদরা শুধু ক্ষমতায় ফেরার আকাঙ্ক্ষাই করেন না, তারা বাংলাদেশকে শেখ হাসিনার কবল থেকে মুক্ত করতে জীবন উৎসর্গ করেছেন, নিপীড়ন ও নির্যাতন সহ্য করেছেন এবং নিরলসভাবে কাজ করেছেন। তিনি বলেন, আমি আবারও বলতে চাই, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে ময়লা-আবর্জনা সরিয়ে দ্রুত নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিবেশ তৈরি করুন। আপনাদের সেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং আমরা আপনাদের সহযোগিতা করছি। এখন আপনাদের উচিত আমাদের সহযোগিতা করা। আমরা ক্ষমতায় ফেরার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছি বলে দাবি করে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করবেন না। বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক উপ-মন্ত্রী আসাদুল হাবিব দুলুর সভাপতিত্বে এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি তাবিথ আউয়াল, জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক অধিনায়ক আমিনুল ইসলাম, বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল খালেক ও পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক সম্পাদক ফরহাদ হোসেন আজাদ।

যৌথ অভিযানে ফার্মগেটে ফুটপাত

করে। প্রায় চার ঘণ্টা চলা এ অভিযানে আনন্দ সিনেমা হল, ফার্মগেট সুপার মার্কেট, তেজগাঁও কলেজের সামনে ও খামারবাড়ি এলাকায় অবৈধভাবে সড়ক-ফুটপাতে গড়ে তোলা প্রায় হাজারখানেক দোকানপাট সরিয়ে দেওয়া হয়। পরে বিকাল ৩টার দিকে উচ্ছেদ অভিযানের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করে কয়েকশ’ হকার। হকাররা ফার্মগেট থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে ৩টার দিকে খামারবাড়ি মোড়ে সড়ক অবরোধ করে। সেখানে কয়েটি গাড়ির ওপর হামলা করতে দেখা গেছে। পরে তারা সেখান থেকে আবার তেজগাঁও কলেজের সামনে মিছিল নিয়ে প্রায় আধাঘণ্টা বিক্ষোভ করে আনন্দ সিনেমা হলের সামনে চলে যায়। সর্বশেষ গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত হকাররা আনন্দ সিনেমা হলের সামনে বিক্ষোভ করছিলেন। এ সময় মো. সিরাজুল ইসলাম নামে এক হকার বলেন, আমরা পেটের দায়ে রাস্তায় দোকান করি। আমাদের সরিয়ে দিলে কোথায় যাবো। কী করে খাবো, কীভাবে সংসার চালাবো। চাঁদাবাজির অভিযোগ তুলে মো. শফিক নাম আরেকজন বলেন, আগে ফার্মগেটের প্রতিটা দোকান থেকে পুলিশসহ বিভিন্নজন চাঁদা নিতো। তখন কোনও সমস্যা হতো না। এখন কেউ চাঁদা নিচ্ছে না, এখন আমাদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে। তাহলে কী তারা আবার চাঁদা নিতে চায়! এটা হতে দেওয়া হবে না। আমাদের পেটে লাঠি দিলে, আমরা কঠোর আন্দোলনে যাবো। ফুটপাত উচ্ছেদের বিষয়ে ডিএমপি তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মোহাম্মদ রুহুল কবীর খান বলেন, শহরের মধ্যে ফার্মগেট অতি ব্যস্ততম একটি এলাকায়। এখানে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ চলাচল করে। ফুটপাত ও সড়ক দখলে থাকায় জনসাধারণের চলাচলের ভোগান্তির পাশাপাশি অপরাধ তৎপরতা বাড়ছে। তাই ফার্মগেট এলাকার ফুটপাত উচ্ছেদ করা হয়েছে। তিনি বলেন, গত সোমবার ফুটপাত উচ্ছেদের বিষয়ে মাইকিং করা হয়েছিল। তাদের চলে যেতে ঘোষণা দেওয়া হয়। অথচ তারা দোকানপাট সরিয়ে নেয়নি। তাই আজ (গতকাল মঙ্গলবার) পুলিশ, সেনাবাহিনী, র‌্যাব ও সিটি করপোরেশনের সমন্বয়ে যৌথ অভিযান চালিয়ে সড়ক ও ফুটপাত দখলমুক্ত করা হয়। যৌথ অভিযানে সেনাবাহিনী তেজগাঁও অস্থায়ী সোনা ক্যাম্পের একটি দল অংশ নেন। ক্যাপ্টেন আবরার বলেন, যৌথ অভিযানের অংশ হিসেবে এ অভিযান চালানো হয়। অভিযানের বিষয়ে আগে থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। জননিরাপত্তার স্বার্থে এ অভিযান অব্যহত থাকবে। এ বিষয়ে পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ মোহাম্মদ জিয়াউল হক বলেন, ফুটপাত ও সড়ক দখল করে গড়ে ওঠা বিভিন্ন দোকানপাটের জন্য জনসাধারণের চলাচল চরম ভোগান্তির পাশাপাশি চুরি-ছিনতাইয়ের ঘটনা বাড়ছে। ফলে জননিরাপত্তা স্বার্থে ফার্মগেট এলাকায় ফুটপাত ও সড়কে কোনও হকার বসতে দেওয়া হবে। এ বিষয়ে যৌথ বাহিনীর অভিযান চলমান থাকে।

বেক্সিমকো ফার্মায় রিসিভার

ব্যবসাসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কী পরিমাণ ঋণ অপরিশোধিত আছে, ঋণের বর্তমান অবস্থা ও পরিশোধের তথ্য দিতে এবং বেক্সিমকো গ্রুপের সব সম্পত্তি সংযুক্ত করে সে সব সম্পদের ব্যবস্থাপনায় রিসিভার নিয়োগ বিষয়ে রুলসহ আদেশ দেওয়া হয়। চার সপ্তাহের মধ্যে রুলের জবাব দিতে বলা হয়। গত ৫ সেপ্টেম্বর বেক্সিমকো গ্রুপের সব সম্পত্তি সংযুক্ত করে তা ব্যবস্থাপনায় ছয় মাসের জন্য একজন রিসিভার নিয়োগ দিতে হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী বেক্সিমকো গ্রুপে ‘রিসিভার’ নিয়োগ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক মো. রুহুল আমিনকে রিসিভার পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগবিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান বেক্সিমকো গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান। ছাত্রজনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর তিনি এখন কারাবন্দি। পোশাক রপ্তানি ও ওষুধ উৎপাদনে শীর্ষ প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি বেক্সিমকো।

খালাস পেলেন তারেক রহমানের

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শরীয়তপুর-৩ আসনে বিএনপি মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী ছিলেন। ২০১৮ সালের ২৪ ডিসেম্বর নির্বাচনী প্রচারণা গিয়ে তিনি হামলার শিকার হয়ে রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতালে ভর্তি হন। ওই বছরের ৪ জানুয়ারি রাজধানীর হাসপাতাল থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে র‌্যাব-১ এর সদস্যরা। পরে র‌্যাব-৩ এর নায়েব সুবেদার মো. ইব্রাহিম হোসেন বাদী হয়ে মতিঝিল থানায় অর্থপাচার ও সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলা করেন। এ মামলায় তার বিরুদ্ধে ৮ কোটি টাকা ও ১০ কোটি টাকার বিভিন্ন ব্যাংকের চেক উদ্ধারের কথা বলা হয়। এই টাকা দিয়ে তারা নির্বাচনকে প্রভাবিত করার চেষ্টার ষড়যন্ত্র করছিল বলেও অভিযোগ করা হয়েছে। পরে তদন্ত শেষে ২০২১ সালের ১৫ জুন অর্থপাচার ও সন্ত্রাসবিরোধী আইনের পৃথক দুই ধারায় অভিযোগ পত্র দেয় পুলিশ।

শাইখ সিরাজের বিরুদ্ধে ব্রাউনিয়ার

পক্ষে কথা বলায় তাকে বিনা নোটিশে প্রতিষ্ঠানটিতে নিষিদ্ধ করা হয়। এরপর তিনি মৌখিকভাবে প্রতিবাদ জানালে আসামিরা জানান, যতদিন পর্যন্ত তাকে লিখিতভাবে বরখাস্ত না করা হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত তিনি মাসিক ভিত্তিতে মজুরি পাবেন। সেই হিসেবে ২০১৮ সালের অক্টোবর থেকে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মোট ৭৯ লাখ টাকা মজুরি বাবদ পাওনা হকদার। পাওনা টাকার জন্য আইনজীবীর মাধ্যমে লিগ্যাল নোটিশ পাঠানো হলে আসামিরা কোনও জবাব না দিয়ে বাদীকে হুমকি দেন। তার কাছ থেকে ৫০ কোটি টাকা চাঁদা দাবি করেন।

যানজট নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা, পুলিশ

সড়কে ধীরগতি। * কুড়িল থেকে পল্টন পর্যন্ত সড়কের ওপর কমপক্ষে ১০ থেকে ১৫টি অস্থায়ী মোটরসাইকেল স্ট্যান্ড রয়েছে। এসব স্ট্যান্ড থেকে মোটরসাইকেলের চালকরা চুক্তিভিত্তিক রাইড শেয়ারিংয়ের যাত্রী ওঠান। প্রতি স্ট্যান্ডে সবসময় ১০ থেকে ১৫টি মোটরসাইকেল দাঁড়িয়ে থাকে। ফলে যান চলাচল ব্যাহত হয়ে সৃষ্টি হচ্ছে যানজট। আগে পুলিশকে ব্যবস্থা নিতে দেখা গেলেও বর্তমান পরিস্থিতিতে অনেকটাই নীরব তারা।

* নন্দা থেকে প্রগতি সরণি পর্যন্ত প্রধান সড়কের দুই পাশে মেট্রোরেলের (এমআরটি-১) কাজের জন্য কাটা রয়েছে রাস্তা। ফলে সড়কে তৈরি হয়েছে ধীরগতি। এ ছাড়া দূরপাল্লার কিছু বাস চলাচলের কারণেও সড়কের ওপর চাপ বাড়ছে।

অতিরিক্ত হারে বেড়েছে ছোট যানবাহন রাজধানীর উত্তর বাড্ডা থেকে বিজয়নগর পানির ট্যাংক এলাকায় গিয়ে প্রতিদিন অফিস করেন মো. মঞ্জু হোসেন। তিনি বলেন, গত এক মাস ধরে বাসা থেকে অফিসে যেতে সময় লাগে দুই ঘণ্টা। আর অফিস থেকে বাসায় আসতে লাগে দুই ঘণ্টারও বেশি সময়। টানা পাঁচ বছর ধরে বাড্ডা থেকে গিয়ে অফিস করছি বিজয়নগর। কিন্তু এমন যানজট আগে কখনও দেখিনি। সড়কে ট্রাফিক পুলিশ দেখা যায় না, কিছু কিছু মোড়ে দেখা গেলেও কাজ তারা করেন না। এ অবস্থা গত কয়েক মাস ধরে চলছে কিন্তু দেখার কেউ নাই। ভিক্টর ক্লাসিক পরিবহনের চালক মো. মফিজ বলেন, ‘গাড়ি টান দেওয়া যায় না রিকশার জ্বালায়। এত রিকশা যে হঠাৎ কোথা থেকে এসেছে বুঝতে পারছি না। কেউ সিগন্যাল মানে না, ডানে-বামে উল্টো দিকে যে যেভাবে পারছে গাড়ি ঢুকিয়ে দিচ্ছে। আর পুলিশ কিছুই বলছে না। এ অবস্থা তো আগে কখনও দেখিনি। প্রায় সব সড়কেই একই অবস্থা।’ ঢাকা মহানগর পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ ও একাধিক বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বর্তমান পরিস্থিতিতে ঢাকা শহরে অতিরিক্ত হারে বেড়েছে ছোট যানবাহন। বিশেষ করে ঢাকায় আগের তুলনায় মোটরসাইকেলের সংখ্যা বেড়েছে বহুগুণ। এ ছাড়া নতুন করে বিষফোড়া হিসেবে যুক্ত হয়েছে ব্যাটারিচালিত রিকশা। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ট্রাফিক পুলিশের দায়িত্বে অবহেলা ও নিষ্ক্রিয়তা। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, বিআরটিএ ও ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন সূত্রে জানা যায়, ঢাকায় বর্তমানে বৈধ প্যাডেল রিকশা রয়েছে প্রায় চার লাখের মতো। এ ছাড়া অবৈধ ব্যাটারিচালিত রিকশা পাঁচ লাখ ও এক লাখ অবৈধ ইজিবাইক রয়েছে। এক লাখ ৩৪ হাজার অ্যাপসভিত্তিক যানবাহন ও ১২ লাখ মোটরসাইকেল রয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রেজিস্ট্রেশনভুক্ত ২৫ লাখ যানবাহন। বিশাল সংখ্যার এ যানবাহনের ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে পুলিশ সদস্য রয়েছেন মাত্র চার হাজার। একাধিক ট্রাফিক পুলিশ সদস্যের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, সরকার পরিবর্তনের পর অনেক কিছুই পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে সড়কে দাঁড়িয়ে দায়িত্ব পালন করতে আগের মতো স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না পুলিশ সদস্যরা। মানুষ তাদের কথা শোনেন না, সড়কে কেউ সিগন্যাল মানতে চান না। যেখানে-সেখানে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখেন। অনিয়মের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নিতে গেলে তেড়ে আসেন চালক ও যাত্রীরা। শেওড়াপাড়া এলাকায় দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ট্রাফিক সার্জেন্ট বলেন, উল্টো দিক দিয়ে একটা ব্যাটারিচালিত রিকশা আসছিল। আমি রিকশা আটকে বলি, প্রধান সড়কে ব্যাটারিচালিতে রিকশা চালাচ্ছেন, তার ওপর আবার উল্টো দিক দিয়ে; এখন আপনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এটি শুনে যাত্রী ও চালক দুজনেই আমার ওপর ক্ষিপ্ত হয় ওঠেন। উল্টো আমার সঙ্গে খারাপ আচরণ করেন। একপর্যায়ে চালক ও যাত্রী দুজনই রিকশা থেকে নেমে তেড়ে আসেন আমার দিকে। সেখানে একা থাকায় আমি তাদের সঙ্গে আর কোনো তর্ক করিনি। তবে, রিকশাও যেতে দিইনি। পরে চালক রিকশা ঘুরিয়ে সঠিক লেন দিয়ে চলে যায়। মানুষ যদি এভাবে আমাদের অসহযোগিতা করে তাহলে আমরা কীভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনব? পঙ্গপালের মতো চলাচল করে মোটরসাইকেল-রিকশা বর্তমান সময়ে ঢাকার সড়কে কয়েক লাখ মোটরসাইকেল ও ব্যাটারিচালিত রিকশা চলাচল করছে। হঠাৎ সড়কের দিকে তাকালে মনে হবে পঙ্গপালের ঝাঁক যাচ্ছে। এ দুটি বাহনের চালকেরা ট্রাফিক আইনের ন্যূনতম বিষয়গুলোও মানেন না। অধিকাংশ মোটরসাইকেলের চালক চুক্তিভিত্তিক রাইড শেয়ারিং করেন। এসব মোটরসাইকেলের চালকেরা বেপরোয়াভাবে চলাচল করেন। অভিযোগ উঠেছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে মোটরসাইকেলের চালকদের বেপরোয়া ভাব আরও বেড়েছে। বেশি টাকা আয়ের আশায় যাত্রীকে দ্রুত সময়ে পৌঁছে দেওয়ার জন্য মোটরসাইকেল নিয়ে ফুটপাতে উঠে যাওয়া থেকে শুরু করে উল্টো পথেও চলাচল করছেন তারা। আর সুযোগ পেলেই তারা ট্রাফিক সিগন্যাল অমান্য করছেন। সাম্প্রতিক সময়ে সড়কে বেড়েছে নিষিদ্ধ ব্যাটারিচালিত রিকশার চলাচল। দেখে মনে হবে যেন লাখো রিকশার দখলে ঢাকার রাজপথ। প্যাডেল রিকশা থেকে দ্রুতগতির এ ব্যাটারিচালিত রিকশাকে দেখা যায় বাস কিংবা সিএনজি অটোরিকশার সঙ্গে গতির লড়াই করতে। এত এত ব্যাটারিচালিত রিকশার দাপটে সড়কে অন্য গাড়িগুলো যেন অসহায়! গতি প্রাথমিকভাবে একটু বেশি হলেও চাইলেই নিয়ন্ত্রণ করা যায় না এসব যান্ত্রিক রিকশা, ফলে ঘটে দুর্ঘটনা। তবে, অন্য সব গাড়ির সঙ্গে গতির লড়াই করলেও আসলে এসব রিকশা বাস, প্রাইভেটকার কিংবা সিএনজি থেকে ধীরগতির। ফলে লাখ লাখ রিকশার ধীরগতির কারণে প্রধান প্রধান সড়কে সৃষ্টি হচ্ছে ভয়াবহ যানজট। ঢাকা শহর এখন আন্দোলনের নগরী গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর এবং নতুন সরকার ক্ষমতা নেওয়ার পর প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো এলাকায় আন্দোলন চলছে। এক এক গোষ্ঠী একেক দাবি নিয়ে সড়কে নামছে। এর মধ্যে রয়েছেন শিক্ষার্থী, চাকরিপ্রত্যাশী, চাকরিজীবী, গার্মেন্টসকর্মীসহ অনেকেই। ডিএমপি সূত্রে জানা যায়, সড়কে নেমে তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তা অবরোধ করে আন্দোলন করছেন। তাদের এ রাস্তা অবরোধের কারণে সৃষ্টি হচ্ছে ভয়াবহ যানজট। বিশেষ করে নিউ মার্কেট, সায়েন্সল্যাব, শাহবাগ, মিরপুর, পল্লবী, কচুক্ষেত ও মহাখালী এলাকায় প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো দাবি নিয়ে সড়ক অবরোধ করছেন আন্দোলনকারীরা।ঢাকার রাস্তার নিয়ন্ত্রণ নেই পুলিশের হাতে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ঢাকার যানজট কমানোর জন্য বিগত সরকার কোনো প্রকল্প গ্রহণ করেনি। উল্টো যানজট বাড়ানোর জন্য যত্রতত্র ফ্লাইওভার নির্মাণ করেছে। সারা পৃথিবীতে বিজ্ঞান বলে, শহরে ফ্লাইওভার করলে গণপরিবহন নিরুৎসাহিত হয়, ছোট গাড়ি উৎসাহিত হয়। গণপরিবহনের দিকে কখনও নজর দেয়নি বিগত সরকার। কারণ, বাসে নজর দিলে এতে কম খরচে কাজ হয়ে যেত, বড় কোনো প্রকল্প নেওয়া যেত না। গত সরকার ঢালাওভাবে মোটরসাইকেল উৎপাদন ও রেজিস্ট্রেশন দিয়েছে। ফলে হঠাৎ করে পঙ্গপালের মতো সারা ঢাকা শহর ছেয়ে গেছে মোটরসাইকেলে। এ ছাড়া ছাত্রদের আন্দোলনের সময় বিগত সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে ব্যাটারিচালিত রিকশাকে ঢাকার প্রধান সড়কে চলাচলের জন্য ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছিল। যেন আন্দোলনে গণপরিবহন বন্ধের প্রভাব নগরজীবনে না পড়ে। মূলত এ সিদ্ধান্ত দিয়ে আন্দোলন ঠেকাতে চেয়েছিল সরকার। আগে শহরের অলিগলিতে ব্যাটারিচালিত রিকশা চলাচল করত, কিন্তু প্রধান সড়ক কিংবা হাইওয়েতে আসত না। এ প্রসঙ্গে পরিবহন বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ও বুয়েট দুর্ঘটনা গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক ড. এম শামসুল হক বলেন, ব্যাটারিচালিত রিকশা ঢাকার প্রধান সড়কে চলার অনুমতি দিয়ে গত সরকার কফিনের মধ্যে শেষ পেরেকটি মেরেছে। এখন ঢাকায় যে দৃশ্যমান যানজট, এর অন্যতম কারণ হচ্ছে ব্যাটারিচালিত রিকশা। এটাকে নিয়ন্ত্রণের কোনো ব্যবস্থা এখন নেই। অন্যদিকে, পুলিশের দায়িত্ব অবহেলার জন্য সড়কে কোনো শৃঙ্খলা নেই। পুলিশ নিয়ন্ত্রণ নিতে পারছে না বলে সড়কে গাড়ির প্রবাহ কমে যাচ্ছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে সামনে ঢাকা শহরে যানজট আরও বাড়বে। এ ছাড়া সবাই হঠাৎ করে আন্দোলনমুখর হয়ে গেছেন। ফলে সড়কে যানজট সৃষ্টি হচ্ছে। উত্তরণের উপায় কীড় জানতে চাইলে তিনি বলেন, যেহেতু বর্তমান সময়ে পরিবহন মাফিয়া ও ফুটপাতের চাঁদাবাজরা নেই, সেহেতু যানজট সহনীয় পর্যায়ে আনা সম্ভব ছিল। কিন্তু যাদের দিয়ে এটি করবে সেই পুলিশের সৎ সাহস অনেক কমে গেছে। পুলিশ জানে তাদের বাহিনীর ভাবমূর্তি বেশ ক্ষুণ্ন হয়েছে। এ কারণে পুলিশ শৃঙ্খলা রক্ষা করতে শক্তি প্রয়োগ করতে ভয় পাচ্ছে।

আইন মানে না মানুষ, দাবি ট্রাফিক পুলিশের ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) ট্রাফিক বিভাগ সংশ্লিষ্টরা জানান, ঢাকার সড়কে যানজট নিরসনে তারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করছেন। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, গত ১১ নভেম্বর ডিএমপিতে ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে ৫৩ লাখ ৭৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত ১৪৬৬টি মামলা হয়েছে। এ ছাড়া ১০২টি গাড়ি ডাম্পিং ও ৩৯টি গাড়ি রেকার করা হয়েছে।

এত কিছুর পরও কেন পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে নাড় এ প্রসঙ্গে ট্রাফিক পুলিশের সদস্যরা বলছেন, মানুষ আইন মানে না, আমাদের আর কী করার আছে? এ প্রসঙ্গে ঢাকা মহানগর পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের অতিরিক্ত কমিশনার খোন্দকার নাজমুল হাসান বলেন, মানুষ যদি নিজ থেকে আইন না মানে তাহলে ঢাকা শহরের ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে আরও এক লাখ পুলিশ সড়কে নামালেও কোনো কাজে আসবে না। আইন ও ট্রাফিক শৃঙ্খলার প্রতি মানুষের ন্যূনতম শ্রদ্ধা থাকতে হবে। মানুষ যদি ইচ্ছা করে উল্টো পথে যায় আমরা কতক্ষণ থামাব? তারপরও তো আমরা থামাচ্ছি, আমাদের সর্বোচ্চটা দিয়ে। প্রতিনিয়ত সবাই আইন ভঙ্গ করছেন। ‘বর্তমানে ঢাকা শহরের ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে যে সংখ্যক পুলিশ সদস্য নিয়োজিত আছেন, আমার মতে সংখ্যাটা ঠিক আছে। কিন্তু মানুষ যদি আইন ভাঙার প্রবণতা দ্বিগুণ করেন তাহলে পুলিশ সদস্য দ্বিগুণ করতে হবে।’ ব্যাটারিচালিত রিকশা এখন বড় একটা সমস্যাড় উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমরা যখন এসব রিকশার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে যাই তখন যাত্রীরা আমাদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করেন। তারপরও ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নতি করতে আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

আলীকদম সীমান্ত দিয়ে মিয়ানমারের ৮৪ নাগরিককে পুশব্যাক

স্টাফ রিপোর্টার : বান্দরবানের আলীকদমের দুর্গম সীমান্ত এলাকা কুরুকপাতা ইউনিয়নের পৌয়া মুহুরি দিয়ে ৮৪জন মিয়ানমার নাগরিককে পুশব্যাক করা হয়েছে। গত সোমবার রাতেই তাদের মিয়ানমারে পুশব্যাক করে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সদস্যরা। বিজিবির আলীকদম ৫৭ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. আকিব জাবেদ বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, অবৈধভাবে মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে প্রবেশের দায়ে বান্দরবানের আলীকদম উপজেলার বিভিন্নস্থান থেকে গত সোমবার একদিনেই ৮৪জন রোহিঙ্গা নাগরিককে আটক করা হয়, পরে তাদের যাছাই-বাছাই শেষে আবার রাতেই আলীকদমের কুরুকপাতা ইউনিয়নের পৌয়া মুহুরি সীমান্ত দিয়ে মিয়ানমারে পুশব্যাক করা হয়। প্রসঙ্গত: মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে সংঘাতময় পরিস্থিতির কারণে বিভিন্ন দালাল চক্রের মাধ্যমে টাকার বিনিময়ে আলীকদমের দুর্গম কুরুকপাতা সীমান্ত দিয়ে এই রোহিঙ্গারা গত সোমবার বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে, পরে গোপন সূত্রে সংবাদ পেয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা মিয়ানমারের ৮৪জন নাগরিককে আলীকদম উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে আটক করে।

বগুড়া কারাগারে আওয়ামী লীগ নেতার মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : বগুড়ায় নাশকতা মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে জেলা কারাগারে থাকা শহিদুল ইসলাম রতন (৫৫) নামে এক আওয়ামী লীগের নেতার মৃত্যু হয়েছে। গত সোমবার রাত ২টার দিকে তার মৃত্যু হয়। শহিদুল ইসলাম রতন বগুড়া সদর উপজেলার গোদারপাড়া দক্ষিণ পাড়ার মৃত কলিম উদ্দিনের ছেলে। তিনি বগুড়া পৌরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। জানা গেছে, শহিদুল ইসলাম রতন আগে থেকে অসুস্থ ছিলেন। তার ডায়াবেটিস, শ্বাসকষ্ট ও হার্টের সমস্যা ছিল। সম্প্রতি কারাগারের মেডিকেল ওয়ার্ডে রাখা হয়েছিল তাকে। গত সোমবার বিকেলেও তাকে নেবুলাইজার দেওয়া হয়েছিল। পরে রাত ২টার দিকে মারা যান তিনি। বগুড়া জেলা কারাগারের সুপার ফারুক আহমেদ বলেন, শহিদুল ইসলাম রতন এক মাস আগে নাশকতা মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে আসেন। আসার পর থেকে তিনি নিয়মিত চিকিৎসা পেয়েছেন। কিন্তু গতরাতে তার মৃত্যু হয়। সকালে তার লাশ বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের পর তার লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

রাজধানীতে মাদকবিরোধী অভিযানে গ্রেপ্তার ১৪

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীতে মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)। গত সোমবার সকাল ৬টা থেকে গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৬টা পর্যন্ত রাজধানীর বিভিন্ন থানা এলাকায় এ অভিযান চালান হয়। [illegible]

জামালপুরে বাস-মাহিন্দ্রা সংঘর্ষে আহত ৭

স্টাফ রিপোর্টার : [illegible]

রোহিঙ্গা ক্যাম্প থেকে আরসার শীর্ষ সন্ত্রাসী আটক

স্টাফ রিপোর্টার : [illegible]

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যান ও সচিবকে লাঞ্ছিত করায় দুই কর্মকর্তা সাময়িক বহিষ্কার

স্টাফ রিপোর্টার : [illegible]

চট্টগ্রামে ট্রেনে কাটা পড়ে অজ্ঞাত ব্যক্তির মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : [illegible]

মাগুরায় ছাত্রদলের ৪ নেতাকর্মীকে কুপিয়ে জখম

স্টাফ রিপোর্টার : [illegible]

লঞ্চ থেকে নদীতে ঝাঁপ দেওয়া পুলিশ কর্মকর্তার স্ত্রীর লাশ উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : [illegible]

সম্পাদকীয়

জননিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ জরুরি

প্রতিনিয়ত দেশে পারিবারিক দ্বন্দ্ব-কলহের কারণে অবলীলায় খুন হচ্ছে মানুষ। অবক্ষয়, অসহিষ্ণু মনোভাব, নির্মমতা, অমানবিকতা, নীতিহীনতা দিন দিন আমাদের সমাজে যেভাবে চেপে বসছে তাতে আতঙ্কিত না হয়ে উপায় নেই। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমেই অবনতি হচ্ছে। অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার বাড়ছে। বাড়ছে খুনখারাবি, চাঁদাবাজি, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, অপহরণ, রাহাজানি, লুটতরাজের মতো ঘটনা। ফলে মানুষের মধ্যে নিরাপত্তার অভাববোধ ক্রমেই তীব্র হচ্ছে। আসলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও জননিরাপত্তা বিধান নিয়ে দেশের জনগণ সংশয়ে আছেন। কেননা স্পষ্টত লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে পুলিশের অনুপস্থিতিতে বিভিন্ন স্থানে সংঘাত-সংঘর্ষ ও হামলার ঘটনা বেড়েছে। বিশেষ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ খুবই আতঙ্কে আছেন। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটেছে। পুলিশের অনুপস্থিতিতে দেশের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষার্থী ও স্বেচ্ছাসেবকেরা ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণের কাজ করেছেন। কিন্তু সেটা তো পরিকল্পিত ও নিয়মমাফিক ছিল না। তারা তাদের মতো করে এইসব কাজ এগিয়ে নিয়ে গেছে। প্রতিদিনই কোনো না কোনো এলাকায় হত্যা, ছিনতাই, দখল, চাঁদাবাজিসহ তুচ্ছ কারণে পিটিয়ে মানুষ হত্যার ঘটনা ঘটছে। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন স্বৈরাচার পতনের এক দফা আন্দোলনে রূপ নিলে সারা দেশে ব্যাপক সংঘাতের ঘটনা ঘটে। বহু থানা, পুলিশ ফাঁড়ি এবং কয়েকটি কারাগারেও হামলা, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনা ঘটে। এ সময় আন্দোলনকারীদের মধ্যে লুকিয়ে থাকা দুষ্কৃতকারীরা প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র লুট করে। এর মধ্যে কিছু অস্ত্র উদ্ধার হলেও আরো অনেক অস্ত্র দুষ্কৃতকারীদের কাছে রয়ে গেছে। তারা খুন, ডাকাতি, লুটতরাজে এসব অস্ত্র ব্যবহার করছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জননিরাপত্তা এখনও পরিপূর্ণভাবে দেশে নিশ্চিত করা যায়নি। তবে এর পেছনে নানা কারণও বিদ্যমান তা অনেকের অভিমত। একটি বিষয় গুরুত্বের সঙ্গে আমলে রাখতে হবে, ‘জনবিড়ম্বনা এবং সরকারের স্বাভাবিক কাজকর্মে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে এমন কিছু করা উচিত নয়, যাতে পরিস্থিতি বৈরিতার গ-তেই থেকে যায়।’ দেশে স্থিতিশীলতা ফেরাতে প্রত্যেক স্তর থেকে সরকারকে সহযোগিতা করা উচিত। দেশে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি হোক তা আমরা চাই না। তাই এখনই কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে তৎপর হতে হবে। যারা মানুষ হত্যা করছে, তাদের আইনের আওতায় আনতে হবে। পিটিয়ে মানুষ হত্যার সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক। বিগত দেড় যুগে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পরিণত হয়েছিল একটি বিশেষ ছাত্র সংগঠনের আখড়ায়। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে সংঘটিত গণঅভ্যুত্থানের ফলে সেই দুর্বৃত্তদের হাত থেকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মুক্ত হলেও নতুন দুর্বৃত্তরা যে শূন্যস্থান পূরণে থাবা বিস্তারের চেষ্টা করছে। তাই জননিরাপত্তার দিকে সরকারকে অধিক নজর দিতে হবে।

বাড়ছে খুনখারাবি, চাঁদাবাজি, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, অপহরণ, রাহাজানি, লুটতরাজের মতো ঘটনা। ফলে মানুষের মধ্যে নিরাপত্তার অভাববোধ ক্রমেই তীব্র হচ্ছে। আসলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও জননিরাপত্তা বিধান নিয়ে দেশের জনগণ সংশয়ে আছেন। কেননা স্পষ্টত লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে পুলিশের অনুপস্থিতিতে বিভিন্ন স্থানে সংঘাত-সংঘর্ষ ও হামলার ঘটনা বেড়েছে। বিশেষ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ খুবই আতঙ্কে আছেন

যানজটের কেন্দ্র গুলিস্তান

বর্তমানে রাজধানীতে কয়েক কোটি লোকের বসবাস। অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ অফিস-আদালত, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, শপিংমল, স্কুল-কলেজ, হাসপাতালও গড়ে উঠেছে এই শহরেই। দিন দিন দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে বিপুল সংখ্যক লোকের আগমন ও বসবাসের ফলে নানা সংকটও বাড়ছে পাল্লা দিয়ে। সেগুলোরই অন্যমত একটি যানজট। নগরীতে প্রায় সব রাস্তাঘাটেই চলাচল করতে গিয়ে কমবেশি দুর্ভোগ পোহাতে হয়। বিশেষ করে যানজটের কারণে রাজধানীর গুলিস্তান যেন দুর্ভোগের চরম অবস্থানে পরিণত হয়েছে। ফুটপাত ও রাস্তা দখল করে গড়ে ওঠা অবৈধ দোকান এবং রাস্তা দখল করে অবৈধ গাড়ি পার্কিংয়ের কারণে প্রতিদিন গুলিস্তানে আসা-যাওয়ার পথে এক-দুই ঘণ্টা যানজটে আটকে থাকতে হয়। ঢাকা-সিলেট এক্সপ্রেসওয়ের কাজ শেষ হলে আরও করুণ অবস্থা তৈরি হতে পারে। তাই এখনই সময় গুলিস্তানসহ ঢাকা প্রবেশমুখের যানজট নিরসনের জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা। তাছাড়া মঙ্গলবার রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত মহাসম্মেলনকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ রাজধানীর বিভিন্ন সড়কে তীব্র যানজট দেখা দিয়েছিল। সম্মেলনস্থলের আশপাশের বিভিন্ন সড়কে গাড়ি রাখায় রাজধানী কার্যত ছিল অচল। কারওয়ান বাজার, শাহবাগ, মগবাজার ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাগুলোতে সিগন্যালে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে ছিল অগণিত যানবাহন। কোটা সংস্কার আন্দোলনের পর অনেক ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন হলেও ঢাকার যানজট পরিস্থিতির তেমন কোনো উন্নতি দেখা যাচ্ছে না। বিভিন্ন দাবি আদায়ের লক্ষ্যে সড়ক অবরোধ কর্মসূচি যানজট পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ করে তুলছে। রাজধানীর যানজট নিরসনে বিভিন্ন সরকারের আমলে অনেক প্রকল্প হাতে নেওয়া হলেও পুরোপুরি যানজটমুক্ত করা যায়নি রাজধানীকে। নগরীর পরিসর বাড়লেও প্রয়োজনের তুলনায় সড়কের সংখ্যা অনেক কম। ফলে, ক্রমাগত চাপ বাড়ছে সব রাস্তায়, অলিতে-গলিতে। যানজটে রাজধানীবাসীর প্রতিদিন শুধু মূল্যবান কর্মঘণ্টাই নষ্ট হচ্ছে না, বিপুল অঙ্কের আর্থিক ক্ষতিও হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, মূলত অপরিকল্পিত নগরায়ণই যানজটের জন্য দায়ী। আইন অমান্য করে যে যেভাবে পারছে গাড়ি চালাচ্ছে। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না থাকায় যান্ত্রিক গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মূল সড়কে চলছে ব্যাটারিচালিত রিক্সাও। অথচ ট্রাফিক আইন মানলেই যানজটের সমস্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনা সম্ভব। একটি শহরে সড়কপথের পাশাপাশি বিকল্প যোগাযোগব্যবস্থা (শহরের মধ্যে বা পাশে খাল বা দীর্ঘ লেক) থাকলে সড়কে চাপ পড়ে কম। ঢাকায় এ রকম ব্যবস্থা গড়ে তোলার সুযোগ থাকলেও সঠিক পরিকল্পনার অভাবে তা গড়ে ওঠেনি। ফলে, সড়কের ওপর চাপ বেড়েছে। যার মূল্য দিতে হচ্ছে নগরবাসীকে। যানজটের কারণে দেশের অর্থনীতির ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। কমছে কর্মঘণ্টা। অনেকেই বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী। কিন্তু যানজট যদি এভাবে জেঁকে বসে, তাহলে উদ্যোক্তারা উৎসাহ হারাবে। তাই যানজট নিরসনে প্রয়োজনীয় পরিকল্পিত পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। দেশে ফ্লাইওভার, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে এবং মেট্রোরেল চালু হলেও সেক্ষেত্রে প্রয়োজন সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা। দেশের যানজট সমস্যা বেশ চ্যালেঞ্জিং হলেও সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে যানজট পরিস্থিতি সহনীয় পর্যায়ে রাখা সম্ভব। এ বিষয়ে সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি প্রত্যাশিত।

নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না থাকায় যান্ত্রিক গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মূল সড়কে চলছে ব্যাটারিচালিত রিক্সাও। অথচ ট্রাফিক আইন মানলেই যানজটের সমস্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনা সম্ভব। একটি শহরে সড়কপথের পাশাপাশি বিকল্প যোগাযোগব্যবস্থা (শহরের মধ্যে বা পাশে খাল বা দীর্ঘ লেক) থাকলে সড়কে চাপ পড়ে কম। ঢাকায় এ রকম ব্যবস্থা গড়ে তোলার সুযোগ থাকলেও সঠিক পরিকল্পনার অভাবে তা গড়ে ওঠেনি। ফলে, সড়কের ওপর চাপ বেড়েছে

কৃষিপণ্যের উৎপাদনে বাড়াতে হবে বিনিয়োগ

ড. এস এম জাহাঙ্গীর আলম

খাদ্যপণ্য উৎপাদন ও আমদানিতে শীর্ষ পর্যায়ে রয়েছে বাংলাদেশ। চাল উৎপাদনে টানা পাঁচ বছর বিশ্বে তৃতীয় স্থান ধরে রেখেছে। ২২টি খাদ্যপণ্য উৎপাদনে রয়েছে শীর্ষ দশে। কৃষকরা ফসল আবাদে বৈচিত্র্য আনায় নানা পণ্য উৎপাদন বেড়েছে। সম্প্রতি বিশ্ব খাদ্য ও কৃষিবিষয়ক পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জি-২০২৩-এ এসব তথ্য জানিয়েছে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও)। দেশের মানুষের ভোগের সঙ্গে সমন্বয় রেখে বাড়ছে খাদ্যের চাহিদা। এ কারণে আমদানিনির্ভর পণ্যের চাহিদা বেড়ে গেছে। ২০২১ সালে বিশ্ববাজার থেকে এক কোটি ১৩ লাখ ৫১ হাজার টন খাদ্যপণ্য আমদানি করেছে বাংলাদেশ। খাদ্য আমদানিতে বিশ্বে বাংলাদেশ তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে। তবে খাদ্যপণ্য রপ্তানিতে অনেক পিছিয়ে বাংলাদেশ। অবশ্য আমদানিতে শীর্ষ পর্যায়ে থাকলেও উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোয় খাদ্য বাণিজ্য কমছে।

২০২২ সালের হিসাবে দারিদ্র্য বৃদ্ধিতে প্রধান ভূমিকা রেখেছে করোনা মহামারি। একই বছর বৈশ্বিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি অনেক পরিবারের জীবনযাত্রার ব্যয় সরাসরি বাড়িয়ে দিয়েছে। চলতি বৈশ্বিক মন্দা দারিদ্র্য পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে নিয়ে যেতে পারে। শুধু বৈশ্বিক মন্দার কারণে বাড়তি ৫০ হাজার মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমেছে। সর্বাবস্থায় দেশের খাদ্য নিরাপত্তা কীভাবে নিশ্চিত করা যেতে পারে, তা আলোচনা করাই এ নিবন্ধের উদ্দেশ্য। খাদ্য নিরাপত্তার সংজ্ঞা অনুযায়ী, তখনই খাদ্য নিরাপত্তা বিরাজমান, যখন সবার জন্য একটি কর্মক্ষম, স্বাস্থ্যকর ও উৎপাদনমুখী জীবনযাপনের জন্য সবসময় পর্যাপ্ত পরিমাণে নিরাপদ ও পুষ্টিমানসম্পন্ন খাদ্যের লভ্যতা ও প্রাপ্তির ক্ষমতা বিদ্যমান থাকে। বাংলাদেশের জাতীয় খাদ্যনীতি ২০০৬-এ বলা হয়েছে, খাদ্য নিরাপত্তার অন্যতম একটি উপাদান হলো– জাতীয় পর্যায়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যের লভ্যতা। অপর অপরিহার্য উপাদান হলো– ব্যক্তি ও পরিবার পর্যায়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যপ্রাপ্তির ক্ষমতা। তৃতীয় উপাদান হচ্ছে খাদ্যের জৈবিক ব্যবহার। দেশে খাদ্য লভ্যতার মূল উৎস হলো– কৃষি খাতে (শস্য উপখাত, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপখাত এবং বন উপখাত নিয়ে কৃষি খাত গঠিত) উৎপাদিত খাদ্যপণ্য। বিআইডিএসের উপর্যুক্ত সম্মেলনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তার চ্যালেঞ্জের মধ্যে একটি হলো জলবায়ু পরিবর্তন। উল্লেখ্য, জাতিসংঘ গঠিত জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক আন্তঃসরকার প্যানেল (আইপিসিসি) বাংলাদেশকে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম হিসাবে ঘোষণা করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বায়ুম-লীয় তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং সাইক্লোন বা ঘূর্ণি-ঝড়ের পৌনঃপুনিকতা বৃদ্ধি অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত দেশের মতো বাংলাদেশের কৃষি খাতের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। হ্রাস পাচ্ছে কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধির হার। ২০০৯-১০ অর্থবছরে কৃষি খাতের ৬.৫৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়ে পরবর্তী এক দশকে গড়ে ৩.৭ শতাংশে দাঁড়ায় (অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা ২০১৯-২০)। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৩-এ বলা হয়েছে, ‘২০২০-২১ অর্থবছরে কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি ছিল ৩.১৭ শতাংশ, যা ২০২১-২২ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ৩.০৫ শতাংশে। সাময়িক হিসাব অনুযায়ী, ২০২২-২৩ অর্থবছরে কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি দাঁড়াবে ২.৬১ শতাংশে।’ কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধি হ্রাসের ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে শস্য উপখাতের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফসল এবং আমাদের প্রধান খাদ্যশস্য ধান তথা চাল এবং দ্বিতীয় খাদ্যশস্য গমের ওপর। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য মোতাবেক, ২০১৯-২০ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত চাল উৎপাদনের গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১ শতাংশ। চলতি অর্থবছরে (২০২৩-২৪) দেশে চাল উৎপাদনে প্রবৃদ্ধির হার সাম্প্রতিক বছরগুলোর মতো ১ শতাংশ বা এর আশপাশে থাকবে বলে ধারণা করা যায়। এদিকে ২০২০ ও ২০২১ সালে দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ১.৩৭ ও ১.৩ শতাংশ (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ ও ২০২৩)। এর অর্থ দাঁড়ায়, চাল উৎপাদনে প্রবৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে কম। এতে চাহিদার তুলনায় চালের ঘাটতি একটি স্বাভাবিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের দ্বিতীয় খাদ্যশস্য গমের উৎপাদন ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরের ১৯ লাখ টনের তুলনায় সাম্প্রতিক ১১ লাখ থেকে ১২ লাখ টনের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। দেশে গমের উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার জন্য যেসব বিষয়কে দায়ী করা হয়, সেগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে-ক. গম উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন দীর্ঘ ও তীব্র শীত, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যা কমে যাচ্ছে; খ. ব্লাস্ট ও অন্যান্য রোগে গমের ফলন হ্রাস; গ. গমের তুলনায় ভুট্টা, আলু এবং অন্যান্য স্বল্পমেয়াদি ফসল চাষ বেশি লাভজনক হওয়ায় চাষিরা এসব ফসলের দিকে ঝুঁকছেন। ফলে হ্রাস পাচ্ছে গম চাষের জমি। শুধু খাদ্যশস্য (চাল, গম) নয়, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়েছে অন্যান্য খাদ্যপণ্য যেমন– ডাল, ভোজ্যতেল, দুধ, চিনি, ফল, পেঁয়াজ, রসুন, কাঁচা মরিচ, আদা ইত্যাদি। চাহিদার তুলনায় এগুলোর উৎপাদন অনেক কম। প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক, বছরে ২৫-২৬ লাখ টন ডালের চাহিদার বিপরীতে উৎপাদন ৮-৯ লাখ টন। বছরে চিনির ১৪-১৫ লাখ টন চাহিদার বিপরীতে উৎপাদন কম-বেশি ১ লাখ টন। পেঁয়াজের বার্ষিক ২২ লাখ টন। চাহিদার বিপরীতে উৎপাদন কমবেশি ১৯ লাখ টন। বছরে ৩ থেকে সাড়ে ৩ লাখ টন আদার চাহিদার বিপরীতে উৎপাদনের পরিমাণ কমবেশি ২ থেকে আড়াই লাখ টন। খাদ্য লভ্যতার অন্য উৎসটি হলো আমদানি। চাহিদার তুলনায় অভ্যন্তরীণ উৎপাদন কম হওয়ায় বাংলাদেশকে খাদ্যশস্যসহ (ধান, গম) বিভিন্ন খাদ্যপণ্য আমদানি করতে হয়। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সূত্রের বরাত দিয়ে বণিক-বার্তার ৫ সেপ্টেম্বরের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২০-২১, ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ অর্থবছরে যথাক্রমে ১৩ লাখ ৫৯ হাজার, ৯ লাখ ৮৭ হাজার এবং ১০ লাখ ৫৫ হাজার টন চাল আমদানি করতে হয়। গত মৌসুমে বোরোর আশানুরূপ উৎপাদন এবং চলতি আমন মৌসুমে ভালো ফলনের আশায় ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চাল আমদানি না করার সরকারি সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে এ অর্থবছরে এখন পর্যন্ত কোনো চাল আমদানি করা হয়নি। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর আশা করছে, এবার আমন উৎপাদন দাঁড়াবে ১ কোটি ৭৫ লাখ টনে, যা লক্ষ্যমাত্রার (১ কোটি ৭২ লাখ টন) চেয়ে ৩ লাখ টন বেশি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) প্রকাশিতব্য হিসাবে জানা যাবে এ বছর আমন উৎপাদনের প্রকৃত পরিমাণ। তবে অতীতের উদাহরণ থেকে অনেকটা জোর দিয়ে বলা যায়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হিসাবের সঙ্গে বিবিএসের হিসাবের তারতম্য ঘটবে। অর্থাৎ বিবিএসের হিসাবে আমনের উৎপাদন হ্রাস পাবে। দেশে গমের চাহিদার (কমবেশি ৭০ লাখ টন) প্রায় ৮৫ শতাংশ আমদানির মাধ্যমে মেটাতে হচ্ছে। এদিকে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর আন্তর্জাতিক বাজারে গমের দামের যে ঊর্ধ্বগতি দেখা দেয়, তা ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলেছে। মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার মান কমবেশি ২৫ শতাংশ হ্রাস পাওয়ায় দেশে গমের দামে উল্লম্ফন ঘটেছে। ২০২১ সালের প্রথমদিকে বাজারে এক কেজি আটার দাম ছিল ৩০-৩২ টাকা, যা এখন বিক্রি হচ্ছে ৬০ টাকার বেশি। খাদ্যশস্য ছাড়া অন্যান্য খাদ্যপণ্য যেমন– ডাল, ভোজ্যতেল, দুধ, চিনি, ফল, পেঁয়াজ, রসুন, কাঁচামরিচ, আদা ইত্যাদি চাহিদার বড় অংশটি মেটাতে হয় আমদানির মাধ্যমে। মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার বড় ধরনের অবমূল্যায়নের কারণে দেশের বাজারে পেঁয়াজ, রসুন, আলু, আদা ইত্যাদির দাম বেড়েছে দুই থেকে তিনগুণ। খাদ্যের লভ্যতা খাদ্য নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন ব্যক্তি ও পরিবার পর্যায়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যপ্রাপ্তির ক্ষমতা এবং এ জন্য যা দরকার তা হলো খাদ্য কেনার সামর্থ্য। সর্বশেষ জনশুমারি অনুযায়ী, মোট জনসংখ্যার ১৮ দশমিক ৭ শতাংশ অর্থাৎ ১৭ কোটি মানুষের মধ্যে প্রায় সোয়া ৩ কোটি দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। আইএলও-এর এক রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২২ সালে বাংলাদেশে প্রকৃত মজুরি প্রবৃদ্ধির হার ছিল ঋণাত্মক। চলতি অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির ঊর্ধ্বগতিতে (অক্টোবরে সার্বিক মূল্যস্ফীতি ৯.৯৩ শতাংশ এবং খাদ্য মূল্যস্ফীতি ১২.৫৬ শতাংশ) প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধির সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। দ্য স্টেট অব ফুড সিকিউরিটি অ্যান্ড নিউট্রিশন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ২০২৩ মোতাবেক, ২০২০ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে বাংলাদেশে মাঝারি থেকে তীব্র খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ছিল ৫ কোটি ২৭ লাখ মানুষ। ২০১৪ থেকে ২০১৬ সালে এর সংখ্যা ছিল ৫ কোটি ৯ লাখ। অর্থাৎ দেশে তীব্র থেকে মাঝারি খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় থাকা মানুষের সংখ্যা ২০১৬ সালের পর গত ছয় বছরে প্রায় ১৮ লাখ বেড়েছে। এসব মানুষ প্রয়োজনীয় খাদ্যপ্রাপ্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এটিকে দেশে খাদ্য নিরাপত্তার আরেকটি চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা হয়েছে বিআইডিএসের ওই সম্মেলনে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বা অন্য কোনো কারণে নিকট ভবিষ্যতে দেশে সম্ভাব্য খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা বা ‘দুর্ভিক্ষ’ দেখা দেওয়ার বিষয়গুলো দক্ষতার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। গ্রহণ করতে হবে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রম। স্বল্পমেয়াদি কার্যক্রমের অংশ হিসাবে আমাদের প্রথমে আসন্ন বোরো মৌসুমে এ যাবৎকালের সর্বোচ্চ পরিমাণ ফলন নিশ্চিত করার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। কারণ, দেশের প্রধান খাদ্য চালের সর্বোচ্চ জোগান (৫৫ শতাংশ) দেয় বোরো। তাই দৃষ্টি রাখতে হবে মনুষ্যসৃষ্ট কোনো সংকট যেন বোরো আবাদে সমস্যা সৃষ্টি করতে না পারে। দুই. জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আগামী দিনে আবহাওয়া-সহনশীল জাতের গম চাষে জোর দিতে হবে। দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে শীতের দীর্ঘতা ও তীব্রতা বেশি হওয়ায় ওই অঞ্চলে গম আবাদে জোর দিতে হবে। ব্লাস্ট ও অন্যান্য রোগে গমের উৎপাদন যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। তিন. জরুরি ভিত্তিতে একটি জরিপের মাধ্যমে নির্ধারণ করতে হবে আগামী মার্চ ও এপ্রিলে কী পরিমাণ চাল আমদানি প্রয়োজন হতে পারে। তদনুযায়ী চাল আমদানির পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। গম আমদানিতেও অনুরূপ পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রমের মধ্যে-১. জমি স্বল্পতার কারণে আমাদের চাল ও অন্যান্য খাদ্যপণ্যের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ওপর জোর দিতে হবে; ২. চালসহ কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে কৃষিজমি অকৃষি খাতে চলে যাওয়া যথাসম্ভব বন্ধ করতে হবে; ৩. চালসহ কৃষিপণ্যের উৎপাদন বাড়াতে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে কৃষি খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। সেই সঙ্গে খাদ্যের উৎপাদন ও চাহিদার মাঝে সমন্বয় সাধন করতে হবে। **লেখক : সাবেক কর কমিশনার ও প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান- ন্যাশনাল এফএফ ফাউন্ডেশন**

এটিকে দেশে খাদ্য নিরাপত্তার আরেকটি চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা হয়েছে বিআইডিএসের ওই সম্মেলনে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বা অন্য কোনো কারণে নিকট ভবিষ্যতে দেশে সম্ভাব্য খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা বা ‘দুর্ভিক্ষ’ দেখা দেওয়ার বিষয়গুলো দক্ষতার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। গ্রহণ করতে হবে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রম। স্বল্পমেয়াদি কার্যক্রমের অংশ হিসাবে আমাদের প্রথমে আসন্ন বোরো মৌসুমে এ যাবৎকালের সর্বোচ্চ পরিমাণ ফলন নিশ্চিত করার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। কারণ, দেশের প্রধান খাদ্য চালের সর্বোচ্চ জোগান (৫৫ শতাংশ) দেয় বোরো। তাই দৃষ্টি রাখতে হবে মনুষ্যসৃষ্ট কোনো সংকট যেন বোরো আবাদে সমস্যা সৃষ্টি করতে না পারে। দুই. জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আগামী দিনে আবহাওয়া-সহনশীল জাতের গম চাষে জোর দিতে হবে

বিদ্যুৎ সংকটের সমাধান কোন পথে

রেজাউল করিম খোকন

বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য শক্তির অমিত সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু কীভাবে এটাকে কাজে লাগানো সম্ভব? নবায়নযোগ্য শক্তিই আদিকাল থেকে ব্যবহৃত জ্বালানি এবং মূল জ্বালানি। বরং জীবাশ্ম জ্বালানি ক্ষণিকের ও বিকল্প জ্বালানি। বিশ্বব্যাপী ও দেশে জীবাশ্ম জ্বালানি ফুরিয়ে যাচ্ছে। সবুজ ও জলবায়ু সহিষ্ণুতাকে আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনার কেন্দ্রে স্থান দিতে হবে। কয়লা ও এলএনজি আমদানি হ্রাস করতে হবে এবং এসব জ্বালানিভিত্তিক প্রকল্প থেকে সরে আসতে হবে। বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের সঙ্গে জড়িত প্রতিষ্ঠানসমূহকে পুনর্বিন্যাস করে নবায়নযোগ্য শক্তিমুখী করতে হবে। নবায়নযোগ্য শক্তি প্রসারে ইডকল, বিভিন্ন দেশের, বিশেষ করে প্রতিবেশী দেশগুলোর অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে হবে। জনগণকে নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করার জন্য নেট মিটারিং, ফিড-ইন-ট্যারিফ ও কার্বন ক্রেডিটের মতো প্রণোদনা দিতে হবে। সর্বোপরি জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে উত্তরণের একটি সময়সূচি নির্ধারণ করতে হবে এবং বছরওয়ারি জীবাশ্ম জ্বালানিনির্ভরতা হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। এ জন্য বাংলাদেশের নবায়নযোগ্য শক্তির সম্ভাবনাগুলোর একটি বাস্তবভিত্তিক প্রাক্কলন দাঁড় করাতে হবে এবং তার ভিত্তিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে। জীবাশ্ম জ্বালানির পৃষ্ঠপোষক, ধারক ও বাহকদের রাহুমুক্ত হয়ে ওপরের কাজগুলো করা কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। আমাদের জাতীয় অস্তিত্বের স্বার্থেই তা করতে হবে। টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (স্রেডা) তৈরি ‘ন্যাশনাল সোলার এনার্জি রোডম্যাপ ২০২১-৪১’ অনুযায়ী, ২০৪১ সালের মধ্যে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে ২০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে বাংলাদেশ। স্রেডার মতে, নদীতীরবর্তী এবং পরিত্যক্ত জমির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে সৌরবিদ্যুতের সক্ষমতা ৩০ হাজার মেগাওয়াটেও উন্নীত করার বাস্তবতা রয়েছে। টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা) ও ইউএনডিপির তত্ত্বাবধানে তৈরি ‘ন্যাশনাল সোলার এনার্জি রোডম্যাপ ২০২১-৪১’-এর মতে, জমির স্বল্পতা সত্ত্বেও সৌর বিদ্যুতায়নের মধ্যমানের কৌশলে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশে ২০ হাজার মেগাওয়াট সবুজ বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। অন্যদিকে নদী অববাহিকা উন্নয়নের ৫ শতাংশ ভূমি, শিল্পাঞ্চলের রুফটপসহ অপরাপর অব্যবহৃত ভূমি নিয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের সৌর মডেলে এই সক্ষমতা ৩০ হাজার মেগাওয়াটে পৌঁছানো সম্ভব। জ্বালানি আমদানির নির্ভরতা থেকে বেরোতে হলে সরকারকে ‘ন্যাশনাল সোলার এনার্জি রোডম্যাপ ২০২১-৪১’কে আলোতে আনতে হবে। এবং তা দুর্নীতিমুক্তভাবে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে। বিদ্যুতের মাস্টারপ্ল্যান পিএসএমপি-২০১৬-এর মতে, ২০২১ সালের মধ্যেই নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ মোট সক্ষমতার অন্তত ১০ শতাংশ হওয়ার কথা ছিল। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এসডিজি-৭ মতে, স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মোট ব্যবহৃত বিদ্যুতের ১২ শতাংশ নবায়নযোগ্য করার শর্ত আছে। বাংলাদেশ এলডিসি উত্তরণের প্রার্থী বিধায় নিম্নমধ্য আয়ের দেশের ব্যবহৃত বিদ্যুতের ১৭ শতাংশ নবায়নযোগ্য রাখার শর্তটাই মানা সুবিবেচনাপ্রসূত। সৌরবিদ্যুতের প্রসঙ্গ উঠলেই জমির স্বল্পতার আলাপ উঠিয়ে আধুনিক বিশ্বের উদ্ভাবনী ইউজ কেইসগুলোকে গুরুত্বহীন করা হয়। বাংলাদেশের সৌর দীপনক্ষমতা বৈশ্বিক গড় মানের চেয়ে বেশ ভালো। ইএসএমএপি অনুসারে, দেশের বাৎসরিক ফটোভোল্টায়িক সৌরশক্তিমান ১ হাজার ৪০০ কিলোওয়াট পাওয়ারের বেশি। ভাসানচর, চরফ্যাশন, ভোলা, মনপুরা, বরিশাল, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিচ্ছিন্ন দ্বীপগুলোতে খরুচে সঞ্চালনের বিকল্প হিসেবে সৌর-বায়ুবিদ্যুতের সমন্বয়ে নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন ও কমিউনিটি গ্রিডের টেকসই ও সাশ্রয়ী মডেল দ্বারা করানো সম্ভব। এ অঞ্চলে সৌর এবং বায়ুশক্তির পটেনশিয়াল দেশের অপরাপর অঞ্চলের চেয়ে ভালো প্রমাণিত। স্থানীয়ভাবে বিতরণকৃত বিকেন্দ্রীভূত সরবরাহের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত একটি জ্বালানিব্যবস্থা জলবায়ু পরিবর্তনের ঘনঘন ঝুঁকি ও ধাক্কার বিপরীতে অনেক বেশি অনুকূল এবং স্থিতিশীল। সৌরবিদ্যুতের জমি সমস্যার বিষয়টি সত্য, তবে বিকল্প সমাধান আছে বিধায় সেগুলোকে কাজে লাগানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা অনুপস্থিত। সৌরশক্তির স্টোরেজ সক্ষমতা বাড়াতে মানসম্পন্ন সাশ্রয়ী স্থানীয় ব্যাটারি উৎপাদন ও আমদানি নিশ্চিত করা চাই, দরকার উচ্চমান ও সাশ্রয়ী সোলার-প্যানেল, কনভারটার ও ডিসি সামগ্রীর নিশ্চয়তা। ভবিষ্যতে মাঝারি ও বৃহৎ পরিসরের বিদ্যুৎ স্টোরেজ নিয়েও ভাবতে হবে। লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারিই একমাত্র সৌর-স্টোরেজ বিকল্প নয়, আছে ফ্লো-ব্যাটারি, আয়ন-সল্ট-ওয়াটার ব্যাটারি, গ্রাভিটি স্টোরেজ ইত্যাদি। আছে ইলেকট্রোলাইসিসভিত্তিক হাইড্রোজেন সঞ্চয় ও পরিবহন বিকল্প। সবুজ বিদ্যুৎ মিক্সে সৌর-বায়ু বর্জ্য হাইড্রোজেন জলবিদ্যুৎ ইত্যাদি কতটুকু থাকবে, তার আগাম রোডম্যাপ দরকার। ভবিষ্যৎ জ্বালানিনিরাপত্তার সমাধানে একদিকে মেধাবী ও দূরদর্শী, অন্যদিকে স্বচ্ছ সাশ্রয়ী এবং পরিবেশগত দায়বদ্ধ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন দরকার। বিদ্যুৎ বিতরণকারী ডেসা-ডেসকো-পল্লী বিদ্যুৎ এসব কোম্পানিকে সৌরবিদ্যুৎ বিক্রির অনুমতি ও অবকাঠামো সেবা দিতে হবে, বিপরীতে তারা কমিশন পাবে। ব্যক্তি নিজস্ব বিনিয়োগে উৎপাদিত সৌরবিদ্যুৎ স্টোর করবেন, অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিক্রি করবেন। এজন্য বিতরণব্যবস্থাকে স্মার্ট করতে হবে। প্রত্যন্ত অঞ্চল ও দ্বীপ এলাকায় খরুচে সঞ্চালন প্রকল্পে বিদ্যুৎ না নিয়ে বরং সেখানে নবায়নযোগ্য সৌর ও বায়ুবিদ্যুৎ উৎপাদনে অগ্রাধিকার ও প্রণোদনা দরকার। দরকার ব্যক্তি বিনিয়োগে উৎপাদিত বিদ্যুৎ বিক্রির উপযোগী কমিউনিটি গ্রিড। ক্ষুদ্র-মাঝারি সৌর বিনিয়োগের ব্যাংকঋণের মডেল দরকার, দরকার ব্যাটারি রিসাইকেল ব্যবস্থাকে পরিবেশবান্ধব করা। সবুজ বিদ্যুৎ বাড়লে, তেল-গ্যাসের চাহিদা কমে ডলার সাশ্রয়ও হবে। ভূমির স্বল্পতার বাংলাদেশে মানসম্পন্ন স্টোরেজসহ শহুরে ও গ্রামীণ ‘সোলার হোমের’ ব্যাপক বিকাশ দরকার। কেউ কেউ হাইড্রোজেন জ্বালানির রোডম্যাপের কথা বলছে। বস্তুত হাইড্রোজেন বিদ্যুৎ উৎপাদন একদিকে খুব বেশি খরুচে, অন্যদিকে এ জন্য দরকার নতুন উৎপাদন, ট্রান্সপোর্টেশন, বিতরণ, এমনকি ব্যবহারেরও সম্পূর্ণ নতুন অবকাঠামো। উপজাত হিসেবে উৎপন্ন তাপীয় শক্তির ব্যবহারের সমন্বিত ইকোসিস্টেমও দরকার। ইকোসিস্টেম তৈরি না করলে বাংলাদেশের দুর্নীতিপ্রবণ খরচের মডেলে হাইড্রোজেন হয়ে উঠবে অসম্ভব অবাস্তব। মূলত হাইড্রোজেন জ্বালানি বাংলাদেশের বর্তমান জ্বালানিসংকটের সমাধান নয়, হ্যাঁ এটা ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা। বিশ্ব সৌর-বায়ু বিদ্যুতের পাশাপাশি হাইড্রোজেন জ্বালানিতে যাচ্ছে। মূলত, উদ্বৃত্ত অতিরিক্ত সবুজ বিদ্যুৎ ব্যবহার করেই হাইড্রোজেন তৈরি করা হচ্ছে। জাতীয় কিংবা আঞ্চলিক গ্রিড চাহিদার অতিরিক্ত সৌরবিদ্যুৎ কিংবা বায়ুবিদ্যুৎ কিংবা বায়োমাসসহ অপরাপর নন-নিউক্লিয়ার সবুজ বিদ্যুৎ দিয়ে হাইড্রোজেন তৈরি হচ্ছে। সরবরাহকৃত সবুজ বিদ্যুতের তুলনায় চাহিদা কম– এসব ক্ষেত্রে দেশগুলো তাদের ব্যবহারের বাইরের অতিরিক্ত সবুজ বিদ্যুৎ দিয়ে ইলেকট্রোলাইসিস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পানি থেকে হাইড্রোজেন তৈরি করে, সেটা স্টোর করে, দরকারে ভিন্ন জায়গায় পরিবহন করে। জার্মানি এ প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত বিপুল তাপশক্তি অন্য কাজে ব্যবহার করে। দরকারমতো সময়ে ও স্থানে বিপরীত ইলেকট্রোলাইসিস প্রক্রিয়ায় পানির তৈরি মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন। অর্থাৎ প্রযুক্তির কৌশলে বিদ্যুৎকেও দেশ থেকে মহাদেশে পরিবহন সম্ভব। কিন্তু যেখানে সবুজ বিদ্যুৎ নেই, সেখানে বিদেশ থেকে হাইড্রোজেন আমদানি করে– সঞ্চালন, বিতরণ ও ব্যবহার অবকাঠামো তৈরির পর সেটা ব্যবহার করাটা দুর্নীতির খোয়াব হতে পারে। ইলেকট্রোলাইসিস পুরনো প্রযুক্তি। কিন্তু এতে উৎপাদিত বিদ্যুতের দামের তুলনায় অনেক বেশি খরচ হয় বলে প্রযুক্তিটি বাণিজ্যিকভাবে বিকশিত হয়নি। তবে যেহেতু সৌরবিদ্যুৎ, বায়ুবিদ্যুৎ ল্যান্ডফিল বা বায়োমাস জাত বিদ্যুৎ সস্তা হয়ে আসছে, তাই হাইড্রোজেন জ্বালানির ধারাও বিকশিত হচ্ছে। হাইড্রোজেন জ্বালানির ‘এনার্জি ইকোসিস্টেম’ শুধু বিদ্যুতে সীমাবদ্ধ নয়। উপজাত তাপশক্তির ব্যবহার এবং নবায়নযোগ্য হাইড্রোজেনের সাপ্লাই চেইনগুলোকেও এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। যেমন– নবায়নযোগ্য হাইড্রোজেন ও অ্যামোনিয়া শিল্প। ইউরোপীয় দেশগুলোতে বিপুল পরিমাণ বায়ুবিদ্যুতের উদ্বৃত্ত আছে, পশ্চিম আফ্রিকা মধ্যপ্রাচ্যে, যুক্তরাষ্ট্রে বিপুল সৌরবিদ্যুতের উদ্বৃত্ত রয়েছে। বায়োমাস পটেনশিয়ালও রয়েছে। উদ্বৃত্ত সবুজ বিদ্যুৎ দিয়েই আগামীদিনে হাইড্রোজেন জ্বালানির রোডম্যাপ তৈরি হচ্ছে। যেহেতু বাংলাদেশের সবুজ বিদ্যুৎ উৎপাদনের হার, মোট জাতীয় উৎপাদনের মাত্র ৪ শতাংশ সেক্ষেত্রে বাংলাদেশে হাইড্রোজেন জ্বালানি আমদানিভিত্তিক কোনো রোডম্যাপ আদৌ বাণিজ্যিকভাবে ফিজিবল কিনা সেটা একটা প্রশ্ন। জলবায়ু পরিবর্তনের বাস্তবতায় জীবাশ্ম জ্বালানির বিকল্প খুঁজতে হবে। বিশ্বের বড় দেশগুলো সেটিই করছে। **[লেখক : অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংকার]**

দরকারমতো সময়ে ও স্থানে বিপরীত ইলেকট্রোলাইসিস প্রক্রিয়ায় পানির তৈরি মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন। অর্থাৎ প্রযুক্তির কৌশলে বিদ্যুৎকেও দেশ থেকে মহাদেশে পরিবহন সম্ভব। কিন্তু যেখানে সবুজ বিদ্যুৎ নেই, সেখানে বিদেশ থেকে হাইড্রোজেন আমদানি করে– সঞ্চালন, বিতরণ ও ব্যবহার অবকাঠামো তৈরির পর সেটা ব্যবহার করাটা দুর্নীতির খোয়াব হতে পারে। ইলেকট্রোলাইসিস পুরনো প্রযুক্তি। কিন্তু এতে উৎপাদিত বিদ্যুতের দামের তুলনায় অনেক বেশি খরচ হয় বলে প্রযুক্তিটি বাণিজ্যিকভাবে বিকশিত হয়নি। তবে যেহেতু সৌরবিদ্যুৎ, বায়ুবিদ্যুৎ ল্যান্ডফিল বা বায়োমাস জাত বিদ্যুৎ সস্তা হয়ে আসছে, তাই হাইড্রোজেন জ্বালানির ধারাও বিকশিত হচ্ছে। হাইড্রোজেন জ্বালানির ‘এনার্জি ইকোসিস্টেম’ শুধু বিদ্যুতে সীমাবদ্ধ নয়

যুক্তরাষ্ট্রের গবেষণাকেন্দ্র থেকে পালাল ৪৩ বানর

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের পুলিশ রিসাস ম্যাকাক প্রজাতির ৪৩টি বানরের সন্ধান করছে। বানরগুলো দক্ষিণ ক্যারোলিনার একটি গবেষণাকেন্দ্র থেকে পালিয়ে যায়। বানরগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা একজন খাঁচার দরজা খোলা রেখে দিলে তারা পালিয়ে যায়। আলফা জেনেসিস নামে একটি সংস্থা চিকিৎসাসংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং বিভিন্ন গবেষণার কাজে বানরসহ বিভিন্ন প্রাণী লালনপালন করে থাকে। এই সংস্থাটিই বানরগুলোকে তত্ত্বাবধান করত। এই ঘটনার পর কর্তৃপক্ষ বাসিন্দাদের তাদের দরজা-জানালা বন্ধ রাখতে বলেছে এবং কোনো বানর চোখে পড়লে অবিলম্বে জানানোর জন্য বলা হয়েছে। ইয়েমাসি পুলিশ ডিপার্টমেন্টের মতে, পালিয়ে যাওয়া বানরগুলো অল্পবয়সী নারী, যার প্রতিটির ওজন প্রায় ৭ পাউন্ড (৩.২ কেজি)। তবে পুলিশ গত বৃহস্পতিবার বলেছে, সংস্থাটি ইতিমধ্যে বানরের দলটিকে শনাক্ত করতে পেরেছে এবং তাদের খাবারের লোভ দেখানোর চেষ্টা চলছে। পুলিশ আরো জানিয়েছে, 'অনুগ্রহ করে কোনো অবস্থাতেই এই প্রাণীদের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করবেন না। এলাকায় ফাঁদ স্থাপন করা হয়েছে এবং পুলিশ ঘটনাস্থলে প্রাণীদের সনাক্ত করার জন্য থার্মাল ইমেজিং ক্যামেরা ব্যবহার করছে'। পুলিশ আরো জানিয়েছে, গবেষণা সংস্থা তাদের বলেছে, আকারে ছোট হওয়ায় বানরগুলোর ওপর এখনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়নি। খুব কম বয়সী হওয়ায় রোগজীবাণু ছড়ানোর মতো সক্ষমতা নেই বানরগুলোর। আলফা জেনেসিসের সিইও গ্রেগ ওয়েস্টারগার্ড বলেছেন, বানগুলোর পালিয়ে যাওয়ার ঘটনাটি 'হতাশাজনক'। তিনি বিবিসির ইউএস পার্টনার নেটওয়ার্ক সিবিএস নিউজকে বলেছেন, তিনি আশা করছেন বানরগুলো তাদের খাঁচায় ফিরে আসবে। আলফা জেনেসিসের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা গ্রেগ ওয়েস্টারগার্ড বলেছেন, খাঁচায় ৫০টি বানর ছিল। এর মধ্যে ৪৩টি পালিয়েছে এবং ৭টি থেকে গেছে। এ কর্মকর্তার বক্তব্য অনুযায়ী, বানরগুলো গত বুধবার পালিয়েছে সাউথ ক্যারোলাইনাভিত্তিক সংবাদপত্র দ্য পোস্ট এবং কুরিয়ারের তথ্য বলছে, গবেষণাকেন্দ্র থেকে বানর পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা এটাই প্রথম নয়। ২০১৬ সালেও ১৯টি বানর পালিয়ে যায়। প্রায় ছয় ঘণ্টা পর তাদের ফিরিয়ে আনা হয়। এর দুই বছর আগে প্রাইমেট বর্গের ২৬টি প্রাণী গবেষণাগার থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। এই বছরের শুরুতে স্কটল্যান্ডের একটি চিড়িয়াখানা থেকে হোনশু নামে একটি জাপানি ম্যাকাক পালিয়ে যায়। পাঁচ দিনেরও বেশি সময় পর তাকে একটি ড্রোনের মাধ্যমে সনাক্ত করা হয়েছিল। সূত্রঃ বিবিসি

দক্ষিণ কোরিয়ায় নৌকা ডুবে ১২ জন নিখোঁজ, নিহত ২

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : দক্ষিণ কোরিয়ায় একটি মাছ ধরার নৌকা ডুবে ১২ জন নিখোঁজ হয়েছেন। এ ছাড়া এ ঘটনায় আরো দুইজনের মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় সময় গতকাল শুক্রবার দেশটির জেজু দ্বীপের উপকূলে নৌকাটি ডুবে যায় বলে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। কাছাকাছি মাছ ধরার জাহাজগুলো ১৫ জন ক্রু সদস্যকে পানি থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হলেও দুইজনকে তীরে আনার পর মৃত ঘোষণা করা হয়। জেজুর উপকূলরক্ষী কর্মকর্তা কিম হান-না বলেছেন, অন্য ১৩ জন নিরাপদে আছেন। তিনি আরো বলেন, ২৭ জন ক্রু সদস্যের মধ্যে ১৬ জন দক্ষিণ কোরিয়ার নাগরিক এবং ১১ জন বিদেশি নাগরিক ছিলেন। মাছ ধরার জন্য নৌকাটি গত বৃহস্পতিবার জেজুরের সেওগউইপো বন্দর থেকে ছেড়ে গিয়েছিল। দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট ইউন সুক ইওল নিখোঁজ ক্রু সদস্যদের খুঁজে বের করতে এবং উদ্ধারের জন্য কর্মকর্তাদের আহ্বান জানিয়েছেন বলে তার কার্যালয় জানিয়েছে।

পাকিস্তানে সন্ত্রাসী হামলায় ৪ সেনা, ২ স্কুলছাত্র নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে পৃথক সন্ত্রাসী হামলায় চারজন সেনা সদস্য ও দুইজন স্কুলছাত্র নিহত হয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে এই ঘটনা ঘটে। পুলিশ কর্মকর্তা দিলাওয়ার খান জানান, এদিন দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে নিরাপত্তা বাহিনীর গাড়ি লক্ষ্য করে রাস্তার পাশে পুতে রাখা বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। এতে চার সেনা সদস্য নিহত ও পাঁচজন আহত হন। পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, বিস্ফোরণের পর নিরাপত্তা বাহিনীর পাল্টা অভিযানে পাঁচজন 'খারেজি' নিহত হয়েছে। সামরিক বাহিনী পাকিস্তানি তালেবানকে খারেজি হিসেবে উল্লেখ করে থাকে। তবে এখন পর্যন্ত কোনো গোষ্ঠী এ হামলার দায় স্বীকার করেনি। যদিও ধারণা করা হচ্ছে, তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি) এই হামলার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে। ২০২১ সালে আফগানিস্তানে তালেবান ক্ষমতায় আসার পর থেকে পাকিস্তানে টিটিপির হামলা বেড়েছে। পাকিস্তানি প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ সেনা সদস্যদের মৃত্যুর ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং সন্ত্রাস দমনে পাকিস্তানের যুদ্ধ চলমান থাকবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এদিকে, একই দিনে খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের তিরাহ উপত্যকায় একটি মর্টার শেল বিস্ফোরণে দুজন স্কুলছাত্র নিহত হয়েছেন। স্থানীয় পুলিশের তথ্যমতে, তারা পায়ে হেঁটে স্কুলে যাওয়ার সময় মর্টারের আঘাতে প্রাণ হারান। উল্লেখ্য, পাকিস্তানি তালেবান বহু বছর ধরে সরকারের পতন ঘটিয়ে কঠোর ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পাকিস্তান ও তার নিরাপত্তা বাহিনীকে লক্ষ্য করে হামলা চালিয়ে আসছে। গত বছর সরকারের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি ভেঙে ফেলার পর থেকে টিটিপি হামলার মাত্রা আরও বাড়িয়েছে।

পাকিস্তান প্রায়ই অভিযোগ করে থাকে, আফগানিস্তানের সীমান্ত পেরিয়ে সন্ত্রাসীরা পাকিস্তানে হামলা চালাচ্ছে। কিন্তু কাবুলের শাসকরা তাদের নির্মূল করতে ব্যর্থ হয়েছেন। গত মাসে পাকিস্তানের একটি নিরাপত্তা চৌকিতে হামলায় ১০ জন পুলিশ সদস্য নিহত হন। সেই হামলার দায় স্বীকার করে টিটিপি।

অস্ট্রেলিয়ায় ১৬ বছরের কম বয়সীদের জন্য নিষিদ্ধ হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : অস্ট্রেলিয়ায় ১৬ বছরের কম বয়সী সব শিশুর জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম নিষিদ্ধের পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন। প্রস্তাবিত আইনটির বেশিরভাগ বিবরণ এখনো পরিষ্কার করা হয়নি। স্থানীয় সময় গত বৃহস্পতিবার দেশটির প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি অ্যালবানিজ এ ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলোতে শিশুদের প্রবেশ রোধে তারা যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপও নিচ্ছে। আইনের অধীনে, সামাজিক মাধ্যম সংস্থাগুলো ছোট বাচ্চাদের তাদের প্ল্যাটফর্মে অ্যাক্সেস করার অনুমতি দিলে অস্ট্রেলিয়া সরকার বড় জরিমানাও করতে পারবে। তবে আইন উপেক্ষা করা ব্যবহারকারী বা ব্যবহারকারীদের বাবা-মায়ের জন্য কোনো জরিমানা করা হবে না। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী বলেন, সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের বাচ্চাদের ক্ষতি করছে। আমি হাজার হাজার বাবা-মা, দাদা-দাদি, চাচা-চাচীর সঙ্গে কথা বলেছি। তারা আমার মতো অনলাইনে আমাদের বাচ্চাদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন। আমি অস্ট্রেলিয়ান বাবা-মা এবং পরিবারকে জানাতে চাই, সরকার আপনার পেছনে রয়েছে। সরকার বলছে, প্রস্তাবিত আইনে বাবা-মা তাদের শিশু সন্তানদের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারে সম্মতি দিলে তাদেও 'ছাড় দেওয়া হবে না'। অস্ট্রেলিয়ার যোগাযোগমন্ত্রী মিশেল রোল্যান্ড সাংবাদিকদের বলেছেন, 'কীভাবে এই ধরনের নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা যায়, সে সম্পর্কে সোশ্যাল মিডিয়া সংস্থাগুলোর সঙ্গে পরামর্শ করা হয়েছে।' যোগাযোগমন্ত্রী ইনস্টাগ্রাম, টিকটক, ফেসবুক, এক্স এবং ইউটিউবকে-সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম হিসাবে উল্লেখ করেছেন। সিবিএস নিউজ অস্ট্রেলিয়া সরকারের পরিকল্পনা সম্পর্কে পাঁচটি সোশ্যাল মিডিয়া সংস্থার কাছ থেকে মন্তব্য চেয়েছে। ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামের মূল প্রতিষ্ঠান মেটা এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, প্রতিষ্ঠানটি এরই মধ্যে তাদের সেবায় কিশোর-কিশোরীদের জন্য বেশ কিছু সেফটি টুল তৈরি করেছে।

মেক্সিকোতে পরিত্যক্ত পিকআপ ভ্যানের মধ্যে মিলল ১১ জনের লাশ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মেক্সিকোতে একটি গাড়ির ভেতরে দুই শিশুসহ ১১ জনের মরদেহ পাওয়া গেছে। গত বৃহস্পতিবার উত্তর আমেরিকার দেশ দক্ষিণ মেক্সিকোর চিলপানসিঙ্গো শহরে এ ঘটনা ঘটেছে বলে বিবিসির প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে। তবে নিহতদের পরিচয় এখনো জানা যায়নি। দেশটির কর্মকর্তারা বলছেন, স্থানীয় সময় গত বুধবার রাতে রাস্তার পাশে একটি পরিত্যক্ত পিকআপ ভ্যানের বিষয়ে পুলিশকে জানানো হয়। এরপর পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই গাড়ির ভেতর থেকে দুই শিশুসহ ১১ জনের লাশ উদ্ধার করে। ঘটনাটি হত্যাকাণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূল চোরাচালান রুটে অবস্থানের কারণে গুয়েরেরো মেক্সিকোর অন্যতম সহিংস রাজ্য। গত বছর রাজ্যে ১৮৯০টি খুনের ঘটনা ঘটেছে। মেক্সিকোতে গত ২ জুনের নির্বাচনের সময় রাজ্যে কমপক্ষে ছয়জন প্রার্থী নিহত হয়েছেন।

মিয়ানমারের রাখাইনে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের পূর্বাভাস

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মিয়ানমারের সরকারি বাহিনী ও শক্তিশালী জাতিগত গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাতে জর্জরিত এবং রোহিঙ্গাদের আবাসস্থল রাখাইন রাজ্য শিগগিরই চরম দুর্ভিক্ষের মুখে পড়তে পারে বলে সতর্ক করেছে জাতিসংঘ। গত বৃহস্পতিবার প্রকাশিত প্রতিবেদনে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) বলেছে, একটি মারাত্মক পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে, যা পশ্চিম রাখাইনকে 'অভূতপূর্ব বিপর্যয়ের কিনারায়' ঠেলে দিয়েছে। মিয়ানমার ও প্রতিবেশী বাংলাদেশ থেকে পণ্য প্রবাহে সীমাবদ্ধতা, বাসিন্দাদের আয়-রোজগারের অভাব, মুদ্রাস্ফীতির উচ্চ হার, খাদ্য উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য হ্রাস এবং প্রয়োজনীয় সেবা ও সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার অভাবের মতো একাধিক পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত সমস্যার কথা বলা হয়েছে ওই প্রতিবেদনে। ইউএনডিপি জানিয়েছে, অত্যন্ত বিপন্ন এই জনসংখ্যা আসন্ন মাসগুলোতে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছাতে পারে। বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ মিয়ানমার বহুদিন ধরেই রোহিঙ্গা মুসলিম সংখ্যালঘুদের বাংলাদেশ থেকে আসা 'বাঙালি' হিসেবে দেখে আসছে। যদিও তাদের পরিবার বহু প্রজন্ম ধরে দেশটিতে বসবাস করছে। ১৯৮২ সাল থেকে প্রায় সবাইকে নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। ২০১৭ সালের আগস্টে মিয়ানমারের নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর রোহিঙ্গা বিদ্রোহীদের একটি গোষ্ঠীর হামলার পর সেনাবাহিনী নির্মম অভিযান শুরু করে তাদের বিরুদ্ধে। এতে অন্তত ৭ লাখ ৪০ হাজার রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যাপক ধর্ষণ, হত্যাকাণ্ড এবং হাজার হাজার ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। ২০২১ সালে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী অং সান সু চির নির্বাচিত সরকারের কাছ থেকে ক্ষমতা দখল করে। এরপর থেকে গণতন্ত্রপন্থি গেরিলা এবং বিভিন্ন জাতিগত সংখ্যালঘু সশস্ত্র গোষ্ঠী সামরিক বাহিনীকে ক্ষমতাচ্যুত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। গত নভেম্বরে মিয়ানমারের কেন্দ্রীয় সরকার থেকে স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আরাকান আর্মি রাখাইনে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করে এবং রাজ্যের অর্ধেকেরও বেশি শহরের নিয়ন্ত্রণ নেয়। রাখাইন জাতিগত সংখ্যালঘু আন্দোলনের শসস্ত্র বাহিনী হিসেবে পরিচিত এই আরাকান আর্মি সামরিক বাহিনীকে উৎখাতের চেষ্টা চালানো সশস্ত্র জাতিগত গোষ্ঠীগুলোর জোটেরও সদস্য। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) তাদের ২০২৩ ও ২০২৪ সালের সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে জানায়, 'রাখাইনের অর্থনীতি কার্যত অচল হয়ে গেছে, যেখানে বাণিজ্য, কৃষি ও নির্মাণের মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলো প্রায় স্থবির অবস্থায় রয়েছে।' ইউএনডিপি জানায়, অবরোধের কারণে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্য রপ্তানি বন্ধ থাকায় মানুষের আয় কমে গেছে এবং একই কারণে কৃষিখাতের চাকরিও হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়া, সিমেন্ট আমদানি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় 'ব্যাপক দাম বেড়েছে' এবং চাকরির প্রধান কর্মস্থল হিসেবে পরিচিত নির্মাণ শিল্পও অচল হয়ে পড়েছে ৃরাখাইন: এক দুর্ভিক্ষের সূত্রপাতৃ শিরোনামের এ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রাখাইন শিগগরিই চরম দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি হতে পারে। পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০২৫ সালের মার্চ-এপ্রিল নাগাদ রাখাইনের অভ্যন্তরীণ খাদ্য উৎপাদন তার চাহিদার মাত্র ২০ শতাংশ পূরণ করতে পারবে। জাতিসংঘ বলছে, বীজ ও সার সংকট, বৈরী আবহাওয়া, আর চাষাবাদ করতে পারছে না আভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত এমন মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং চলমান সংঘাতের কারণে চাল উৎপাদন ব্যাপকভাবে কমে গেছে। পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য প্রায় সম্পূর্ণই স্থবির হয়ে পড়া ২০ লাখেরও বেশি মানুষকে অনাহারের ঝুঁকিতে ফেলবে।

বিনোদন

আসছে জোভান-মেহজাবিনের 'বেস্ট ফ্রেন্ড ২.০'

বিনোদন ডেস্ক : ফারহান আহমেদ জোভান, মেহজাবীন চৌধুরী ও প্রবীর রায় চৌধুরী। নাট্যাঙ্গনে এই তিন জনের মূল পরিচয় কিন্তু 'বেস্ট ফ্রেন্ড' হিসেবে! ব্যক্তিজীবনে তাদের প্রফেশনাল বন্ধুত্ব আছে বটে, তবে তাদের বন্ধুত্বের পরিচিতিটা গড়ে উঠেছে মূলত নাটক বানাতে গিয়ে। আর সেই নাটকটি হলো 'বেস্ট ফ্রেন্ড'। ২০১৮ সালের দিকে জোভান-মেহজাবীনকে জুটি করে প্রবীর বানিয়েছিলেন নাটকটি। তখন তুমুল জনপ্রিয়তা পায় সেটি। এরপর আরও দুটি নাটক বানান একই নামে। যেন প্রবীর গড়ে তোলেন নাটকের একটি সফল ট্রায়ো! তবে মাঝে লম্বা সময় এই নাম নিয়ে সামনে আসতে দেখা যায়নি তাদের। এর মধ্যে মেহজাবীন চৌধুরীও সিনেমা নিয়ে ব্যস্ত হলেন। আশার কথা, লম্বা বিরতির পর ফের এক হলো এই সফল 'বেস্ট ফ্রেন্ড' ট্রায়ো। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান সিএমভি ঘোষণা দিয়েছে এই ত্রয়ীকে এক করার। নিশ্চিত করেছেন প্রযোজক এ সকে সাহেদ আলী পাপ্পুও। এদিকে ফের এক হতে পেরে বেশ খুশি প্রবীর-মেহজাবীন-জোভান। জোভান বলেন, 'অনেক দিন পর এই ট্রায়ো কাজ করবে। ঘোষণার পর থেকে প্রচুর সাড়া পাচ্ছি। আমাদের কাছে দর্শকদের প্রত্যাশা আরও বেড়ে গেছে।' এদিকে মেহজাবীন তাদের এই ট্রায়ো প্রজেক্ট প্রসঙ্গে অনেকটাই বিস্তারিত ও স্মৃতিকাতর। তিনি বলেন, ''আমার মনে হয় 'বেস্ট ফ্রেন্ড' ২০১৮ সালে শুট করা হয়েছিল। এবং এটি ছিল পরিচালক প্রবীর রায় চৌধুরীর সাথে আমার প্রথম কাজ। এই নাটকটি অনেক জনপ্রিয়তা পেয়েছিল, বিশেষ করে 'অভিযোগ' গানের জন্য। পরে এটি 'বেস্ট ফ্রেন্ড' সিরিজে পরিণত হয়েছিল। তাই এটি দর্শকদের মনে জায়গা করে নিয়েছিল।'' এরপর মাঝে লম্বা সময়। এর মধ্যে নাটক থেকেও অনেকটা দূরে সরেছেন মেহজাবীন। তাহলে ফের এক হলো কেমন করে এই ট্রায়ো? জবাবে মেহজাবীন বলেন, 'অনেক দিন ধরে প্রবীর রায় চৌধুরী বলছিলেন যে, আমাদের সেই ত্রয়ী মিলে আবার কিছু করা উচিত। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি ২০২৫ সালের ভালোবাসা দিবসে আবারও একসঙ্গে কাজ করার। আমি আশা করি ২০১৮ এবং পরবর্তী সিরিজের সময় যে ভালোবাসা আমরা পেয়েছিলাম, এবারও সমান ভালোবাসা পাবো।' নির্মাতা প্রবীর রায় চৌধুরী জানান, এবারের গল্পটি আর ১, ২ বা ৩ নম্বর পরিচয়ে থাকছে না। এবারের গল্পটির নাম 'বেস্ট ফ্রেন্ড ২.০'। প্রবীর বলেন, ''বেস্ট ফ্রেন্ড' সিরিজের শেষ গল্প নির্মাণের প্রায় ৪ বছর পর আবারও আমরা এক হচ্ছি। আমাদের লক্ষ্য ২০২৫ সালের ভ্যালেন্টাইন ডে (১৪ ফেব্রুয়ারি)। এবার একেবারে নতুন একটা গল্প। মূলত এই গল্পের অভাবেই মাঝে আমাদের লম্বা সময় গ্যাপ। অবশেষে, এই গল্পটি নিয়ে আমরা সবাই সম্মত হয়েছি। আশা করি, এই কাজটি করে দর্শকদের যে উন্মাদনা রয়েছে 'বেস্ট ফ্রেন্ড' ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রতি, তা পূরণ করবে।'' নির্মাতা জানান, নাটকটির শুটিং হবে মূলত দুই ভাগে।

ঢাকা ফিরছেন বেবী নাজনীন

বিনোদন ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে দীর্ঘ প্রবাস জীবন শেষে ঢাকা ফিরছেন বিনোদন জগতের ব্লাক ডায়মন্ডখ্যাত সংগীতশিল্পী ও বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা বেবী নাজনীন। সূত্রে জানা গেছে, আগামীকাল রোববার সকাল ১০টায় কাতার এয়ারওয়েজের একটি ফ্লাইটে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করবেন তিনি। বিগত ১৬ বছরের আওয়ামী লীগ শাস-নামলে নিজের পেশাগত কাজকর্মে বারবার বিভিন্নভাবে বাধাগ্রস্ত হয় বেবী নাজনীনের সংগীতজীবন। বাংলাদেশ বেতার-টিভি-মঞ্চঃড় কোনো মাধ্যমেই বেবী নাজনীন স্বাচ্ছন্দ্যে কাজ করতে পারেননি। একপর্যায়ে তিনি দেশছাড়তেই বাধ্য হন। তবে আন্তর্জাতিকভাবে প্রবাসী বাংলাদেশিদের কাছে বেবী নাজনীন সবসময়ই সমাদৃত ছিলেন এবং আছেন। ফলে বিদেশের মাটিতে তার কাজকর্মে কোনো বাধা আসেনি। বরং এই সময়ে আমেরিকা, ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্যে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন ব্লাক ডায়মন্ডখ্যাত সংগীতশিল্পী বেবী নাজনীন।

জটিল রোগে আক্রান্ত অভিনেত্রী ফাতিমা সানা

বিনোদন ডেস্ক : কঠিন রোগে আক্রান্ত বলিউড অভিনেত্রী ফাতিমা সানা শেখ। সম্প্রতি নিজেই নিজের এই ব্যাধি নিয়ে মুখ খুলেছেন ফতিমা। জানিয়েছেন, নিজের এই রোগের বিষয়ে তিনি শুরুতে কাউকে জানাননি। তবে এখন মুখ খুলছেন। ফাতিমা সানা শেখ জানিয়েছেন, (এপিলেপসি) অর্থাৎ মৃগী রোগে আক্রান্ত তিনি। নিজের রোগ প্রসঙ্গে অভিনেত্রী বলেন, 'দঙ্গল-এর শুটিংয়ের সময়ই আমার প্রথম মৃগী রোগটি ধরা পড়ে। তবে প্রথমে আমি এটাকে কিছুতেই মানতে পারছিলাম না। আমি স্বীকার করতেই রাজি ছিলাম না যে আমার এই স্নায়বিক ব্যাধি রয়েছে, তাই আমি কোনো ওষুধও খাইনি। খুব ভয়ে ছিলাম যদি লোকজনের সামনে খিঁচুনি শুরু হয়, যেটা কি না এই রোগের অন্যতম একটা লক্ষ্মণ। মৃগী রোগীদের অনেক কলঙ্কের ভাগীদার হতে হয়, লোকেরা মনে করে আপনি হয়তো মাদকাসক্ত, মনোযোগ পেতে চাইছেন, অথবা ভোগ করছেন। অনেকেই এই রোগে আক্রান্তদের এড়িয়ে যেতে চান।' অনেকে মনে করেন, জুতোর গন্ধ শুঁকিয়ে হয়তো আক্রান্ত রোগীর সংজ্ঞা ফেরানো সম্ভব। এক অনুরাগীর এই প্রশ্নে ফাতিমা বলেন, 'এটা একেবারেই প্রচলিত ধারণা। তবে আমার ওপর একবার পরিবারের লোকেরা এই টোটকা প্রয়োগ করেছিলেন। বিশ্বাস করুন, কখনো কারো সঙ্গে এমন করবেন না।' যদিও নিজের এই অসুস্থতার পর থেকে যেকোনো সিনেমার অনুষ্ঠান বা পার্টিতে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন অভিনেত্রী। তার কথায়, 'এটা সপ্তাহে অন্তত দুইবার হয়। তখন চোখের সামনে আলো হয়ে যায়। মস্তিষ্কে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন আসে, যা শরীরের ওপর প্রভাব ফেলে। তাই কোথাও যেতে ভয় লাগে।' শিশুশিল্পী হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করেন ফাতিমা। তার পর 'দঙ্গল' সিনেমার মাধ্যমে বলিউডে তার অভিষেক হয়। একাধিক সিনেমা ও কয়েকটি সিরিজেও কাজ করেছেন ফাতিমা। তবে সবচেয়ে বেশি চর্চা হয় তার ও আমির খানের সম্পর্ক নিয়ে। কিরণ রাও এবং আমিরের বিবাহ-বিচ্ছেদের কারণ হিসেবে অনেকেই আঙুল তোলেন ফাতিমার দিকে। শোনা যায় 'দঙ্গল' সিনেমার সেটেই নাকি একে অপরের কাছে আসেন তারা।

অভিনেতা নীতিন চৌহানের রহস্যজনক মৃত্যু

বিনোদন ডেস্ক : টেলিভিশন অভিনেতা নীতিন চৌহান মারা গেছেন। রিয়েলিটি শো 'দাদাগিরি ২' জিতে আলোচনায় আসা এই অভিনেতা মাত্র ৩৫ বছর বয়সেই পাড়ি জমালেন না ফেরার দেশে। গতকাল শুক্রবার সকালে মুম্বাইয়ে মৃত্যু হয়েছে অভিনেতার। নীতিনের বন্ধু কুলদীপ টাইমস অফ ইন্ডিয়াকে জানান, গতকাল শুক্রবার সকালেই জানতে পারি। ওর বাবা ও বোন আমাকে বিষয়টা ফোন করে জানান। ওরা এই মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলেই উল্লেখ করেছেন। তবে আমি শুনে অবাক। কারণ, আগামী মাসেই দিল্লিতে আসার কথা ছিল নীতিন চৌহানের। আমাদের একসঙ্গে খাটু শ্যামজির মন্দিরে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল।' কুলদীপ আরও জানান, 'আমি নীতিনের জীবনের সঙ্গে জুড়ে রয়েছি। আমাদের অনেক স্মৃতি রয়েছে। আগামী মাসে আমাদের একসঙ্গে রাজস্থান যওয়ার পরিকল্পনাও ছিল।' এদিকে নীতিন চৌহানের মৃত্যতে তার আত্মার শান্তি কামনা করে ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে একটা পোস্ট করেন তার বন্ধু, অভিনেতা সুদীপ সাহির। লেখেন, 'বন্ধু, শান্তিতে বিশ্রাম নিন'। অভিনেতার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন অভিনেত্রী বিভূতি ঠাকুর। তিনিও নিজের ইনস্টাগ্রামে নীতিনের সঙ্গে একটা ছবি শেয়ার করেন এবং লেখেন, 'শান্তিতে বিশ্রাম নিন, আমার প্রিয়। আমি সত্যিই মর্মাহত এবং দুঃখিত। যদি আপনি সমস্ত শক্তি দিয়ে সমস্যা মোকাবিলা করতেন তাহলে ভালো হত।' অভিনেত্রী সায়ন্তী ঘোষও অভিনেতা বন্ধুর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন। অভিনেতা নীতিন চৌহানের জন্ম উত্তর প্রদেশের আলিগড়ে।

তিনি রিয়েলিটি শো 'দাদাগিরি ২' জয়ের পর থেকে খ্যাতি অর্জন করেন। জিন্দেগি ডট কম, ক্রাইম পেট্রোল এবং ফ্রেন্ডস-এর মতো সিরিজেও দেখা গিয়েছিল তাকে। তবে সর্বশেষ তিনি ২০২২ সালে 'তেরা ইয়ার হুঁ'তে অভিনয় করেছিলেন। পরবর্তী সময় এমটিভি স্প্লিটসভিলা, ক্রাইম পেট্রোলের মতো একাধিক শোয়ে দেখা গিয়েছেন তাকে।

শাহরুখ খানকে প্রাণনাশের হুমকি

বিনোদন ডেস্ক : আবারও হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছে বলিউড অভিনেতা শাহরুখ খানকে। মুম্বাইয়ের বান্দ্রা থানার ল্যান্ডলাইনে ফোন করে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয় তাকে। বলিউডের আরেক সুপারস্টার সালমান খানের পর এবার প্রাণনাশের হুমকি পেলেন কিং খান। গত বৃহস্পতিবার ভারতের ছত্তিশগড় থেকে একটি উড়ো ফোন আসে মুম্বাই পুলিশের কাছে। সেই ফোনেই শাহরুখকে প্রাণে মারার হুমকি দেওয়া হয়। ঠিক কী কারণে শাহরুখকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছে, সে প্রসঙ্গে কিছু জানা যায়নি। এমনকি বিষয়টি নিয়ে এখনও কোনো বক্তব্য দেননি শাহরুখ। তবে হুমকিদাতাকে শনাক্ত করেছে পুলিশ। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইতিমধ্যেই ফোনের লোকেশন যাচাই করে ছত্তিশগড়ে পৌঁছেছে মুম্বাই পুলিশ। জানা গেছে, ফয়জান নামের এক ব্যক্তি এই ভুয়া ফোনের নেপথ্যে রয়েছেন। ভারতীয় দণ্ডবি-ধির ৩০৮ এবং ৩৫১ ধারায় অভিযোগ দায়ের করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মুম্বাই পুলিশ।

সুখবর দিলেন রুনা খান

বিনোদন ডেস্ক : সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে অভিনয়, সবখানেই আলোচনায় থাকেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী রুনা খান। বহুমাত্রিক চরিত্রে কাজ করে ইতোমধ্যে নিজের অভিনয় দক্ষতা প্রমাণ করেছেন রুনা খান। ছোট পর্দার পাশাপাশি কাজ করছেন বড় পর্দায়। এবার নতুন সিনেমায় নাম লেখালেন রুনা। 'লীলা মন্থন' নামের একটি চলচ্চিত্রে পর্দা মাতাবেন অভিনেত্রী। এটি নির্মাণ করবেন জাহিদ হোসেন। সিনেমাটি নিয়ে রুনা বলেন, "আমি কোনো কাজে যুক্ত হওয়ার আগে চিন্তা করি সেখানে যেন জীবন খুঁজে পাওয়া যায়। আসলে জীবনঘনিষ্ঠ গল্পেই কাজ করতে বেশি পছন্দ করি। 'লীলা মন্থন' তেমন গল্পের একটি সিনেমা। সিনেমায় আমার চরিত্রটিও অত্যন্ত চমৎকার।" মূলত শিশু বিক্রির ঘটনা নিয়ে নির্মিত হবে 'লীলা মন্থন'। গল্প প্রসঙ্গে নির্মাতা জাহিদ বলেন, 'কেন শিশু বিক্রি হচ্ছে, বিক্রির পর তাদের কী হচ্ছে, কারা ভুক্তভোগী, এই চক্রের সঙ্গে জড়িত কারা! এই বিষয়গুলোই সিনেমায় তুলে ধরা হবে।' তিনি আরো বলেন, "আগামী সপ্তাহে শুরু হবে 'লীলা মন্থন'র শুটিং। জয়দেবপুর, গাজীপুর, মানিকগঞ্জসহ বেশ কয়েকটি স্থানে শুটিংয়ের পরিকল্পনা রয়েছে। ডিসেম্বরে দৃশ্যধারণের কাজ শেষ করতে চাই। আগামী বছর ঈদুল আজহায় সিনেমাটি মুক্তির দেওয়ার ইচ্ছা রয়েছে।' প্রসঙ্গত, 'লীলা মন্থন' সিনেমায় রুনা ছাড়া আরো অভিনয় করেছেন শহীদুজ্জামান সেলিম, ইমতিয়াজ বর্ষণ, অধরা খান, কানিজ সুবর্ণা, এলিনা শাম্মী, শামীমা নাজনীন, মনিরা মিঠুসহ অনেকেই। এ ছাড়া মুক্তির অপেক্ষায় আছে তার অভিনীত 'বক' ও 'দাফন' নামের দুটি সিনেমা।

বরিশালের আশপাশের নদ-নদীতে মাছ ধরা শেষে ইঞ্জিনচালিত নৌকায় মাছ নিয়ে স্থানীয় বাজারে এসেছেন মৎস্যজীবী। তালতলী বাজার, চরবাড়িয়া, বরিশাল।

সুজানগরে শুঁটকি মাছ উৎপাদনের ধুম

সুজানগর, পাবনা প্রতিনিধি : বর্ষা শেষে এবং শীতের শুরুতে পাবনার সুজানগরে শুঁটকি মাছ উৎপাদনের ধুম পড়েছে। কম খরছে লাভ বেশি হওয়ায় প্রকৃত মৎস্যজীবীদের পাশাপাশি সাধারণ মৎস্যজীবীরাও শুঁটকি মাছ উৎপাদনে ঝুঁকছেন। উপজেলা মৎস্য অফিস সূত্রে জানা যায়, সুজানগর পৌরসভাসহ উপজেলার দুলাই, আহম্মদপুর, রানীনগর ও হাটখালী ইউনিয়ন এলাকায় অর্ধশত শুঁটকি চাতালে রয়েছে। এ বছর ওই সকল চাতালে শুঁটকি মাছ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে প্রায় ২৩হাজার মণ। ইতোমধ্যে উপজেলার মৎস্যজীবীরা তাদের বাড়ির আশপাশে আবার কেউবা উপজেলার ঐতিহ্যবাহী গাজনার বিলের পাড়ে বড় বড় বাঁশের চাতাল তৈরী করে শুঁটকি মাছ উৎপাদন শুরু করেছেন। উপজেলার মসজিদপাড়া গ্রামের মৎস্যজীবী আক্কাছ আলী বিশ্বাস বলেন, ঐতিহ্যবাহী গাজনার বিলসহ আশপাশের ৪/৫টি বিল থেকে পুঁটি, টেংরা, বান, শোল, টাকি, এবং চাঁদা মাছসহ বিভিন্ন প্রজাতির দেশী মাছ কিনে এনে ওই সকল চাতালে শুকানো হচ্ছে। বিশেষ করে মসজিদপাড়া এলাকার চাতালে সব চেয়ে বেশি মাছ শুঁটকি করা হয়। একই এলাকার মৎস্যজীবী আব্দুল করিম বলেন আমরা কোন প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার না করে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যকর উপায়ে শুঁটকি মাছ উৎপাদন করি। সেকারণে দেশ এবং দেশের বাইরে সুজানগরের

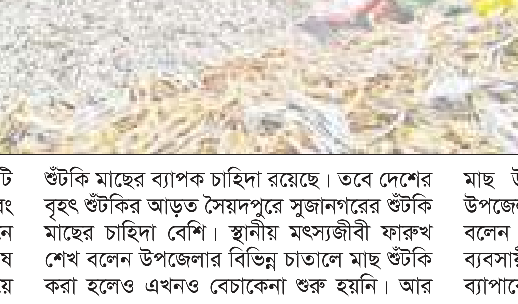

শুঁটকি মাছের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। তবে দেশের বৃহৎ শুঁটকির আড়ত সৈয়দপুরে সুজানগরের শুঁটকি মাছের চাহিদা বেশি। স্থানীয় মৎস্যজীবী ফারুখ শেখ বলেন উপজেলার বিভিন্ন চাতালে মাছ শুঁটকি করা হলেও এখনও বেচাকেনা শুরু হয়নি। আর ১০/১৫দিনের মধ্যে সৈয়দপুরসহ দেশের অন্যান্য আড়তে সুজানগরের শুঁটকি মাছ বিক্রি করা হবে। তবে এ বছর অর্থনৈতিক মন্দার কারণে দেশের সকল আড়তে শুঁটকি মাছের বাজার তেমন ভালনা। সুজানগর পৌর বাজারের একাধিক মৎস্যজীবী ও শুঁটকি ব্যবসায়ীরা বলেন মাছ কেনা এবং শ্রমিকসহ এক মণ পুঁটি মাছ উৎপাদনে খরচ হয় ২০/২১হাজার টাকা।
অথচ বর্তমান বাজারে ১মণ পুঁটি মাছ শুঁটকি বিক্রি হচ্ছে ২১/২২ ৫হাজার টাকা যা, প্রায় উৎপাদন খরচের সমান। মৎস্যজীবী এবং মৎস্য ব্যবসায়ীরা বলেন বাজারের চাহিদা অনুযায়ী শুঁটকি মাছ উৎপাদনে সরকারি ঋণ সহায়তার প্রয়োজন। আর প্রয়োজনীয় ঋণ সহায়তা পেলে এখান থেকে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ শুঁটকি মাছ উৎপাদন এবং বাজারজাত করা সম্ভব। উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা নূর কাজমীর জামান খান বলেন শুঁটকি মাছ উৎপাদনকারী মৎস্যজীবী ও ব্যবসায়ীরা যাতে সরকারি ঋণ সহায়তা পান সে ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

চাঁদপুরে ডাকাতিয়া নদীর ভাঙন, আতংকে সহস্রাধিক পরিবার, মানববন্ধন

চাঁদপুর প্রতিনিধি : চাঁদপুর সদর উপজেলার বাগাদী ইউনিয়নে ডাকাতিয়া নদীর ভাঙনে সম্প্রতি ২০টি বসতঘর বিলীন হয়েগেছে। বর্ষা মৌসুম শেষে নদীর পানি কমে যাওয়ায় এখন নতুন করে ভাঙন হুমকিতে রয়েছে সহস্রাধিক পরিবার। গতকাল শুক্রবার দুপুরে ভাঙনরোধে দ্রুত প্রদক্ষেপ নিতে অর্ন্তর্বতীসরকারের কাছে আহবান জানিয়ে মানববন্ধন করেছে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ও এলাকাবাসী। মানববন্ধনে এলাকার বহু নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করে। স্থানীয়রা জানান, বিগত এক যুগেরও অধিক সময় ধরে ডাকাতিয়া নদীর ভাঙনে বাগাদী ইউনিয়নের ইসলামপুর গাছতলার ৪নম্বর ওয়ার্ডের জমাদার বাড়ি, খান বাড়ি ও গাজী বাড়িসহ প্রায় দেড় শতাধিক ঘরবাড়ি নদীগর্বে বিলীন হয়েগেছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্য বিলকিস ও তাসলিমা বেগম বলেন, গত এক সপ্তাহে আমাদের গ্রামের ২০ পরিবার বসতঘর ও স্থাপনা নদীগর্ভে বিলীন হয়েগেছে। বর্তমানে মসজিদ, মাদরাসা, বসতবাড়ি, কবরস্থান ও প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ সহস্রাধিক পরিবার ভাঙন হুমকিতে রয়েছে। একই এলাকার সৈয়দ খান ও জাকির হোসেন বলেন, ইতোমধ্যে ভাঙন সমস্যার কথা জানিয়ে চাঁদপুর জেলা প্রশাসক ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিকট একাধিকবার স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। বিগত বছরগুলোতে ভাঙন তীব্র হলে স্থানীয় সাবেক মন্ত্রী-এমপিসহ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা একাধিকবার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

সুজানগরে কৃষকের মাঝে বীজ ও সার বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন

সুজানগর, পাবনা প্রতিনিধি : পাবনার সুজানগরে চলতি রবি মৌসুমে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ৮১১০জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে সরিষা এবং খেসারিসহ বিভিন্ন ফসলের বীজ ও সার বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে উপজেলা পরিষদ চত্বরে আয়োজিত ওই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মীর রাশেদুজ্জামান রাশেদ। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মোঃ রাফিউল ইসলামের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মোঃ ফারুখ হোসেন চৌধুরী। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন এসএপিপিও মোঃ আলমগীর হোসেন। উদ্বোধনী দিনে উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের ৩৫'শ কৃষকের মাঝে সরিষা ও খেসারির বীজ এবং সার বিতরণ করা হয়। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য কৃষকের মাঝে পেঁয়াজ ও ভুট্টা ফসলসহ অন্যান্য ফসলের বীজ ও সার বিতরণ করা হবে।

বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি শাহরাস্তি উপজেলা কমিটি অনুমোদন

চাঁদপুর প্রতিনিধি : শিক্ষক সমাজের আস্থাভাজন শিক্ষক নেতা অধ্যক্ষ সেলিম ভূইয়ার নেতৃত্বধীন শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটভুক্ত বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি (বাকশিস) শাহরাস্তি উপজেলার ৩২ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির অনুমোদন দেয়া হয়েছে। কমিটির সভাপতি হলেন-মো. আবু ছায়েদ ও সাধাণ সম্পাদক মো. ওয়ালিউর রহমান মোল্লা। গত বৃহস্পতিবার সংগঠনের অস্থায়ী জেলা কার্যালয়ে কমিটির অনুমোদন দেন বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি চাঁদপুর জেলা সভাপতি অধ্যক্ষ মোশাররফ হোসেন লিটন। ৩২ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন-সহ সভাপতি ফারুক আহম্মেদ, মো. শাহজামাল, মো. মোয়াজ্জেম, মো. শাজাহান মোল্লা। যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. বিল্লাল হোসেন, মো. মেজবাহ উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক মো. ইউনুছ মিজি, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক এ.কে এম ইউসুফ, মো. আতিকুর রহমান, দপ্তর সম্পাদক মো. মিজানুর রহমান, কোষাধ্যক্ষ মো. শাহ আলম, প্রচার সম্পাদক মো. শাহ্জাহান, ক্রীড়া সম্পাদক মো. আতিকুল ইসলাম, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক মো. ইমাম হোসেন, তথ্য সম্পাদক মো. কামরুজ্জামান, সহ তথ্য সম্পাদক আব্দুল মজিদ, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক শারমিন সুতলানা, মহিলা বিষয়ক সহ-সম্পাদক ফারজানা আক্তার, ইসমোত আরা, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক কাজী মোশারফ হোসেন। সম্মানিত সদস্যরা হলেন-মো. জহিরুল কাইয়ুম, মো. আশিকুর রহমান, মো. নাঈম উদ্দিন, মো. আবু ইউসুফ, মো. মামুন হোসেন, মো. ইসমাইল হোসেন, মো. মিজানুর রহমান, মো. ইনামুল হক, মো. আবু মুসা ও মো. সোহাগ হোসেন।

তালতলীতে একরাতে ৫বাড়ীতে চুরি

তালতলী, বরগুনা প্রতিনিধি : বরগুনার তালতলীতে এক রাতে ৫বাড়ীতে চুরির ঘটনা ঘটে। গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে উপজেলার কলাবাগান এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, উপজেলার কলাবাগান এলাকার অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আবুল কাসেম (বিএসসি) পাকা ভবনের গ্রীল কেটে চোরচক্র ঘরে প্রবেশ করে দুটি এ্যান্ড্রয়েট মোবাইল ফোন, স্বর্নালংকার ও নগদ টাকা নিয়ে যায়। এ ছাড়াও একই রাতে পার্শ্ববর্তী গোলাম মাওলার পাকা ভবনে ভাড়াটিয়া ইউএনও অফিসের সিএ সোহাগ মিয়ার বাসায় ঐ রাতে লোক না থাকায় দরজার ছিটকানি ভেঙ্গে চোর চক্র ঘরে প্রবেশ করে, নুর আলম মেম্বরের বাসা ও তার ভাড়াটিয়া শিশির এর বাসায় ছিটকানি ভেঙ্গে ঘরে প্রবেশ করে এবং মনির তালুকদারের বাসায় ঢুকে চোর চক্র মালামাল, স্বর্নারংকার ও নগদ টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়। তালতলী থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ আবুল কালাম খান জানান, চুরি হওয়া বাসাগুলোতে পুলিশ পাঠিয়েছি। অভিযোগ পেলে তদন্তপূর্বক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

আশুগঞ্জ প্রেস ক্লাবের দ্বিবার্ষিক নির্বাচনে সভাপতি সেলিম

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি : ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ প্রেস ক্লাবের দ্বিবার্ষিক নির্বাচনে সেলিম পারভেজ সভাপতি ও সাদেকুল ইসলাম সাচ্চু সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন। বিকাল ৩টা থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত উৎসবমুখর পরিবেশে পরস্পর সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে প্রেস ক্লাব কার্যালয়ে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ক্লাবের মোট ২৩ জন সদস্যদের মধ্যে ২১ জন সদস্য তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। এতে সভাপতি পদে সেলিম পারভেজ ১৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার প্রতিদ্বন্দ্বী মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক পেয়েছেন ৫ ভোট, আক্তারুজ্জামান কোন ভোট পাননি। সাধারণ সম্পাদক পদে সাদেকুল ইসলাম সাচ্চু ১৩ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার প্রতিদ্বন্দ্বী আবু আব্দুল্লাহ পেয়েছেন ৮ ভোট। যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে লোকমান হোসেন ১৪ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হাসান জাবেদ পেয়েছেন ৭ ভোট। অর্থ সম্পাদক পদে আফসার নিয়াজ ১১ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন।

সাতক্ষীরায় পানিফল চাষে সুদিন দুইশ কৃষকের

কলারোয়া, সাতক্ষীরা প্রতিনিধি : সাতক্ষীরার কলারোয়া উপজেলায় পানিফল চাষে সুদিন ফিরেছে দুই শতাধিক কৃষকের মধ্যে। মৌসুমি পানিফল স্থানীয় ভাষায় 'পানি সিঙ্গারা' নামে পরিচিত। এই ফল চাষ করে কিছুটা হলেও পরিবারের মধ্যে সচ্ছলতা ফিরে এসেছে প্রান্তিক চাষির। উপজেলার জলাবদ্ধ পতিত জমিতে এখন শোভা পাচ্ছে পানিফলের গাছ।প্রতিদিন ভোরে মৌসুমি ব্যবসায়ীরা যাত্রীবাহী বাস, ভ্যানগাড়ি, ইজিবাইকের মাধ্যমে বস্তায় ভরে এই পানিফল বিক্রির জন্য নিচ্ছেন জেলা সদর, যশোর, খুলনাসহ দেশের বিভিন্ন বাজারে। নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ট্রাকযোগে রাজধানী ঢাকা ও চট্টগ্রামে। এ ছাড়া কলারোয়া পৌর সদরের মুরারীকটি থেকে যুগিবাড়ী পর্যন্ত যশোর-সাতক্ষীরার মাহাসড়কের দুই পাশে সারিবদ্ধভাবে পানিফল বিক্রি করছে নস্থানীয় কৃষকরা। কলারোয়া উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শুভ্রাংশ শেখর দাস জানান।

সৈয়দপুরে দোকান দখলের অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন

সৈয়দপুর, নীলফামারী প্রতিনিধি : নীলফামারীর সৈয়দপুরে নিজ ভাই ও ভাতিজা কর্তৃক দোকান দখল,মালামাল ও টাকা লুট, ভাংচূর, চাঁদা দাবি ও হত্যার হুমকি দেয়ার অভিযোগ করেছেন ব্যবসায়ী মো.নাদিম আক্তার (৫০)। গত বৃহস্পতিবার রাতে সৈয়দপুর প্লাজা সুপার মার্কেটের একটি রেষ্টুরেন্টে সংবাদ সম্মেলন করে তিনি ওই অভিযোগ করেন। লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন,শহরের শহীদ ডা. সামছুল হক রোডের মনিহারি পট্টি রেলওয়ে মার্কেটের ভিতরে আমার একটি দোকান আছে। দীর্ঘদিন ধরে আমি ওই দোকানে ব্যবসা করে আসছি। বর্তমানে আমি আমার পরিবারবর্গ নিয়ে রংপুরে বসবাস করায় গত ৫ আগস্ট দোকানঘর তালাবদ্ধ করে আমি রংপুরে যাই। রংপুরে অবস্থানকালে গত ১৫ আগস্ট অনুমান রাত ৮ টার সময় সৈয়দপুর শহরের মুন্সিপাড়া জোড়াপুকুর এলাকায় বসবাসকারী আমার ভাই মৃত হালিম আকতারের ছেলে মো. সুজাউদ্দিন আক্তার সিজন (২১), মো. রেজাউল আক্তার রেজা (২৭), মো. শাহাজাহান আক্তার (২৩), এবং ছোট ভাই মো. সেলিম আক্তার কালু (৫৫) দোকানটি জোর পূর্বক দখল করে নেয়। ওইদিন তারাসহ অজ্ঞাতনামা ২০ থেকে ২২ জন দলবদ্ধ হয়ে হাতে লোহার রড,সাবল,বাঁশের লাঠি ইত্যাদি দেশীয় অস্ত্রে সস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আমার দোকানের সাটারের চারটি তালা ভেঙ্গে দোকান ঘরে ঢোকে। দোকানে থাকা বিভিন্ন ধরনের ফুলদানিসহ ঘর সাজানো শো-পিস আনুমানিক ৬ লাখ টাকার মালামাল বস্তায় ভরে নিয়ে যায়। এই ঘটনায় আমি সৈয়দপুর থানায় তাদের নামে এজাহার দায়ের করি। এজাহার দায়েরের পর আমি আমার দোকানের সামনে গেলে আসামীরা আমার কাছে ১০ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে এবং বলে যে, চাঁদা না দিয়া দোকানের সামনে আসলে মারপিটসহ খুন,জখম করবে।

চাটখিল পরিত্যক্ত দেশীয় এলজি উদ্ধার

বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী প্রতিনিধি : চাটখিল থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে পরিত্যক্ত অবস্থায় ০১ (এক) টি দেশীয় তৈরি এলজি উদ্ধার করা হয়। চাটখিল থানার অফিসার ইনচার্জ, মোহাম্মদ ফিরোজ উদ্দীন চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে , ও এসআই(নিরস্ত্র)/ মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম এর নেতৃত্বে এসআই (নিরস্ত্র) টুটন মজুমদার সঙ্গীয় ফোর্স সহ চাটখিল থানার ০১ নং শাহাপুর ইউনিয়নের শিবরামপুর গ্রামের সোমপাড়া টু শাহাপুর বাজার পাকা রাস্তার পূর্ব পাশে খালের পাড়ে আবুল কালাম এর মাছের প্রজেক্টে ০১ টি দেশীয় তৈরি এলজি, যার বাট সহ লম্বা ১৫(পনের) ইঞ্চি পরিত্যক্ত অবস্থায় পায়। উদ্ধার করে সাক্ষীদের উপস্থিতিতে জব্দতালিকায় লিপিবদ্ধ করেন। এ বিষয়ে নোয়াখালীর পুলিশ সুপার মো: আব্দুল্লাহ আল ফারুক জানান, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করতে পুলিশ অভিযান অব্যাহত রাখবে।

ধোবাউড়ায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে নগদ অর্থ প্রদান

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি : সম্প্রতি পাহাড়ি ঢল আর ভাড়ি বৃষ্টিতে ময়মনসিংহের ধোবাউড়া ৭টি ইউনিয়নে ব্যাপক বন্যা দেখা দেয়। পনেরো দিন ব্যাপী বন্যায় এ অঞ্চলের মানুষেল আপন ফসল ও ঘরবাড়ির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। ধোবাউড়ায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে ঢাকাস্থ মৌলবীবাজার ব্যবসায়ী সংগঠন। সংগঠনটি ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে নগদ অর্থ প্রদান করেছে। গতকাল শুক্রবার দুপুরে উপজেলার কলসিন্দুর গ্রামে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ১৮০টি পরিবারের মাঝে নগদ ৫ হাজার করে ৯ লক্ষ টাকার আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে। এসময় ঢাকা মৌলভীবাজার ব্যবসায়ী সংগঠনের সভাপতি ফারুক আহমেদ সুমন, সংগঠনের সদস্য বোরহান উদ্দিন, বকুল উদ্দিন, আব্দুল আউয়ালসহ এলাকার গণমান্য ব্যক্তির্বগ উপস্থিত ছিলেন। নগদ অর্থ পেয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন উপকারভোগীরা।

হেয়াতপুর ব্লাড ডোনেশন গ্রুপের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত

হিলি, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের নবাবগঞ্জে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হেয়াতপুর ব্লাড ডোনেশন গ্রুপের ৪র্থ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হয়েছে। গতকাল শুক্রবার উপজেলা পরিষদ হলরুমে হেয়াতপুর ব্লাড ডোনেশন গ্রুপের আয়োজনে ঐ সংগঠনের উপদেষ্ঠা ওয়ালিউল হৃদয়ের সভাপতিত্বে আলোচনা ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনিসুর রহমান, বিশেষ অতিথি হিসেবে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(ওসি) আঃ ওয়াদুদ, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা শুভ্রপ্রকাশ চক্রবর্তী, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক সাজ্জাত আল মামুন প্রমুখ বক্তব্য দেন। পরে সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবীদের সংবর্ধনা প্রদান করা করা হয়। অনুষ্ঠানে হেয়াতপুর ব্লাড ডোনেশন সহ বিভিন্ন রক্তদান স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানটি ব্লাড ডোনেশন সদস্যদের মিলন মেলায় পরিনত হয়।

প্রেসক্লাব মোল্লাহাটের মাসিক সভা

মোল্লাহাট, বাগেরহাট প্রতিনিধি : প্রেসক্লাব মোল্লাহাটের মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকাল ১০টায় প্রেসক্লাব মোল্লাহাটের কার্যালয়ে এ সভা হয়। প্রেসক্লাব মোল্লাহাটের সভাপতি অধ্যক্ষ শিকদার মোঃ জিননুরাইনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক এম এম মফিজুর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য দেন সহ-সভাপতি মোঃ মনিরুজ্জামান মোল্লা ও আব্দুল্লাহ ফারুক, যুগ্মসাধারণ সম্পাদক শেখ শাহিনুর ইসলাম শাহীন, কোষাধ্যক্ষ ইমলাক শেখ, দপ্তর ও পাঠাগার সম্পাদক মোঃ মনিরুজ্জামান শিকদার, সাংবাদিক মোঃ মাকসুদ আলম, মোঃ বশার মোল্লা, মোসাম্মৎ সালমা খাতুন ও মোঃ মাহফুজুর রহমান চৌধুরী প্রমুখ।

কালীগঞ্জে চিত্রা নদীতে ঘের ও বাধ, মাছ শিকার

কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া চিত্রা নদীতে অবৈধ ভাবে বাধ দিয়ে এবং বাঁশ পুঁতে, কারেন্ট জাল ব্যাবহার করে এবং চাইনা জাল দিয়ে ঘিরে তার মধ্যে গাছের ডালপালা ফেলে মাছ শিকার করা হচ্ছে। এতে মৎস্য সম্পদ ও জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হলেও এ কাজে জড়িতদের বিরুদ্ধে প্রশাসন কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নিচ্ছে না। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রতি বছরই উপজেলার একমাত্র চিত্রা নদীতে বর্ষাকাল ও বর্ষ পরবর্তী সময়ে অল্প কিছু দিন পানি থাকে। পূর্বে এই নদীতে প্রচুর পরিমানে দেশীয় প্রজাতির নানা মাছ পাওয়া গেলও বর্তমানে মৃতপ্রায় নদীটিতে আগের মতো মাছ আর পাওয়া যায় না। চিত্রা নদীর চাপালি, শ্রীরামপুর, ফয়লা,হেলাই, বলিদাপাড়া, শালিখা,ফারাসপুর চাপরাইল,মঙ্গলপৈতা পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে অবৈধ পন্থায় মাছ ধরা হয়। এ বছরও প্রায় শতাধিক স্থানে নদীটির দুই পাশের জায়গা দখল করে মাছ ধরা হচ্ছে দিন রাত সর্বসময়। চারদিকে বাঁশ পুঁতে জাল দিয়ে ঘিরে মাঝখানে গাছের ডালপালা ফেলে ওই স্থানে খাবার দিয়ে মা মাছসহ পোনা জড়ো করা হয়। পরে ছোট জাল দিয়ে ঘিরে ফেলে মাছ শিকার করা হচ্ছে। অতি ছোট ছিদ্রযুক্ত এসব জালে মা ও পোনা মাছসহ সব ধরনের মাছ আটকা পড়ে। ফয়লা, হেলাই ও বলিদাপাড়া অংশের চিত্রা পাড়ে যেয়ে দেখা যায়,বাধ ও জাল দিয়ে ঘের তৈরি করে মাছ শিকার করছেন অনেকে। এদের মধ্যে শামছুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তির সাথে কথা হলে তিনি জানান,আমার বাড়ি বলিদাপাড়ায়। দীর্ঘদিন ধরে আমি চিত্রা নদীতে মাছ শিকার করছি। এখন তো নদীতে তেমন পানি থাকে না। বর্ষা মৌসুমে কিছুদিন পানি থাকে। এই সময়ে অল্প সল্প কিছু মাছ ধরা হয়। কেউ জাল দিয়েঘের তৈরি করে, কেউ বাধ দিয়ে, কেউ বা কারেন্ট জাল পেতে মাছ ধরছে। মূলত ছোট জাল দিয়ে চারদিকে ঘের দেওয়া হয়, সেসব জাল থেকে পোনাসহ কোনো ধরনের মাছ বের হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এতে মৎস্য সম্পদ ধ্বংস হচ্ছে, এ কথা সত্য। এসব কারণে সুস্বাদু দেশীয় মাছ এখন আর তেমন পাওয়া যায় না। চিত্রা নদীতে একসময় গুলশা,পাবদা, দেশি পুঁটি, সরপুঁটি,তিত পুঁটি, মেনি, শিং, কই, টাকি, শোল, গজার, ফলি, চিতল, মলা, ঢেলা, কানপোনা, দারকিনা, খয়রা, বাচা, বাটা, রিটা, পিয়ালি, জয়া, খৈলশা, ছোট টেংরা, বড় টেংরা, চান্দা, কাজলি, চ্যাং,কালবাউশ, বাঘাইর, ভাঙ্গন, ছোট চিংড়ি, পাতাশি, বড় বাইম,তারা বাইম,শালবাইম, চিকরা বাইম, কাকিয়া,কুইচ্চা,তারা,খরকুটি, বাশপাতারি, পটকা, বেলেসহ নাম না জানা অনেক প্রজাতির দেশি মাছ পাওয়া গেলেও এখন তা আর পাওয়া যায় না। স্থানীয় সুশীল সমাজের প্রতিনিধি আসিফ মাহমুদ জানান, এক সময়কার দেশিয় মাছের সম্ভার খ্যাতো চিত্রা নদীর মাছ এখন আর আগের মতো পওয়া যায় না।

চিরিরবন্দরে বিদ্যালয়ের মূল ফটকের সামনে পুকুর

চিরিরবন্দর, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের চিরিরবন্দরে আব্দুলপুর-১ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মূল ফটকের সামনে নেই রাস্তা। রয়েছে একটি পুকুর। বিদ্যালয়ে প্রবেশের রাস্তা না থাকায় গেটটি অব্যবহৃতই পড়ে রয়েছে। জানা গেছে, উপজেলার আব্দুলপুর ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স সংলগ্ন আব্দুলপুর-১ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি বিগত ১৯৩৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়টিতে ৭ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা কর্মরত রয়েছেন। বিদ্যালয়টিতে বর্তমানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৪০ জন। গত দেড় বছর পূর্বে বিদ্যালয়ে বাউন্ডারি ওয়াল ঘিরে একটি গেট নির্মাণ নির্মাণ করা হয়। কিন্তু বিদ্যালয়টিতে প্রবেশের জন্য নেই কোনো রাস্তা। সীমানা প্রাচীর করার সময় উপজেলা প্রকৌশল কার্যালয় হতে পুকুরের ধারে একটি গেট নির্মাণ করা হয়েছে। স্থানীয়রা জানান, বিদ্যালয়ের রাস্তা নেই, ইউনিয়ন পরিষদের সামনে দিয়ে চলাফেরা করত। সামনেই পুকুর। ২ বছর পুর্বে কোন বাউন্ডারি ছিলনা। স্কুল কর্তৃপক্ষ আলোচনা করে সেখানে বিদ্যালয়ের প্রধান গেট নির্মাণ করেছেন। গেট নির্মাণের দেড় বছর হলেও রাস্তা নির্মাণ করতে পারেনি। গেট নির্মাণের পর থেকেই শুনে আসছি পুকুরের ওপর দিয়ে রাস্তা তৈরি করা হবে। বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষার্থী জানান, আমরা ইউনিয়ন পরিষদের মাঠের ভিতর দিয়ে ছোট একটি গেট আছে, সেটা দিয়েই বিদ্যালয়ে যাতায়াত করে থাকি। বিদ্যালয়ের প্রধান গেট দিয়ে রাস্তা না থাকায় সেটি আমরা এখন ব্যবহার করতে পারছি না। আব্দুলপুর-১ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাহাবুবর রহমান বলেন, এ বিষয়ে আমি সঠিক বলতে পারবো না। বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচিরের সঙ্গে গেটের বরাদ্দ ছিল। ফলে ভবিষ্যতের ভালোর জন্য একসঙ্গে গেটটি নির্মাণ করা হয়েছে। আব্দুলপুর ইউপি চেয়ারম্যান আলহাজ্ব ময়েনউদ্দিন শাহ বলেন, ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্সের সামনে বিদ্যালয়ের গেট কেমন করে হবে ? তাদের জায়গা আছে পুকুরের ওপর দিয়ে। তারা সেখানে গেট নির্মাণ করেছে। সেখানে সোজা রাস্তা তৈরি হলেই হয়ে যাবে। আগামী দেড় মাসের মধ্যেই পুকুর ভরাট করে রাস্তা তৈরী করে দেয়া হবে। উপজেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ আব্দুল হাই চৌধুরী বলেন, এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষক জানিয়েছেন, যিনি বিদ্যালয়ে জায়গাটি দান করেছেন তিনি আপাতত পুকুরের দখল না ছাড়ায় রাস্তা করা সম্ভব হয়নি। তবে আলোচনা হয়েছে, অল্পদিনের মধ্যেই রাস্তা নির্মাণ হবে। উপজেলা প্রকৌশলী মোঃ মাসুদার রহমান বলেন, প্রায় দেড় বছর আগে বিদ্যালয়টির সীমানা প্রাচির ও গেট রির্মাণের জন্য অর্থ বরাদ্দ হয়। গেট কোথায় হবে তা নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ঝামেলা হয়। ইউপি চেয়ারম্যান জানান পরিষদের মাঠ দিয়ে বিদ্যালয়ে প্রবেশের রাস্তা দেবে না। আবার বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ইউনিয়ন পরিষদের সামনে গেট নির্মাণ করবে না। এমতাবস্থায় উভয়পক্ষ সিদ্ধান্ত নেন, পুকুরের জায়গাটা যেহেতু বিদ্যালয়ের, তাই সেখানে গেট নির্মাণ করে পরবর্তীতে আরেকটি বরাদ্দ নিয়ে রাস্তা তৈরি করা হবে।

বীরগঞ্জে স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরণ

বীরগঞ্জ, দিনাজপুর প্রতিনিধি : "যদি থাকি স্বাস্থ্য সচেতন, তবেই পাবো সুস্থ্য দেহ ও মন" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে দিনাজপুরের বীরগঞ্জের ৭নং মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের মাহানপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গনে গুড নেইবারস্ বাংলাদেশ বীরগঞ্জ সিডিপির আয়োজনে আলোচনা সভা ও মাহানপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে পিরিয়ডকালীন পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে জনসচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে উন্নতমানের স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকাল ১০ টায় বীরগঞ্জ সিডিপির এরিয়া ম্যানেজার তুষার লিউ ক্রুস এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বীরগঞ্জ উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসার মামুন হোসেন। তিনি বলেন দেশে এখন মাত্র এক তৃতীয়াংশ নারী পিরিয়ডকালীন সুরক্ষায় স্যানিটারি প্যাড ব্যবহার করে। বাকিরা অস্বাস্থ্যকর উপায় বেছে নেওয়ায় বিভিন্ন স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়ছে।তাই এ বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করা অত্যান্ত জরুরি। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বীরগঞ্জ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জুলফিকার আলী শাহ্, সিডিপির হেলথ অফিসার শাহিদুজ্জামান, মাহানপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুদেব কর্মকার, বীরগঞ্জ সিডিসির সভাপতি প্রফুল্ল কর্মকার, সিডিপির প্রোগ্রাম অফিসার সাইফুল ইসলাম সহ আরো অনেকে। অনুষ্ঠান শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিডিপির গ্রুপ লিডার গীতিকা রানী ও জ্যোতি রায়। এ সময় এলাকার গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ সহ আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

রাজারহাটে আল-আকসা হজ্জ গ্রুপের অফিস উদ্বোধন

রাজারহাট, কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : গতকাল শুক্রবার কুড়িগ্রামের রাজাহাট বাজারের পাশে আল-আকসা হজ্জ গ্রুপের উপজেলা অফিসের উদ্বোধন হয়েছে। সুখদেব ফাজিল মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা মোঃ নুরুল আমিন সরকারের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন রাজারহাট মহিলা ডিগ্রী কলেজের সহকারী অধ্যাপক মাওলানা হাবিবুল্লাহ্ সিদ্দিকী। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আল আকসা গ্রুপের এজেন্ট মাওলানা মোঃ আব্দুস সালাম, জামায়াতের রাজারহাট উপজেলা শাখার মোঃ শাহ জালাল বসুনিয়া, মাওলানা দৌলত হোসেন। আলোচনা শেষে দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা ফকরুল ইসলাম।

সাঁথিয়ায় কেন্দ্রীয় তাঁতীদল নেতা ইউনুস আলীর মতবিনিময়

পাবনা প্রতিনিধি : ৬৮ পাবনা-১ (সাঁথিয়া-বেড়া) সংসদীয় আসনে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী কেন্দ্রীয় তাঁতীদলের সাবেক সহ সভাপতি ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং সমাজসেবক আলহাজ্ব ইউনুস আলী সাঁথিয়ায় সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করেছেন। গতকাল শুক্রবার সাঁথিয়া প্রেস ক্লাবে মতবিনিময় সভায় তিনি বলেন,আমি এই আসন থেকে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশা করছি। দল থেকে আমাকে মনোনয়ন দিলে ভালো আর,না দিলেও ধানের শীষের সাথে আছি।আর দল যাকে মনোনয়ন দিবেন তার জন্য কাজ করবো। মনোনয়ন পেলে এবং বিজয়ী হলে জীবনের সর্বোচ্চটুকু দিয়ে সাঁথিয়া-বেড়ার মানুষের ভাগ্য এবং এলাকার উন্নয়নে কাজ করবো। আমি আপনাদের সুখে দুঃখে সাথে আছি এবং থকবো। মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন,বিএনপি নেতা ও ইউনুস আলীর বড় ভাই আলহাজ্ব আসাদ উল্লাহ,বেড়া উপজেলা তাঁতীদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক নয়ন আলী,বিএনপি নেতা মনিরুজ্জামান সুমন,মনিরুল ইসলাম হৃদয়,আমিনুর রহমান,জুয়েল রানাসহ বিএনপি ও তাঁতীদলের নেতাকর্মী।

তালতলীতে চাচার লিঙ্গ কাটে দিলেন ভাতিজি

তালতলী, বরগুনা প্রতিনিধি : বরগুনার তালতলীতে বাড়িতে একা পেয়ে ধর্ষণ করতে গেলে দুই সন্তানের জনক চাচা কবির হাওলাদার (৩৫) এর লিঙ্গ কেটে দিলেন ভাতিজি। গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার সোনাকাটা ইউনিয়নের সকিনা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। লিঙ্গকাটা কবির ঐ এলাকার পাঞ্জু হাওলাদারের ছেলে। এ ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। জানা গেছে, উপজেলার সোনাকাটা ইউনিয়নের সকিনা এলাকায় এক দরিদ্র সেলিম মিয়ার এক কিশোরী কন্যা শুঁটকি পল্লীতে কাজ করার সুবাদে প্রায়ই কুপ্রস্তাব দিতেন পার্শ্ববর্তী এক দুঃর্সম্পর্কীয় চাচা কবির হাওলাদার। কবিরের কুপ্রস্তাবে ঐ কিশোরী কন্যা রাজি না হলেও প্রায়ই তার বাড়ীতে আসা যাওয়া করতেন। এক পর্যায় গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পরে কবির তাদের বাড়ীতে যান। এ সময় ঐ কিশোরী কন্যা ছাড়া আর কেউ বাড়ীতে না থাকার সুযোগ বুঝে কবির কৌশলে ঐ মেয়ের সাথে কথা বলতে বলতে ঘরে প্রবেশ করেন। ঘরের ভিতরে কবির ফাক বুঝে ঐ কন্যাকে জোরপূর্বক ধর্ষনের চেষ্টা করেন। তার শরীরের স্পর্শকাতর স্থানে হাত দিলে সে নিরুপায় হয়ে নিজের ইজ্জত রক্ষার জন্য হাতের কাছে পাওয়া ধারালো দা দিয়ে ধর্ষক কবির হাওলাদারের পুরুষাঙ্গ কেটে দেয়। এ সময় কবির যন্ত্রনায় ডাক চিৎকার দিয়ে দৌড়ে গেলে স্থানীয়রা আহত কবিরকে উদ্ধার করে প্রথমে তালতলী হাসপাতালে নিয়ে আসলে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে কর্তব্যরত ডাক্তার উন্নত চিকিৎসার জন্য বরিশাল হাসপাতালে প্রেরন করেন।

চন্দ্রঘোনা এলাকায় কর্ণফুলী নদীতে ফেরি পারাপার। তবে ফেরি মাত্র একটি থাকায় পারাপারের জন্য বেশি সময় অপেক্ষায় থাকতে হয়। চন্দ্রঘোনা ফেরিঘাট।

মালদ্বীপকে আগে ভয় লাগতো, এখন আমাদের পারফরম্যান্স ভালো হয়েছে’

স্পোর্টস ডেস্ক : ফিফা প্রীতি ম্যাচে আগামী ১৩ ও ১৬ই নভেম্বর কিংস অ্যারেনায় মালদ্বীপের বিপক্ষে দুটি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ ফুটবল দল। গতকাল এই ম্যাচকে ঘিরে অনুশীলন শুরু করেছেন ফুটবলাররা। অনুশীলনের এক ফাঁকে আসন্ন দুটি ম্যাচ নিয়ে কথা বলেন উইঙ্গার রাকিব হোসেন। বলেন, মালদ্বীপকে আগে ভয় লাগতো তবে দলটির বিপক্ষে আমাদের সাম্প্রতিক ফল ভালো। মালদ্বীপের বিপক্ষে শেষ ৩ বারের দেখায় বাংলাদেশের দুটি জয়ের সঙ্গে একটিতে ড্র রয়েছে। তাই দ্বীপদেশটিকে ভয় পাচ্ছে না কাবরেরার শিষ্যরা। উইঙ্গার রাকিব হোসেন বলেন, ‘মালদ্বীপ দলকে আগে ভয় লাগতো। তাদের বিপক্ষে শেষ তিন ম্যাচের দুটিতে জিতেছি ও একটিতে ড্র করেছি। পারফরম্যান্স আমাদের ভালো হয়েছে। চেষ্টা করবো সেটা অব্যাহত রাখতে, জিততে।’ জাতীয় দলে খেলার সময় ৪-৪-২ ছকে রাকিব ও ফাহিম কিংবা রাকিবের সঙ্গে মোরসালিনের জুটি দেখা যায়। তখন স্ট্রাইকার হিসেবে বাড়তি দায়িত্ব পালন করতে হয় রাকিবকে। সেই অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বলেন, ‘আসলে স্ট্রাইকার হিসেবে চেষ্টা করি গোল করতে, গোল করাতে। সামনের ম্যাচেও তাই করবো। ম্যাচে গুরুত্বপূর্ণ হলো গোল করা। তা না করতে পারলে আমাদের ব্যর্থতা। গোল করতে হলে মানসিকভাবে শক্তিশালী হতে হয়। কোচ কাজ করছেন। আমরাও কাজ করছি।’ মালদ্বীপের বিপক্ষে বাংলাদেশ কীভাবে খেলবে তারই চেষ্টা চলছে অনুশীলনে। রাকিব বলেন, ‘ম্যাচের পরিস্থিতি নিয়ে অনুশীলন হচ্ছে।

দুই ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ হলেন আলজারি জোসেফ

স্পোর্টস ডেস্ক : ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও ইংল্যান্ডের মধ্যকার সিরিজ নির্ধারণী ‘ফাইনাল’ খেলা। তিন ম্যাচের সিরিজের শেষ ওয়ানডেতে যে দল জিতবে তাদের হাতেই উঠবে ট্রফি। এমন ম্যাচে পাড়ার ক্রিকেটের মতো আচরণ করলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের পেসার আলজারি জোসেফ। অধিনায়ক শাই হোপের সঙ্গে রাগ করে একাধিকবার মাঠ থেকে উঠে গেলেন তিনি। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচটি সহজেই জিতলেও জোসেফের আচরণের কারণে ক্ষুব্ধ হন ওয়েস্ট ইন্ডিজ কোচ ড্যারেন স্যামি। ম্যাচের পরই এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন তিনি। জোসেফের উদ্ভট আচরণকে স্যামি অগ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করেন। এবার সেই ঘটনার জন্য শাস্তিও পেতে হলো জোসেফকে। অপ্রত্যাশিত ঘটনার জন্য জোসেফকে দুই ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। তবে কোন সংস্করণে এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা হবে, সেটি অবশ্য স্পষ্ট করে জানায়নি ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ড (সিডব্লুআই)। ওয়ানডে সিরিজ শেষ করে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। আজ শনিবার হবে প্রথম টি-টোয়েন্টি। জোসেফের শাস্তির কথা জানিয়ে সিডব্লুআইয়ের ডিরেক্টর অব ক্রিকেট মাইলস বাসকোমবে বলেন, ‘আলজারির আচরণ ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজের মৌলিক মূল্যবোধের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। এ ধরনের আচরণ উপেক্ষা করা যায় না। ঘটনার তীব্রতা আমলে আমাদের সুস্পষ্ট ব্যবস্থা নিতে হয়েছে।’ নিষেধাজ্ঞার পাশাপাশি নিজের আচরণের জন্য ক্ষমাও চাইতে হয়েছে জোফেসকে। ক্যারিবিয়ান পেসারের ক্ষমা চাওয়ার বিষয়টিও বিবৃতির মাধ্যমে জানিয়েছে বোর্ড। জোসেফ বলেন, ‘আমি ব্যক্তিগতভাবে অধিনায়ক শাই হোপ, আমার সতীর্থ ও ম্যানেজমেন্টের কাছে ক্ষমা চেয়েছি। আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করি ওয়েস্ট ইন্ডিজ ভক্তদের কাছেও। আমি বুঝতে পারছি, বিবেচনাবোধের ছোট একটা বিচ্যুতিও বড় ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে। হতাশার কারণ হয়ে আমি গভীরভাবে অনুতপ্ত।’ বার্বাডোসের স্থানীয় সময় গত বুধবার কেনসিংটন ওভালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডেতে আগে ব্যাট করে ইংল্যান্ড। ইংলিশদের ইনিংসের সময়ই ঘটে ওই ঘটনা। ফিল্ডিং সাজানো নিয়ে শাই হোপের উপর ক্ষোভ দেখান জোসেফ। অধিনায়কের সঙ্গে মতের অমিল হওয়ায় একাধিকবার মাঠ থেকে বেরিয়ে যান জোসেফ। প্রথমবার মাঠ ছাড়েন ইনিংসের চতুর্থ ওভারের পর। ওই ওভারের চতুর্থ বলে ইংল্যান্ডের ব্যাটার জর্ডন কক্সকে আউট করে সতীর্থদের সঙ্গে উদযাপনও করেননি জোসেফ। ওভার শেষ করেই ডাগআউটে চলে যান তিনি। জোসেফকে বোঝানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন কোচ স্যামি। পঞ্চম ওভারে এই ক্যারিবিয়ান পেসার মাঠে ফেরত না আসায় ১০ জন নিয়ে ফিল্ডিং করতে হয় ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। ইনিংসের ষষ্ঠ ওভারে পুনরায় মাঠে প্রবেশ করেন জোসেফ। ১২তম ওভারে এই পেসারের হাতে আবারও বল তুলে দেন অধিনায়ক। ওই ওভারে দুটি মিসফিল্ডিং ও ওভারথ্রোতে ইংল্যান্ড দুটি রান করলে ফের ক্ষোভ দেখিয়ে মাঠ থেকে চলে যান তিনি। পরে আবার ফেরত এসে ১০ ওভার বোলিংয়ের কোটা পূরণ করেন জোসেফ। ক্যারিবিয়ান এই ক্রিকেটার আচরণ দেখা মনে হতেই পারে, এ যেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট নয়, যেন পাড়া-মহল্লার খেলা। জোসেফের এই আচরণ নিয়ে সমালোচনা শুরু হয় দেশটির ক্রিকেটে।

অবসরের ঘোষণা দিলেন নবি

স্পোর্টস ডেস্ক : বাংলাদেশকে নাটকীয়ভাবে হারিয়ে তিন ম্যাচের সিরিজ শুরু করেছিল আফগানিস্তান। সেই নাটকীয়তাকে পাশ কাটিয়ে আফগান ক্রিকেটে শুরু হলো নতুন আলোচনা। দ্বিতীয় ম্যাচের আগেই অবসরের ঘোষণা দিলেন আফগান অলরাউন্ডার মোহাম্মদ নবি। আগামী ফেব্রুয়ারি-মার্চে পাকিস্তানের মাটিতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলে একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে বিদায় নেবেন নবি। বয়সই অবসরের সিদ্ধান্ত নিতে উদ্বুদ্ধ করেছে নবিকে। ডানহাতি এই পেসারের বর্তমান বয়স ৩৯। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর ৪০ পেরিয়ে যাবে। গত বৃহস্পতিবার রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (এসিবি) পোস্ট করা একটি ভিডিওতে অবসরের ঘোষণা দেন নবি। অভিজ্ঞ এই অলরাউন্ডারের অবসরের বিষয়টি নিশ্চিত করেন এসিবির প্রধান নির্বাহী নসিব খান। নসিব খান বলেন, ‘হ্যাঁ, চ্যাম্পিয়নস ট্রফির পর নবি ওয়ানডে থেকে অবসরে যাচ্ছে। বোর্ডকে সে তার ইচ্ছার কথা জানিয়েছে। আমাকেও কয়েক মাস আগে জানিয়েছে। চ্যাম্পিয়নস ট্রফির পর সে তার ওয়ানডে ক্যারিয়ার শেষ করতে চায়। আমরা তার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই।’ ওয়ানডে থেকে অবসরের সময় জানিয়ে দিলেও টি-টোয়েন্টি খেলা চালিয়ে যেতে চান নবি। এ বিষয়ে এসিবি প্রধান বলেন, ‘আমি যা বুঝতে পেরেছি তা হলো, সে তার টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ার চালিয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

আর্মেনিয়ান ক্লাবকে রেকর্ড গোলে ভাসালো চেলসি

স্পোর্টস ডেস্ক : উয়েফা কনফারেন্স লিগে শতভাগ সাফল্য ধরে রেখেছে চেলসি। বৃহস্পতিবার স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে রেকর্ড গোলে ভাসিয়ে দিয়েছে এফসি নোয়াহকে। আর্মেনিয়ান দলকে ৮-০ গোলে হারিয়েছে চেলসি। জোড়া গোল করেছেন জোয়াও ফেলিক্স ও ক্রিস্টোফার এনকুনকু। হাফটাইমের আগেই ৬ গোল দেয় চেলসি। প্রতিযোগিতার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় জয়ে অন্য গোল করেন টসিন অ্যাডারাবিয়ো, মার্ক গুইয়ু, অ্যাক্সেল দিসাই ও মিখাইলো মুদ্রিক। ২০২১ সালে শুরু হওয়া কনফারেন্স লিগে আগের সবচেয়ে বড় জয় ছিল ছয় গোলের। চেলসির ইতিহাসে এই ফল দ্বিতীয় সর্বোচ্চ জয়ের রেকর্ড ছুঁলো। ক্লাবটি সবচেয়ে বড় ব্যবধানে জিতেছিল ১৯৭১ সালে, লুক্সেমবার্গ দল জেউনেসে হাউচেরেজের বিপক্ষে ১৩-০ গোলে। তিন ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে চেলসি কনফারেন্স লিগের শীর্ষে। ম্যাচ মেষে কোচ এনজো মারেস্কা বলেছেন, ‘খেলোয়াড়রা আবারও দেখিয়েছে তারা কতটা পেশাদার ও সিরিয়াস। এই ধরনের খেলায় পিছলে পড়া কিংবা পড়ে যওয়া সহজ। ফুটবল হচ্ছে বিস্ময়ে ভরা। আমি এই ম্যাচের আগে তাদেরকে পেশাদারিত্ব দেখাতে বলেছিলাম, তারা সেটা করেছে।’ গোল দেখতে স্বাগতিক দর্শকদের অপেক্ষা করতে হয়েছে ১২ মিনিট পর্যন্ত। অ্যাডারাবিও কর্নার কিক থেকে উড়ে আসা বল হেড করেন। পরের মিনিটে প্রতিপক্ষের বাজে ডিফেন্সিভ পাস ছিনিয়ে নিয়ে গুইয়ু গোল করেন।

১৮তম মিনিটে কর্নার থেকে হেড করে দিসাসি ৩-০ করেন। ২১তম মিনিটে এনজো ফের্নান্দেজের পাস থেকে ফেলিক্স কিপারের নিচ দিয়ে জালে বল জড়ান। বিরতির ছয় মিনিট আগে মুদ্রিক দর্শনীয় শটে দলের পঞ্চম গোল করেন। দুই মিনিট পর ফেলিক্স তার দ্বিতীয় গোল করেন। প্রথম অর্ধে ছয় গোল করা চেলসি বিরতির পর দিয়েছে দুই গোল। ৬৯তম মিনিটে ফরাসি ফরোয়ার্ড এনকুনকুর শট সেভ হলে ফিরতি চেষ্টায় জাল কাঁপান।

আবারও এমবাপ্পেকে বাদ দিয়ে দল ঘোষণা করেছে ফ্রান্স

স্পোর্টস ডেস্ক : আবারও অধিনায়ক কিলিয়ান এমবাপ্পেকে ছাড়া নেশন্স লিগের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে ফ্রান্স। দুই ম্যাচে ইসরায়েল ও ইতালির মুখোমুখি হবে ফরাসিরা। ঘোষিত দলে বাদ দেওয়া হয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ তারকাকে। দ্বিতীয়বারের মতো ঘোষিত দলে অধিনায়কেরই জায়গা হলো না। অক্টোবরে ইসরায়েল, বেলজিয়ামের বিপক্ষে ডাবল হেডারেও তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। তখন অবশ্য ইনজুরি থেকে সেরে উঠতে সময় দেওয়ার জন্যই বিশ্রাম দেওয়া হয় তাকে। কিন্তু তখন তার বাইরে থাকা জন্ম দেয় বিতর্কের। কারণ একদিন পরই রিয়ালের হয়ে মাঠে ফেরেন তিনি। আর সেটা হয় ফ্রান্সের ম্যাচেরও আগে। রিয়ালে যোগ দেওয়ার পর থেকেই ফর্ম নিয়ে সমালোচনার মুখে আছে আছেন এমবাপ্পে। আর তাকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্তটা ফরাসি কোচ দিদিয়ের দেশমেরই। তিনি বলেছেন, ‘তার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তবে এই সিদ্ধান্তটা আমি কয়েকটি ম্যাচের জন্যই নিয়েছি। সে আসতে চেয়েছিল।’ এর ফলে টানা চার ম্যাচ অধিনায়ককে পাচ্ছে না ফ্রান্স।

ইউরোপা লিগে ম্যানইউর প্রথম জয়

স্পোর্টস ডেস্ক : আমাদ দিয়ালোর জোড়া গোলে ২-০ গোলে পিএওকে সোলানিকাকে হারালো ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। বৃহস্পতিবার চতুর্থ ম্যাচে এসে ইউরোপা লিগে প্রথম জয় পেলো ইংলিশ ক্লাব। এরিক টেন হ্যাগ যা পারেননি, সেটাই অর্জন করলেন অন্তর্বর্তীকালীন কোচ রুড ফন নিস্টলরয়। আগের তিনটি ইউরোপা লিগ ম্যাচে ড্র করেছিল ম্যানইউ। প্রথমার্ধে কোনও গোল পায়নি তারা। বিরতি থেকে ফেরার পঞ্চম মিনিটে ব্রুনো ফের্নান্দেসের ক্রসে হেড করে আমাদ জালমুখ খোলন। দুই দলই প্রথম জয়ের খোঁজে ছিল। ওল্ড ট্রাফোর্ডে গ্রিক সফরকারীরাও সুযোগ খুঁজছিল। ইউনাইটেড কিপার আন্দ্রে ওনানা প্রথমার্ধে ম্যাডি কামারার একটি শট গোলবারের ওপর দিয়ে তুলে দেন। ৬৪তম মিনিটে সমতা ফেরানোর সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিল পিএওকে। কিন্তু আনমার্কড টারিল টিসোদালির শটে ওনানাকে পরাস্ত করার মতো যথেষ্ট জোর ছিল না। খেলার ১৩ মিনিট বাকি থাকতে আমাদ গোল করে জয় নিশ্চিত করেন। বাবা রহমানের চ্যালেঞ্জ সামলে বাঁকানো শটে জাল কাঁপান তিনি। চার ম্যাচ শেষে ম্যানইউর পয়েন্ট ৬। দলকে প্রথম জয় এনে দেওয়ার নায়ক আমাদ বললেন, ‘ইউরোপে আমরা জিতেছিলাম, অনেক দিন হয়ে গেলো। এই মৌসুমে আমি দুর্ভাগা ছিলাম। সুতরাং আজ দুটি গোল করে খুশি। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো আমরা জিতেছি।’

আইটি

উইন্ডোজের সকল শর্টকাট জেনে নিন

আইটি ডেস্ক : কম্পিউটার ব্যবহারে মাউস ও কি-বোর্ড দুটোরই প্রয়োজন হয়। তবে কি-বোর্ডের ওপর দখল থাকলে যে কোনো কাজ আরও দ্রুত করা সম্ভব। এ জন্য উইন্ডোজের কি-বোর্ড শর্টকাটের লম্বা তালিকা রয়েছে। কিন্তু সব তো আর মনে রাখা সম্ভব নয়, কাজভেদে প্রয়োজনও নেই। তাই কম্পিউটার ব্যবহার করার সময় ঘুরেফিরে যেসব শর্টকাট বেশি ব্যবহার হয় সেগুলো শিখে রাখা যেতে পারে। সর্বাধিক ব্যবহৃত উইন্ডোজ ‘কি-বোর্ড শর্টকাট’অষঃ+ঞধন: একাধিক সফটওয়্যার চালু থাকলে কি-বোর্ডের ‘অষঃ’ ও ‘ঞধন’ বোতাম একসঙ্গে চাপলে একটি সফটওয়্যার থেকে অন্য সফটওয়্যারে সহজে যাওয়া যাবে। Windows key + PrtScn : বোতাম দুটি একসঙ্গে চেপে সম্পূর্ণ স্ক্রিনের স্ক্রিনশট নেওয়া যাবে। Windows key + . (ফুলস্টপ) : উইন্ডোজের নিজস্ব ইমোজি কি-বোর্ড রয়েছে। বোতাম দুটি চেপে ওই ইমোজি কি-বোর্ড বের করা যাবে। Ctrl + Alt + Del : তিনটি বোতাম একসঙ্গে চাপলে শাটডাউন ডায়ালগ বক্স আসবে। সেখান থেকে কম্পিউটার বন্ধ করা যাবে। Win + Shift + S : বোতাম তিনটি চাপলে স্নাইপিং টুল আসবে। এই টুল দিয়ে স্ক্রিনের প্রয়োজন মাফিক অংশের স্ক্রিনশট নেওয়া যাবে। Ctrl + Shift + Esc : বোতাম তিনটি একসঙ্গে চেপে পাওয়া যাবে টাস্ক ম্যানেজার| Win + Ctrl + O : বিশেষ প্রয়োজনে অন-স্ক্রিন কি-বোর্ডের প্রয়োজন হতে পারে। বোতাম তিনটি চেপে দ্রুত তা পাওয়া যাবে। Ctrl + Shift + N : এই তিনটি বোতাম চেপে নতুন ফোল্ডার তৈরি করা যাবে। তবে নতুন ফোল্ডার তৈরির জন্য অবশ্যই ফাইল এক্সপ্লোরারে গিয়ে অথবা অন্য কোনো ফোল্ডারে প্রবেশ করে বোতাম তিনটি চাপতে হবে। Win + Arrow Down : যে সফটওয়্যার খোলা আছে সেটি মিনিমাইজ করতে উইন্ডোজ লোগো-সংবলিত বোতামটি চেপে ধরে ডাউন অ্যারো বোতাম চাপতে হবে। Win + Arrow Up : মিনিমাইজ করা সফটওয়্যারটি আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে বা ম্যাক্সিমাইজ করতে বোতাম দুটি চাপতে হবে। Win + X, এরপর U, তারপর S : এভাবে বোতামগুলো চাপলে কম্পিউটার স্লিপ মোডে যাবে। Win + X, এরপর U, তারপর R : বোতামগুলোর সমন্বয়ে কম্পিউটার পুনরায় চালু হবে। F11: উইন্ডোজকে ফুলস্ক্রিন করতে বোতামটি চাপতে হবে। ক্ষেত্রবিশেষে কাজ না করলে Fn ও F11 বোতাম দুটি চাপলে কাজ হবে। আবার একইভাবে ফুলস্ক্রিন থেকে বের হতে একইভাবে বোতাম চাপতে হবে। F2 : যে ফোল্ডারের নাম পরিবর্তন করতে হবে তা নির্বাচন করে বোতামটি চাপলে অপশন চলে আসবে। তখন নাম পরিবর্তন করে Enter বোতাম চাপলেই হয়ে যাবে। আগের মতো কাজ না করলে Fn I F2 বোতাম দুটি চাপতে হবে। Win + Ctrl + D : তিনটি বোতাম চাপলে নতুন একটি ডেস্কটপ তৈরি হবে। এভাবে একাধিক ডেস্কটপ তৈরি করা যাবে। একটি ডেস্কটপ থেকে আরেকটিতে যেতে রিহ এর পর ঞধন বোতাম চাপতে হবে। Win + R, এর পর লিখুন control, তার পর Enter চাপুন : এ প্রক্রিয়ায় সহজেই কন্ট্রোল প্যানেল চালু করা যাবে।

প্রায় ২ লাখ অ্যাকাউন্ট নিষিদ্ধ করেছে ইমো

আইটি ডেস্ক : সাইবার নিরাপত্তার হুমকির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম ইমো। প্ল্যাটফর্মটি চলতি বছর জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হ্যাকিং, হয়রানি ও প্রতারণার সাথে সম্পৃক্ত ১ লাখ ৭৯ হাজার ডিভাইস শনাক্ত ও নিষিদ্ধ করেছে। একইসঙ্গে, ইমো অত্যাধুনিক ‘অটো টেকনোলজি’র মাধ্যমে হ্যাকিং ঝুঁকি শনাক্ত ও প্রতিরোধে পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে ৪ লাখ ৩৫ হাজার অ্যাকাউন্টকে হ্যাকিংয়ের ঝুঁকি থেকে সুরক্ষিত রেখেছে। পাশাপাশি দেশের ব্যবহারকারীদের ৯ হাজার ৬০০টি অ্যাকাউন্ট পুনরুদ্ধার করতেও সহায়তা করেছে ইমো। ২০২৪ সালের প্রথম তিন প্রান্তিকে ইমো প্রতারণা ও হয়রানির সাথে সংশ্লিষ্টতায় তাৎক্ষণিকভাবে যথাক্রমে ১৮০০টি ও ৬ লাখ ৬৭ হাজার অ্যাকাউন্ট বন্ধ করেছে ইমো। ডিজিটাল ক্ষমতায়নের পথ প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে সাইবার নিরাপত্তা নিয়ে হুমকি। লিঙ্গ বা বয়স নির্বিশেষে যেকোনো ইন্টারনেট ব্যবহারকারীই বিভিন্ন ধরনের সাইবার হুমকির মুখে পড়তে পারেন। এক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং প্ল্যাটফর্মগুলোর উচিত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। বিগত বছরগুলো থেকে ব্যবহারকারীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে আসছে ইমো। এছাড়া অ্যাকাউন্টের ওপর ব্যবহারকারীদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদের ক্ষমতায়নে কার্যকরী সব ফিচার চালু করেছে। উদাহরণস্বরূপ, ইমো’র ‘লগইন প্রোটেকশন’ ফিচার ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্টের নিরাপত্তা নিশ্চিতে অত্যন্ত কার্যকর। এছাড়াও ইমো’তে রয়েছে ‘টু-স্টেপ ভেরিফিকেশন’ ও ‘ট্রাস্টেড ডিভাইস’ -এর মতো সুরক্ষা ফিচার। সুরক্ষা নিশ্চিতে আরও রয়েছে ‘সিম বাইন্ডিং ফিচার।’ এসব ফিচার ব্যবহারকারীদের অ্যাকাউন্টে শুধুমাত্র নির্ভরযোগ্য ও অনুমোদিত ডিভাইসের মাধ্যমে লগইন নিশ্চিত করতে সহায়তা করে।

এছাড়াও ব্যবহারকারীরা অতিরিক্ত সুরক্ষায় ইমো অ্যাকাউন্টে লগইন করার সময় নিয়মিত ‘ম্যানেজ ডিভাইস’ চেক করলে সন্দেহজনক ডিভাইস অপসারণ করতে পারেন; অথবা দুই বা ততোধিক ডিভাইস ব্যবহার না করলে, ‘মাল্টি ডিভাইস’ ফাংশন ডিঅ্যাক্টিভেট করে রাখতে পারেন।

ফোন দেরিতে চার্জ হলে সমাধান করবেন যেভাবে

আইটি: দীর্ঘসময় চার্জ দিয়েও স্মার্টফোনে ফুল চার্জ হয় না! অনেকেই এই সমস্যায় ভুগেন। কী কারণে ধীর গতিতে ফোন চার্জ হয় তা অনেকেই বুঝতে পারেন না। আবার কারো কারো ফোনে এক ঘণ্টার মধ্যেই ফুল চার্জ হয়। তবে কেন দেরিতে ফোন চার্জ হয় তার কয়েকটি কারণ হলো- ক্যাবলের কারণে ফোন ধীরে চার্জ হতে পারে। এজন্য আগে ক্যাবল পরীক্ষা করে দেখা উচিত। অনেকে এক ক্যাবল সব ডিভাইসে ব্যবহার করেন। এটি ঠিক নয়। এভাবে অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে ক্যাবলের ভেতরে ছোট যে কাটা থাকে, সেগুলো বেঁকে যায়। তাই চার্জ ঠিকমতো না হলে ক্যাবল পাল্টে ফেলুন। অনেকেই কম্পিউটারের সঙ্গে ক্যাবল জুড়ে ফোন চার্জ দেন। এক্ষেত্রে খুব ধীরে চার্জ হবে। চার্জের জন্য ওয়্যারলেস চার্জার ব্যবহার না করাই ভালো। একটি ডিভাইসের জন্য একটি চার্জার রাখবেন। এরপরেও যদি চার্জ ধীরে হয়, তাহলে আপনার বাড়ির বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় সমস্যা থাকতে পারে।

হোয়াটসঅ্যাপে কাস্টম লিস্ট ফিচারে থাকছে যেসব সুবিধা

আইটি ডেস্ক : ব্যবহারকারীদের হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারের অভিজ্ঞতা ভালো করতে নতুন ফিচার আনছে প্ল্যাটফর্মটি। এবার ব্যবহারকারীদের চ্যাটের অভিজ্ঞতা আরও ভালো করতেই নতুন ফিচার যুক্ত করেছে হোয়াটসঅ্যাপ। হোয়াটসঅ্যাপে লঞ্চ করা হয়েছে কাস্টম লিস্ট ফিচার। এটাই প্রথম নয়। হোয়াটসঅ্যাপে হাজার মেসেজের ভিড়ে দরকারি মেসেজ যাতে হারিয়ে না যায় তার জন্য একাধিক ফিচার রয়েছে হোয়াটসঅ্যাপে। কাস্টম লিস্ট ফিচারের সাহায্যে ব্যবহারকারীরা ব্যক্তিগত এবং গ্রুপ চ্যাট তালিকা করে রাখতে পারবেন পছন্দ অনুসারে। তাহলে দরকারের সময় সহজে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে। হোয়াটসঅ্যাপে আনরেড, গ্রুপ, অল এইসব ট্যাব আগেই লঞ্চ হয়েছে। এবার সেই চ্যাট ফিল্টার বারে যুক্ত হয়েছে নতুন একটি ট্যাব। যারা নিয়মিত হোয়াটসঅ্যাপে অনেকের সঙ্গে চ্যাট করেন তাদের জন্য এই ফিচারটি অত্যন্ত লাভজনক হবে বলেই মনে করা হচ্ছে। এদিকে কয়েক মাস আগেই মেটা এআই অ্যাসিস্ট্যান্স লঞ্চ করেছে হোয়াটসঅ্যাপ। এর কাছে যে কোনো প্রশ্ন করলে মুহূর্তেই মিলছে উত্তর। এবার আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে মেটা এআই ভয়েস মোড ফিচার।

এআই প্রযুক্তির নিজস্ব সার্চ ইঞ্জিন তৈরি করছে মেটা

আইটি ডেস্ক : প্রযুক্তি বাজারে পিছিয়ে থাকতে চায় কে? গুগল ও মাইক্রোসফটের সার্চ ইঞ্জিনের ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে এবার এআই প্রযুক্তির নিজস্ব সার্চ ইঞ্জিন তৈরি করছে মেটা। হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম ও ফেসবুকে ব্যবহার করা যাবে ‘মেটা এআই’ চ্যাটবট। ইন্টারনেট ঘেঁটে বিস্তারিত জানিয়েছেন আব্দুর রহমান সিয়াম। বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির দুনিয়ায় সবচেয়ে আলোচিত বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তাশক্তিকে কৃত্রিম উপায়ে প্রযুক্তিনির্ভর করে যন্ত্রের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করাই এআই। মেটা তাদের নিজস্ব এআই-চালিত সার্চ ইঞ্জিন তৈরি করছে, যাতে গুগল ও মাইক্রোসফটের সার্চ ইঞ্জিনের ওপর নির্ভরশীলতা কমানো যায়। মেটার এই সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহার করে হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম ও ফেসবুকের ব্যবহারকারীরা সরাসরি বিভিন্ন তথ্য জানতে পারবেন। বর্তমানে ‘মেটা এআই’ চ্যাটবট ব্যবহারকারীদের সর্বশেষ সংবাদ, শেয়ারবাজারের খবর এবং খেলাধুলার তথ্য জানাতে গুগল ও বিং-এর ওপর নির্ভরশীল। নতুন সার্চ ইঞ্জিন চালু হলে প্রতিষ্ঠানটি এসব তথ্য স্বাধীনভাবে প্রদান করতে পারবে, যা অন্যদের ওপর থাকা মেটার নির্ভরশীলতা হ্রাস করবে। মেটা আরও নিশ্চিত করেছে যে, ব্যবহারকারীদের নির্ভুল তথ্য প্রদান করার জন্য তারা বার্তা সংস্থা রয়টার্সের সঙ্গে চুক্তি করেছে, যার মাধ্যমে চ্যাটবট বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে রয়টার্সের কনটেন্ট প্রদর্শন করবে। তবে মেটা তাদের এআই মডেল তৈরিতে ব্যবহৃত প্রশিক্ষণ ডেটা ও পদ্ধতি সম্পর্কে এখনো কোনো তথ্য প্রকাশ করেনি, যা প্রযুক্তি বিশ্লেষকদের মধ্যে প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। বর্তমানে চ্যাটজিপিটির নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ওপেনএআই, গুগল ও মাইক্রোসফট এআই খাতে আধিপত্য বিস্তারের জন্য কাজ করছে। এরই মধ্যে গুগল সার্চ ইঞ্জিনে নিজেদের এআই মডেল ‘জেমিনি’ যুক্ত করতে কাজ করছে গুগল। অন্যদিকে ওপেনএআই নিজেদের বৃহত্তম বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান মাইক্রোসফটের তৈরি বিং সার্চ ইঞ্জিনে এআই প্রযুক্তিনির্ভর বিভিন্ন সেবা দিচ্ছে। এর ফলে বিং সার্চ ইঞ্জিনের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা সহজেই বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর জানতে পারছেন। এই পদক্ষেপ মেটার জন্য যেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি, তেমনি এটি বিশ্বব্যাপী এআই প্রতিযোগিতায় নতুন মাত্রা যোগ করবে।

যে কারণে ব্লুটুথ ব্যবহারে সতর্ক থাকবেন

আইটি ডেস্ক : স্মার্টফোনের সঙ্গে অন্যান্য ডিভাইস যেমন স্মার্টওয়াচ, ইয়ারবাড, স্পিকার সংযোগ করতে ব্লুটুথ অন রাখতে হয়। তবে সারাক্ষণ ব্লুটুথ ব্যবহার করে নিজের বিপদ ডেকে আনছেন না তো? আপনার ব্যক্তিগত ডাটা এবং গোপনীয় তথ্য সুরক্ষিত রাখতে ব্লুটুথ ব্যবহারে সতর্ক হতে হবে। জেনে নিন কয়েকটি সমস্যা, সতর্ক না হলে যেসবের ঝামেলায় আপনিও পড়তে পারেন- মোবাইল ফোন ও প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের কারণে সাইবার হামলার সংখ্যাও বেড়েছে। ব্লুজ্যাকিং হলো সাইবার আক্রমণের একটি রূপ যেখানে অপরিচিত ব্যক্তিরা ব্লুটুথ সংযোগ ডিভাইসের সঙ্গে অযাচিত মেসেজ বা ফাইল শেয়ার করে। এটি গোপনীয়তা লঙ্ঘন করে এবং সংবেদনশীল তথ্য অন্যদের কাছে প্রকাশ করে। ব্লুটুথ ডিভাইসগুলো থেকে ডাটা অননুমোদিত ব্লুস্নারফিংয়ের মাধ্যমে চুরি করা হয়। মেসেজ এবং মাল্টিমিডিয়া ফাইল অন্তর্ভুক্ত। ব্যবহারকারীদের এ সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। এটি ইউজারদের সম্পূর্ণ তথ্য পায়। ব্লুবাগিং হলো সাইবার আক্রমণের একটি আধুনিক রূপ। যেখানে হ্যাকাররা ব্লুটুথ ডিভাইসের ওপর নিয়ন্ত্রণ পায়। এটি ব্যবহারকারীদের অনুমতি ছাড়াই কল এবং মেসেজ সম্পর্কে তথ্য অ্যাক্সেস করতে দেয়। এমআইটিএম আক্রমণে, আক্রমণকারীরা ব্লুটুথ ডিভাইসের মধ্যে যোগাযোগে বাধা দেয় এবং ডেটা বিনিময় করে। এতে সময় বা তথ্যের গোপনীয়তা জড়িত থাকতে পারে। ব্লুবোর্ন একটি নিরাপত্তা দুর্বলতা। এটি কোটি কোটি ব্লুটুথ ডিভাইসকে প্রভাবিত করতে পারে। ডিভাইসগুলোর পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করে সহজেই কোনো অনুমতি ছাড়াই তাদের ডেটা ম্যানিপুলেট করা সম্ভব। কোনো ক্ষতিকারক ভাইরাস বা ম্যালওয়্যার ডেটা ডিভাইসে লোড করা হয়। কিছু ব্লুটুথ ডিভাইস দুর্বল এনক্রিপশন বা একটি ডিফল্ট পিন পদ্ধতি ব্যবহার করে, যা ব্রুট-ফোর্স আক্রমণকে উৎসাহিত করে। হ্যাকাররা নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাইপাস করতে এবং ডিভাইস এবং ডেটাতে অননুমোদিত অ্যাক্সেস পেতে এই দুর্বলতাগুলোকে কাজে লাগাতে পারে। পরিধানযোগ্য জিনিসগুলোতে ব্যবহৃত বিএলই অনেক নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ তৈরি করে। এর সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো ডাটা ম্যানিপুলেশন।